জীবনের সম্বল

মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রাহমান বিন আব্দুল্লাহ আস-সুবাইহিন

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন, যিনি মানুষকে শিখিয়েছেন যা সে জানত না, এবং দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক সেই ব্যক্তির উপর যাকে ব্যাপক তথ্যপূর্ণ ও অর্থবহ বাণী দেওয়া হয়েছে, এবং তাঁর জ্ঞানী-গুণী সাহাবীদের উপর এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে এবং জিহ্বা ও কলম দিয়ে জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছে তাদের উপর।

অতঃপরঃ

জ্ঞান থেকে লেখক, পাঠক ও যার নিকট তা পৌঁছবে উপকৃত হওয়ার অন্যতম কারণ হল এর উপস্থাপনাকে সহজতর করা, মৌখিকভাবে হোক বা লিখিতভাবে। কারণ এটি বোঝার, মুখস্থ করার এবং পৌঁছে দেওয়ার জন্য বেশি সহায়ক।এ কারণেই, নবুয়তের পদ্ধতি তার শব্দে স্পষ্ট, অর্থে বাগ্মী এবং গ্রহণ ও মুখস্থ করার ক্ষেত্রে সহজ ছিল।

আমি মনে করি এই গ্রন্থটি নাম, বিষয়বস্তু এবং রচনা পদ্ধতিতে এর লেখক রচনা পদ্ধতির মূল্যবান সম্পদসমূহের মধ্য থেকে দুটি সম্পদ অর্জনে সাফল্য লাভ করেছেন।

প্রথমটি: আমার জানা মতে ফাযায়েলে আমলের বিষয়ে এটি এমন একটি পদ্ধতি যা এর আগে কোন লেখক গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে অবলম্বন করে নি।

দ্বিতীয়টি: বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা জ্ঞানকে সংগ্রহ করে সাজানো হয়েছে। এবং লেখক তার এই গ্রন্থের পাঠ ও বিষয় অনুসারে বিভিন্ন রঙ যোগ করেছেন। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে বাক্যের বিষয়বস্তু অনুসারে রঙের বৈচিত্র্যের কারণে পাঠকগণ তা সহজেই স্মরণে রাখতে পারবেন এবং তাদের মস্তিষ্কে তা গেথে যাবে। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান অনুসারে ফায়ায়েলে আমলের বিষয়ে কোন লেখক এই পদ্ধতি অনুসরণ করেছে বলে আমার জানা নেই।

এই গ্রন্থের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এতে শুধু সহীহ বা হাসান হাদীসই উল্লেখ করা হয়েছে। যারা ফাযায়েল বিষয়ে গ্রন্থ লিখেছেন তাদের অনেকেই দেখা যায় তারা তাদের গ্রন্থে যঈফ এমনকি মাওযু বা বানোয়াট হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করে থাকেন। তাদের এটা যুক্তি হতে পারে যে, ফাযায়েলে আমাল তথা কোন আমলের সওয়াব বা কাজের শাস্তি বিষয়ক হাদীসের প্রতি কিছু মুহাদ্দিসগণ নমনীয় মনোভাব পোষণ করেছেন।

কিন্তু উত্তম আর সতর্কতার দাবি হল শুধু প্রমাণিত হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা।
ইমাম ইবনুল মুবারক কি চমৎকার বলেছেন যে, সহীহ হাদীস থাকতে দুর্বল হাদীস নিয়ে ব্যস্ত থাকার প্রয়োজন নেই।
সংক্ষেপে, এই বইটি হল ভূমিকা এবং ভাল ফলাফলসরূপ যা দলীল, প্রমাণ এবং রঙ দিয়ে সজ্জিত যা মুখস্ত করা এবং বোঝা সহজ করে দেয়। এগুলো হচ্ছে এই থিসিস বা গবেষণার সাথে সম্পর্কিত কথা।
এখন গবেষকের ব্যাপারে কিছু বলা যাক, তিনি হলেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ বিন আবদ আল-রহমান আল-সুবাইহিন। আমি তার ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান থেকে এবং তার আগে তার ভালো আচরণ থেকে উপকৃত হয়েছি।
তিনি আমার জন্য ভূমিকা লেখার বেশি অধিকার রাখেন। তার জন্য আমার ভূমিকা লেখা শায়খের সন্তানদের সাথে ছাত্রর সহমর্মিতার সম্পর্ক বজায় রাখা সরূপ। কেননাতার পিতা রিয়ায ইলমী ইনস্টিটিউটের আমার শাইখদের একজন। এবং আমি তার জ্ঞান এবং পরামর্শ থেকে উপকৃত হয়েছি। আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন এবং তার বংশধর, তার নাতি-নাতনি এবং তার গোত্রকে বরকত দান করুন।
শেষ করার আগে, আমি অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মদকে তার এই পদ্ধতির প্রসারিত করার জন্য পরামর্শ দিতে চাই এবং ইসলামের চারটি রুকন, নামায, যাকাত, রোজা এবং হজের হাদীস থেকে তিনি যা উপযুক্ত মনে করেন তা যেন সংগ্রহ করেন। এর সাথে সাথে এর সাওয়াবও যেন উল্লেখ করেন। যেমন গুনাহের কাফফারা, পদমর্যাদা বৃদ্ধি, ইত্যাদি।
পরিশেষে আল্লাহর নিকট দুআ করি আল্লাহ যেন ডক্টর মুহাম্মদের এই প্রচেষ্টা ও সৃজনশীলতা কবুল করেন। এবং আমি এই গ্রন্থটির উপকারের জন্য আশাবাদী। আল্লাহর অনুগ্রহে যে বিষয়টি পাঠককে এ গ্রন্থ থেকে বেশি বেশি উপকৃত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে করবে তা হ'ল এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু আকীদা, ইবাদত ও লেন-দেনের ফাযায়েল এবং ছোট ছোট আমলের প্রতি আল্লাহর বিরাট প্রতিদানের বর্ণনার সাথে সম্পর্কিত। এটিতে কী রয়েছে তা শিখতে এবং তারপর এটির উপর আমল করার জন্য এটি পড়ার প্রতি আগ্রহী হতে উৎসাহিত করবে। আমি মনে করি যে লেখকের জন্য আল্লাহর তাওফীকের লক্ষণগুলি এই গ্রন্থ রচনা ও সম্বলসমূহ সংকলনের মধ্যে সুস্পষ্ট।
আমি আল্লাহর কাছে তার জন্য প্রার্থনা করি যে, এটিকে ফলদায়ক করেন, যা দুনিয়া ও আখিরাতে তার উপকারে আসে। এবং যারা এটি পাঠ করবে, শুনবে, প্রসার করবে এবং যে এটি পৌঁছে দিবে, সকলের সাওয়াবের সমান আল্লাহ যেন তাকে সাওয়াব দান করেন। সকল প্রশংসা আল্লাহর, যার অনুগ্রহে ভালো কাজগুলো সম্পন্ন হয়।

আব্দুল আজিজ বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আস-সাদহান

জীবনের সম্বল গ্রন্থ রচনায় আমার পদ্ধতি

১- আমি এই গ্রন্থে শুধু সেই সম্বলগুলোই উল্লেখ করেছি যা কুরআনের আয়াত বা সহীহ হাদীস বা হাসান হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।
আর এটা সুবিদিত যে, হাদীসের বিশারদগণ হাদীস সহীহ, হাসান ও দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। এটি সাধারণত সানাদ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে তাদের ভিন্ন পদ্ধতির কারণ হয়ে থাকে। আপনি দেখতে পাবেন আলেমগণ কিছু হাদিসকে সহীহ বলে মনে করেন, পক্ষান্তরে কিছু আলেমগণ সেই হাদীসগুলোকে যঈফ বা দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাই এতে তর্কের কিছু নেই। এই ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ সর্বজনবিদিত। তবে আমাদের জন্য যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হল, হাদীসের উপর দক্ষতা আছে এমন আলেমগণ এই গ্রন্থে উল্লেখিত হাদীসকে সহীহ বা হাসান বলে আখ্যায়িত করেছেন।
২- আমি সম্বলসমূহকে বড় বড় কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করেছি, যা ক্রমানুসারে:
1- আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ। 2- মাকরুহ বা অপছন্দনীয় বিষয়সমূহকে বর্জন করা। 3- কাঙ্খিত বিষয়সমূহ অর্জন করা।
কেননা একজন মুসলমানের প্রথম লক্ষ্য হল আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা, তারপর মাকরুহ ত্যাগ করা। কারণ কাঙ্খিত বিষয়সমূহ দ্বারা সজ্জিত হওয়ার চেয়ে মাকরুহ বর্জন করা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বিষয়। প্রতিটি অধ্যায়ের অধীনে এর বিষয়বস্তুর কয়েকটি করে অনুচ্ছেদ রয়েছে।
৩- আমি প্রত্যেক অনুচ্ছেদে সম্বলসমূহকে তার মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব অনুসারে সাজিয়েছি। সুতরাং আপনি যদি সবটির উপর আমল করতে না পারেন তো ক্রমানুসারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আমল করবেন।
৪- আমি প্রতিটি সম্বলের পাশে একটি গোল ক্ষেত্র তৈরি করেছি যাতে এর উপর আমল করে নেওয়ার পর সেটিকে যেন চিহ্নিত করা হয়।
৫- আমি প্রতিটি অনুচ্ছেদে এ বিষয়গুলি আলাদা করে উল্লেখ করেছি: সম্বল, এর ফযীলত এবং এর দলীল।
৬- আমি সম্বলকে কালো রঙে লিখেছি, এর ফযীলতকে সবুজ রঙে, যা জান্নাতবাসীদের পোশাকের রঙ, এর দলীল নীল রঙে লিখেছি, যা সমুদ্রের রঙ, এবং আসল আলোচ্য বিষয়টি লাল রঙে চিহ্নিত করেছি।
৭- সংক্ষিপ্তভাবে হাদীসগুলোর তাখরীজ করা হয়েছে। তা এইভাবে যে, হাদীসের উদ্ধৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে শুধু হাদীস নং উল্লেখ করা হয়েছে এবং সহীহ বুখারী, মুসলিম, সুনানে আরবাআ ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থ থেকে হাদীস সংগ্রহ করা হয়েছে। আর

হাদীসের প্রতি হুকুম লাগানোর ক্ষেত্রে হাদীস বিশারদদের হুকুমের উপর নির্ভর করা হয়েছে। বিশেষ করে: শাইখ আহমদ শাকির, শাইখ আলবানী এবং শাইখ শুয়াইব আল-আর্নাউত উল্লেখযোগ্য, আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুন।

৮- হাদীস উল্লেখিত কঠিন শব্দের অর্থ বর্ণনা করেছি যেগুলোর বেশি প্রয়োজন পড়ে।

সম্ভবত এটি আল্লাহ্‌র তাওফীক যে, এই সম্বলসগুলি তিনশ ষাটটি, যা বছরের প্রায় দিন সংখ্যা। একজন মুসলমান যদি প্রতিদিন একটির উপর আমল করে, তবে সে এক বছরে এমন কিছু অর্জন করে যা অক্ষম ব্যক্তি তার সারা জীবনে অর্জন করতে পারে না। আর তাওফীকপ্রাপ্ত সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা হেদায়াত ও তাওফীক দান করেন।

পরিশেষে আল্লাহর কাছে দুআ করি যে এটি পাঠ করবে, শুনবে, প্রচার করবে এবং এর অনুসারে আমল করবে সকলকে আল্লাহ যেন এর দ্বারা উপকৃত করেন।আর মহান আল্লাহর উপরই আমার ভরসা, এবং তাঁরই প্রতি আমার আস্থা, এবং পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন আশ্রয় বা শক্তি নেই।

মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রাহমান বিন আব্দুল্লাহ আস-সুবাইহিন

জীবনের সম্বল

৩৬০ টি সম্বল

দুনিয়া ও আখিরাতের উদ্দেশ্য পূরণের সম্বলসমূহ
২১০ সম্বল

দুনিয়া ও আখিরাতে অপছন্দনীয় জিনিস দূর করার সম্বলসমূহ
৯১ টি সম্বল

এমন সম্বলসমূহ যাতে আল্লাহর ইচ্ছা পূরণ হয় এবং তার নৈকট্য ও অনুগ্রহ অর্জন হয়
৫৯ টি সম্বল

- ৫ সম্বল — দীনের উদ্দেশ্য পূরণের সম্বলসমূহ
- ১৪ সম্বল — আমলের উদ্দেশ্য পূরণের সম্বলসমূহ
- ১৪৬ সম্বল — আখিরাতের উদ্দেশ্য পূরণের সম্বলসমূহ
- ৩১ সম্বল — আত্মা সংক্রান্ত উদ্দেশ্য পূরণের সম্বলসমূহ
- ১০ সম্বল — দুনিয়ার উদ্দেশ্য পূরণের সম্বলসমূহ
- ৪ সম্বল — আশপাশের লোকের উদ্দেশ্য পূরণের সম্বলসমূহ

- ৫৩ সম্বল — দীনের যা ক্ষতি করে তা দূর করার সম্বলসমূহ
- ১৭ সম্বল — মৃত্যুর পর ব্যক্তি যা অপছন্দ করে তা প্রতিরোধ করার জন্য সম্বলসমূহ
- ২১ সম্বল — এই পৃথিবীতে ব্যক্তি যা অপছন্দ করে তা দূর করার সম্বলসমূহ

- ২৫ সম্বল — আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশ পূরণকারী সম্বলসমূহ
- ১৩ সম্বল — আল্লাহর নৈকট্য লাভের সম্বলসমূহ
- ২১ সম্বল — আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের সম্বলসমূহ

প্রথম বিভাগঃ

এমন সম্বলসমূহ যাতে আল্লাহর ইচ্ছা পূরণ হয় এবং তার নৈকট্য ও অনুগ্রহ অর্জন হয়

এই বিভাগে তিনটি অধ্যায় রয়েছেঃ

প্রথম অধ্যায়ঃ আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশ পূরণকারী সম্বলসমূহ (২৫)

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ আল্লাহর নৈকট্য লাভের সম্বলসমূহ (১৩)

তৃতীয় অধ্যায়ঃ আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের সম্বলসমূহ (২১)

প্রথম অধ্যায়

আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশ পূরণকারী সম্বলসমূহ

(২৫) টি সম্বল

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১

1- দুআ

ফযীলতঃ আল্লাহর দাসত্ব অর্জন।

দলীলঃ নু‘মান ইবনু বাশীর (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (দু‘আও একটি ‘ইবাদাত। তোমাদের রব বলেছেনঃ ‘‘তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো’)। (এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন, হাঃ ২৯৬৯, তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ, আর আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন।

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২

২– সত্যবাদিতা

ফযীলতঃ সিদ্দীক হিসাবে লিপিবদ্ধ হওয়া।

দলীলঃ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (তোমরা অবশ্যই সত্যকে অবলম্বন করবে। কেননা সত্য সৎ কর্মের দিকে ধাবিত করে আর সৎকর্ম ধাবিত করে জান্নাতের দিকে। কোন ব্যক্তি যদি সত্য বলতে থাকে এবং সত্যের প্রতি সদা মনযোগ রাখতে থাকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কাছেও সিদ্দীক হিসাবে তার কথা লিপিবদ্ধ হয়)। [(বুখারী (৬০৯৪), মুসলিম (২৬০৭)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩

৩– আল্লাহর তাকওয়া

ফযীলতঃ তাকওয়াসম্পন্ন ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশী মর্যাদাসম্পন্ন।

দলীলঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

﴿إِنَّ أَكرَمَكُم عِندَ ٱللَّهِ أَتقَاكُم﴾ [الحجرات 13]

অর্থঃ তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই বেশী মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে বেশী তাকওয়াসম্পন্ন।

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৪-৫

৪ ও ৫– ক্রোধ সংবরণ করা ও মানুষের প্রতি ক্ষমা করা

ফযীলতঃ তাকওয়া অর্জন।

দলীলঃ আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾[آل عمران: 132-133]

অর্থঃ যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য । যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে, যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আর আল্লাহ মুহ্সিনদেরকে ভালবাসেন।

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৬

৬- চাশতের নামায যখন উটের বাচ্চার গরম অনুভব করে

ফযীলতঃ এটি আদায় করলে বান্দা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

দলীলঃ যায়দ ইবন আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, একদা তিনি দেখলেন, একদল লোক চাশতের নামায পড়ছে। তিনি বললেন, 'যদি ওরা জানত যে, নামায এ সময় ছাড়া অন্য সময়ে পড়া উত্তম। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আওয়াবীন (আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী)দের নামায যখন উটের বাচ্চার পা বালিতে গরম অনুভব করে।" [মুসলিম (৭৪৮)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৭

৭- একাধারে চল্লিশ দিন প্রথম তাকবীরের সাথে জামা'আতে নামায আদায় করা

ফযীলতঃ মুনাফিকী হতে মুক্তি।

দলীলঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তোষ অর্জনের উদ্দেশ্যে একাধারে চল্লিশ দিন তাকবীরে উলার (প্রথম তাকবীর) সাথে জামা'আতে নামায আদায় করতে পারলে তাকে দুটি নাজাতের ছাড়পত্র দেওয়া হয়ঃ জাহান্নাম হতে নাজাত এবং মুনাফিকী হতে মুক্তি। [তিরমিযী, (২৪১), আহমাদ, (১২৫৮৩), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন।

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৮

৮- রোযা

ফযীলতঃ রোযা সর্বোত্তম ও পবিত্র ইবাদত।

দলীলঃ উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রশ্ন করেছিলেন, কোন ইবাদাত সর্বোত্তম? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি সাওমকে আকড়ে ধর, যেহেতু রোযার কোন বিকল্প নাই। [আহমাদ, (২২৭০৭), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]।

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৯

৯- আল্লাহ তা'আলার যিকির

ফযীলতঃ সর্বোত্তম ও পবিত্র আমল।

দলীলঃ আবূদ দারদা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি তোমাদেরকে কি তোমাদের অধিক উত্তম কাজ প্রসঙ্গে জানাব না, যা তোমাদের মনিবের নিকট সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের সম্মানের দিক হতে সবচেয়ে উঁচু, স্বর্ণ ও রৌপ্য দান-খাইরাত করার চেয়েও বেশি ভাল এবং তোমাদের শত্রুর মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে তাদেরকে তোমাদের সংহার করা ও তোমাদেরকে তাদের সংহার করার চাইতেও ভাল? তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ আল্লাহ তা'আলার যিকর। [তিরমিযী, হাঃ (৩৩৭৭), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন।]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১০

১০- ১০০ বার এ দুয়াটি পাঠ করাঃ

«لا إلَهَ إلا اللّهُ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ لَهُ الملكُ ولَهُ الحمدُ وَهُوَ على كلّ شيءٍ قديرٌ»

ফযীলতঃ সর্বোত্তম ও পবিত্র আমল।

দলীলঃ আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে লোক একশ'বার এ দু'আটি পড়বেঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহুদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া হুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই; রাজত্ব একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও একমাত্র তাঁরই জন্য, আর তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। তাহলে দশটি গোলাম আযাদ করার সমান সাওয়াব তার হবে। তার জন্য একশটি সাওয়াব লেখা হবে এবং আর একশটি গুনাহ মিটিয়ে ফেলা হবে। ঐদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান হতে মাহফুজ থাকবে। কোন লোক তার চেয়ে উত্তম সাওয়াবের কাজ করতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, ঐ ব্যক্তি সক্ষম হবে, যে এর চেয়ে ঐ দু'আটির 'আমল বেশি পরিমাণ করবে)। [বুখারী, (৩২৯৩), মুসলিম , (২৬৯১)।]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১১

১১-সকালে ও সন্ধ্যায় ১০০বার "সুবহা-নাল্ল-হি ওয়াবি হামদিহী" পাঠ করা

ফযীলতঃ সর্বোত্তম ও পবিত্র আমল।

দলীলঃ আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে লোক সকালে ও সন্ধ্যায় "সুবহা-নাল্ল-হি ওয়াবি হামদিহী", অর্থাৎ- আল্লাহ পবিত্র ও সমস্ত প্রশংসা তারই একশ' বার পড়ে আখিরাতের দিবসে তার তুলনায় উত্তম আমাল নিয়ে কেউ আসবে না। তবে সে ব্যক্তি ব্যতীত, যে লোক তার সমান আমাল করে অথবা তার তুলনায় বেশি আমাল করে। [মুসলিম (২৬৯২)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১২-১৩

১২ ও ১৩- খাদ্য খাওয়ানো ও চেনা অচেনা সকলকে সালাম দেওয়া

ফযীলতঃ সর্বোত্তম ও পবিত্র আমল।

দলীলঃ আবদুল্লাহ্ ইবনু ‘আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞেস করল, ইসলামের কোন্ জিনিসটি উত্তম? তিনি বললেন, তুমি খাদ্য খাওয়াবে ও চেনা অচেনা সকলকে সালাম দিবে। [বুখারী, (১২), মুসলিম, (৩৯)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৪-১৭

১৪_১৭- মুসলিমের হৃদয়কে আনন্দিত করা, তার কষ্ট দূর করে দেওয়া, তার ক্ষুধা দূর করা, তার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া

ফযীলতঃ আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় আমল ।

দলীলঃ ইবনে উমার (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (মহান আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় আমল হল, মুসলিমের হৃদয়কে আনন্দিত করা, তার কষ্ট দূর করে দেওয়া, তার ক্ষুধা দূর করা, তার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া)। [তাবরানী ফিল মুজামিল কাবীর, হাঃ (১৩৬৪৬), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন।]

সম্বল ১৮

১৮- আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা, কিছু সময় জিহাদে অবস্থান করা, আল্লাহর রাস্তায় একদিন বা একরাত প্রহরারত থাকা

ফযীলতঃ এ আমলটি শাবে কদরে হাজরে আসওয়াদ এর নিকট কিয়াম করা থেকে, ষাট বছর পর্যন্ত ইবাদত করা, ষাট বছর নামায পড়া এবং এক মাস রোযা রাখা ও কিয়াম করার চেয়েও উত্তম।

দলীলঃ আবু হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (কিছু সময় জিহাদের ময়দানে অবস্থান করা শাবে কদরে হাজরে আসওয়াদ এর নিকট কিয়াম করা থেকে উত্তম)। [ইবনে হিব্বান, হাঃ (৪৬৩), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন।]

ইমরান ইবনু হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের সারিতে কোনো ব্যক্তির সামান্য সময় অবস্থান করা (ঘরে বসে) ষাট বছর ইবাদত করার চাইতেও উত্তম)। [হাকিম, (২৩৯৬), সুয়ুতি ও আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন।]

সালমান (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, (একটি দিবস ও একটি রাতের সীমান্ত প্রহরা একমাস সিয়াম পালন এবং ইবাদাতে রাত জাগার চেয়েও শ্রেষ্ঠ)। [মুসলিম (১৯১৩)।]

সালমান (রাঃ) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ এক দিন আল্লাহ্ তা'আলার পথে সীমান্ত পাহারা দেওয়া একাধারে এক মাস রোযা রাখা এবং রাতে নামায আদায় হতেও উত্তম ও বেশি কল্যাণকর। [তিরমিযী, (১৬৬৫), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন।]

সম্বলের উপর আমল

☑ ◯

সম্বল ১৯

১৯- লাইলাতুল কদরের আমল

ফযীলতঃ লাইলাতুল-কদরের আমল হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

দলীলঃ আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

{لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ} [قدر: 3]

অর্থঃ লাইলাতুল-কদর হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

সম্বলের উপর আমল

☑ ◯

সম্বল ২০

২০- পরস্পরের মাঝে আপোষ করা

ফযীলতঃ এটি নামায, রোযা এবং যাকাত হতে উত্তম আমল।

দলীলঃ আবূ দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ (আমি কি তোমাদের নামায, রোযা এবং যাকাত হতে উত্তম আমল সম্পর্কে অবহিত করবো না? সাহাবীগণ বলেনঃ হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেনঃ তা হলো- পরস্পরের মাঝে আপোষ-মীমাংসা করে দেয়া। কেননা, পরস্পরের মধ্যেকার ঝগড়া-বিবাদ লোকদের ধ্বংস করে দেয়)। [আবু দাউদ, (৪৯১৯), তিরমিযী (২৫০৯), আহমাদ (২৮১৫৬), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন।]

সম্বলের উপর আমল

☑ ◯

সম্বল ২১

21- জুমআর দিন ফজরের জামাআত সহকারে নামায

ফযীলতঃ এটি সবচেয়ে উত্তম নামায।

দলীলঃ আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (সবচেয়ে উত্তম নামায হল জুমআর দিন ফজরের জামাআত সহকারে নামায)। [বাযযার ফিল মুসনাদ (১২৭৯), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন।]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২২

২২- ঘরে নফল নামায আদায় করা

ফযীলতঃ ফরয সলাত ছাড়া অন্যসব সলাত বাড়ীতে আদায় করা উত্তম।
দলীলঃ যায়িদ ইবনু সাবিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (তোমরা বাড়িতেই (নাফল) আদায় করবে। কেননা ফরয সলাত ছাড়া অন্যসব সলাত বাড়ীতে আদায় করা মানুষের জন্য সর্বোত্তম)। [বুখারী (৭৩১)।]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৩

২৩- তাহাজ্জুদ পড়া এবং একশত আয়াত পাঠ করার মাধ্যমে (রাতে) ক্বিয়াম করা

ফযীলতঃ ফরয সলাতের পর রাতের সলাত সর্বোত্তম এবং বান্দার তার নাম অনুগত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।
দলীলঃ আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব লেছেনঃ (ফারয সলাত পর রাতের সলাত সর্বোত্তম)। [মুসলিম (১১৬৩)।]
আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর ইবনুল ‘আস রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ (যে লোক দশটি আয়াত পাঠ করার মাধ্যমে (রাতে) ক্বিয়াম করবে তার নাম অনুগত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবে)। [আবু দাউদ (১৩৯৮), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন।]

সম্বলের উপর আমল

☑ ○

সম্বল ২৪

২৪- মুহাররম মাসের রোযা

ফযীলতঃ রমযানের সিয়ামের পর সর্বোত্তম সওম হচ্ছে আল্লাহর মাস মুহাররমের রোযা।

দলীলঃ আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (রমযানের সিয়ামের পর সর্বোত্তম রোযা হচ্ছে আল্লাহর মাস মুহাররমের রোযা)। [মুসলিম (১১৬৩)।]

সম্বলের উপর আমল

☑ ○

সম্বল ২৫

২৫- ইশার পর চার রাক'আত নামায এইভাবে পড়া যে তার মাঝে সালাম দিয়ে পার্থক্য করবে না

ফযীলতঃ এর সাওয়াব লাইলাতু দরের ইবাদতের সমতুল্য।

দলীলঃ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (যে ব্যক্তি ইশার পর চার রাক'আত নামায এইভাবে পড়বে যে তার মাঝে সালাম দিয়ে পার্থক্য করবে না, তা লাইলাতু দরের ইবাদতের সমতুল্য হবে)। [ইবনে আবি শাইবা ফিল মুসান্নাফ (২/১৭২), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন।]

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

আল্লাহর নৈকট্য লাভের সম্বলসমূহ

তেরটি সম্বল

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৬

১- আল্লাহর তাকওয়া

ফযীলতঃ এর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর সাহায্য, সান্নিধ্য ও সঙ্গ অর্জন করবে।

দলীলঃ আল্লাহ তা আলা বলেনঃ

{أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ} [يونس: 62-63]

অর্থঃ জেনে রাখ! আল্লাহ্‌র বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করত।

{وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ} [جاثيہ: 19]

অর্থঃ আল্লাহ্ মুত্তাকীদের বন্ধু।

{وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} [توبہ: 36]

অর্থঃ আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।

{إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا} [نحل: 128]

অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তাকওয়া অবলম্বনকারীদের সাথে রয়েছেন।

{فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ} [نحل: 128]

অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীদের পছন্দ করেন।

{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ} [توبہ: 7]

অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীদের পছন্দ করেন।

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৭

২- ইহসান

ফযীলতঃ এর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর ভালবাঁসা ও সঙ্গ অর্জন করবে।

দলীলঃ আল্লাহ তা আলা বলেনঃ

{إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ الَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ} [نحل: 128]

অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা মুহসিন।

{وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عمران: 134]

অর্থঃ আল্লাহ্ মুহসীনদের ভালোবাসেন।

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৮

৩- আল্লাহর যিকর

ফযীলতঃ আল্লাহর সঙ্গ অর্জন।

দলীলঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, আমার বান্দা আমাকে যে রূপ ধারণা করে আমি (তার জন্য তেমিনই)। আর আমি তার সঙ্গে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে)। [বুখারী (৭৪০৫), মুসলিম, (২৬৭৫)।]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৯

৪- আল্লাহর কাছে দুআ করা

ফযীলতঃ আল্লাহর সঙ্গ অর্জন।

দলীলঃ দলীলঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, আমার বান্দা আমাকে যে রূপ ধারণা করে আমি (তার জন্য তেমিনই)। আর আমি তার সঙ্গে থাকি যখন সে আমাকে ডাকে)। [মুসলিম, (২৬৭৫)।]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩০

৫- মানুষের উপকার

ফযীলতঃ সে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি।

দলীলঃ ব্দুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম লোক হল সেই ব্যক্তি যে মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশী উপকারী)। [তাবরানী (১৩৬৪৬), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন।]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩১

৬- আল্লাহর উপর ভরসা

ফযীলতঃ আল্লাহর ভালবাসা অর্জন।

দলীলঃ আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} [آل عمران،159]

অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহ (তার উপর) নির্ভরকারীদের ভালবাসেন।

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩২

৭- আল্লাহর জন্য এক অপরকে ভাল বাসা, সদুপদেশ দেওয়া ও তাদের যিয়ারত করা

ফযীলতঃ আল্লাহর ভালবাসা অর্জন।

দলীলঃ আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (এক ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাক্ষাতের জন্য অন্য এক গ্রামে গেল। আল্লাহ তা'আলা তার জন্য পথিমধ্যে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করলেন। সে ব্যক্তি যখন ফেরেশতার কাছে পৌছল, তখন ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছো? সে বলল, আমি এ গ্রামে আমার এক ভাইয়ের সাথে দেখা করার জন্য যেতে চাই। ফেরেশতা বললেন, তার কাছে কি তোমার কোন অবদান আছে, যা তুমি আরো প্রবৃদ্ধি করতে চাও? সে বলল, না। আমি তো শুধু আল্লাহর জন্যই তাকে ভালবাসি। ফেরেশতা বললেন, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে (তার দূত হয়ে) তোমার কাছে অবহিত করার জন্য এসেছি যে, আল্লাহ তোমাকে ভালবাসেন, যেমন তুমি তোমার ভাইকে তারই সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ভালবেসেছ)। [মুসলিম (২৫৬৮)]

ওবাদাহ বিন সামিত (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (আল্লাহ তাআলা বলেন,আমার জন্য এক অপরকে ভালবাসা প্রদর্শনকারী, এক অপরকে সদুপদেশ দানকারী ও আমার জন্য এক অপরকে সাক্ষাতকারীদের জন্য আমার ভালবাসা ওয়াজিব হয়ে গেছে)। [ইবনে হিব্বান, (৫৭৭), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩৩

৮- আল্লাহর জন্য সম্পর্ক স্থাপনকারী

ফযীলতঃ ফযীলতঃ আল্লাহর ভালবাসা অর্জন।

দলীলঃ ওবাদাহ বিন সামিত (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার জন্য এক অপরের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারীদের জন্য জন্য আমার ভালবাসা ওয়াজিব হয়ে গেছে)। [হাকিম (৭৪০৯]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩৪

৯-আল্লাহর জন্য এক অপরের উপর খরচ করা

ফযীলতঃ আল্লাহর ভালবাসা অর্জন।

দলীলঃ ওবাদাহ বিন সামিত (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার জন্য এক অপরের উপর খরচকারীর জন্য জন্য আমার ভালবাসা ওয়াজিব হয়ে গেছে)। [হাকিম (৭৪০৯]

সম্বলের উপর আমল

✔ ○

সম্বল ৩৫

১০- আনসারদেরকে ভালোবাসা

ফযীলতঃ আল্লাহর ভালবাসা অর্জন।

দলীলঃ আল-বারাআ ইবনু আযিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আনসারদের ভালোবাসে, আল্লাহ তাকে তার সাথে সাক্ষাতের দিন ভালোবাসবেন)। [ইবনে হিব্বান (৭২৭৩), ইবনে মাযাহ (১৬৩), নাসাঈ (৬২৭৪), আহমাদ (১৫৭৮০), আলবানী একে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

✔ ○

সম্বল ৩৬

১১- আল্লাহর সাক্ষাৎ পছন্দ করা

ফযীলতঃ আল্লাহ্ তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন।

দলীলঃ উবাদাহ ইবনু সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ পছন্দ করে, আল্লাহ্ও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন)। [বুখারী (৬৫০৭), মুসলিম (২৬৮৩)]

সম্বলের উপর আমল

✔ ○

সম্বল ৩৭

১২- আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা

ফযীলতঃ আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক রাখবেন।

দলীলঃ আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (রেহম (আত্মীয়তার সম্বন্ধ) আল্লাহর আরশের সাথে ঝুলন্ত রয়েছে। সে বলে, যে ব্যক্তি আমার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক রাখবেন। আর যে আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আল্লাহ তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন।) [মুসলিম (২৫৫৫)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩৮

১৩- সিজদায় অধিক পরিমাণ দু’আ করা

ফযীলতঃ দু'আ কবুল হওয়ার উপযোগী

দলীলঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (সিজদার অবস্থায়ই বান্দা তার রবের অধিক নিকটবর্তী হয়ে থাকে। অতএব, তোমরা (সিজদায়) অধিক পরিমাণ দু'আ পড়বে)। [মুসলিম (৪৮২)]

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের সম্বলসমূহ

২১ সম্বল

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩৯

১- আল্লাহর তাকওয়া

ফযীলতঃ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

দলীলঃ

{لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ} [آل عمران: 15]

অর্থঃ যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর পবিত্র স্ত্রীগণ এবং আল্লাহ্‌র নিকট থেকে সন্তুষ্টি ।

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৪০

২- পানাহারের পর আল্লাহর প্রশংসা করা

ফযীলতঃ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

দলীলঃ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা ঐ বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন, যে খাবার খায়, অতঃপর তার উপর আল্লাহর প্রশংসা করে অথবা পানি পান করে, অতঃপর তার উপর আল্লাহর প্রশংসা করে)। [মুসলিম (২৭৩৪)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৪১

৩- মিসওয়াক করা

ফযীলতঃ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

দলীলঃ আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেনঃ (তিনি বলেছেন যে, মিসওয়াক মুখের পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ ও আল্লাহর সন্তোষ লাভের উপায়)। [নাসাঈ ফিল কুবরা (৪), ইবনে মাযাহ (৩৪৪৯), হাদীসটি ইবনে হিব্বান, মুনযেরী ও নববী সহীহ বলেছেন।]

সম্বলের উপর আমল

☑ ○

সম্বল ৪২

৪- সকাল-সন্ধ্যা এ দু'আটি পাঠ করাঃ

«رضينا بالله ربا و بالإسلام دينا و بمحمد رسولا»

ফযীলতঃ এর বিনিময়ে আল্লাহ তাকে খুশি করবেন।

দলীলঃ আবূ সাল্লাম (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি সকালে বা সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে বলেঃ 'আমি আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে রাসূল হিসেবে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিয়েছি' এর বিনিময়ে আল্লাহ তাকে খুশি করবেন)। [আবু দাউদ (৫০৭২), আরনাউত এটিকে সহীহ বলেছেন।]

সম্বলের উপর আমল

☑ ○

সম্বল ৪৩

৫-তাওবাহ

ফযীলতঃ আল্লাহ তা'আলা তার তাওবাহ কবুল করবেন।

দলীলঃ আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (যে লোক পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয় হওয়ার আগে তাওবাহ করবে আল্লাহ তা'আলা তার তাওবাহ কবুল করবেন)। [মুসলিম (২৭০৩)।]

সম্বলের উপর আমল

☑ ○

সম্বল ৪৪

৬-কুরআন শিক্ষা গ্রহণ করা এবং অপরকে শিক্ষা দেওয়া

ফযীলতঃ সে সর্বোত্তম ব্যাক্তি।

দলীলঃ উসমান (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম যে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায়)। [বুখারী (৫০২৭)।]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৪৫

৭- প্রত্যেক নামায পর (সুবহানাল্লাহ্), (আলহামদু লিল্লাহ্), (আল্লাহু আকবার) পাঠ করা

ফযীলতঃ সে সর্বোত্তম ব্যাক্তি।

দলিলঃ আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি কি তোমাদের এমন কিছু কাজের কথা বলব, যা তোমরা করলে, যারা নেক কাজে তোমাদের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গেছে, তাদের পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে। তবে যারা পুনরায় এ ধরনের কাজ করবে তাদের কথা স্বতন্ত্র। তোমরা প্রত্যেক সালাতের পর তেত্রিশ বার করে তাসবীহ্ (সুবহানাল্লাহ্), তাহমীদ (আলহামদু লিল্লাহ্) এবং তাকবীর (আল্লাহু আকবার) পাঠ করবে। [বুখারী (৮৪৩), মুসলিম (৫৯৫)।]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৪৬

৮- শীঘ্র ইফতার করা

ফযীলতঃ কল্যাণ অর্জন।

দলীলঃ সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (লোকেরা যতদিন শীঘ্র ইফতার করবে, ততদিন তারা কল্যাণের উপর থাকবে)। [বুখারী (১৯৫৭), মুসলিম (১০৯৮)।]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৪৭

৯- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দুরূদ পাঠ করা

ফযীলতঃ আল্লাহ তার উপর রহমত নাযিল করবেন।

দলীলঃ আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ (যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ পড়ে আল্লাহ তার উপর দশবার রহমাত নাযিল করেন)। [মুসলিম (৪০৮)।]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৪৮

১০- প্রথম কাতারে নামায পড়া

ফযীলতঃ আল্লাহ তার উপর রহমত নাযিল করবেন।

দলীলঃ বারা' বিন আযেব (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (আল্লাহ প্রথম কাতারের (নামাযীদের) উপর রহমত বর্ষণ করেন এবং ফিরিশতাগণ তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকেন)। [নাসাঈ ফিল কুবরা (৩/৬৪৫), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৪৯

11- পিপাসিত জন্তুকে পানি পান করানো

ফযীলতঃ আল্লাহ তা'আলা তার আমল কবূল করবেন।

দলীলঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (একজন লোক রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে তার ভীষণ পিপাসা লাগল। সে কূপে নেমে পানি পান করল। এরপর সে বের হয়ে দেখতে পেল যে, একটা কুকুর হাঁপাচ্ছে এবং পিপাসায় কাতর হয়ে মাটি চাটছে। সে ভাবল, কুকুরটারও আমার মতো পিপাসা লেগেছে। সে কূপের মধ্যে নামল এবং নিজের মোজা ভরে পানি নিয়ে মুখ দিয়ে সেটি ধরে উপরে উঠে এসে কুকুরটিকে পানি পান করাল। আল্লাহ তা'আলা তার আমল কবূল করলেন এবং আল্লাহ তার গোনাহ মাফ করে দেন)। [বুখারী (২৪৬৬), মুসলিম (২২৪৪)।]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৫০

১২- যিকরের জন্য একত্রিত হওয়া

ফযীলতঃ আল্লাহ তা'আলা তার নিকটবর্তীদের মধ্যে তাদের কথাআলোচনা করেন ও তাদের উপর শান্তিধারা অবতীর্ণ হয়।

দলীলঃ আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (যখন কোন সম্প্রদায় আল্লাহর গৃহসমূহের কোন একটি গৃহে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং একে অপরের সাথে মিলে (কুরআন) অধ্যয়নে লিপ্ত থাকে তখন তাদের উপর শান্তিধারা অবতীর্ণ হয়। রহমাত তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং ফেরেশতাগণ তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখেন। আর আল্লাহ তা'আলা তার নিকটবর্তীদের (ফেরেশতাগণের) মধ্যে তাদের কথা আলোচনা করেন)। [মুসলিম (২৭০০)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৫১

১৩- আল্লাহর যিকর

ফযীলতঃ আল্লাহ তাকে স্মরণ করবে।

দলীলঃ

{فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ} [البقرة: 152]

অর্থঃ তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব।

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৫২

১৪- মনে মনে আল্লাহকে স্মরণ করা

ফযীলতঃ আল্লাহ তাকে নিজে স্মরণ করেন।

দলীলঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (আল্লাহ্ ঘোষণা করেন, আমি সে রকমই, যে রকম বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি বান্দার সঙ্গে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে; আমিও তাকে নিজে স্মরণ করি। আর যদি সে জন-সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমিও তাদের চেয়ে উত্তম সমাবেশে তাকে স্মরণ করি)। [বুখারী (৭৪০৫), মুসলিম (২৬৭৫)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৫৩

১৫- বিনয় ও নম্রতা

ফযীলতঃ আল্লাহ তাদের কসম পূরণ করেন।

দলীলঃ হারিসা ইবনু ওয়াহাব খুযাঈ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, (আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী লোকদের পরিচয় বলব না? তারা দুর্বল এবং অসহায়; কিন্তু তাঁরা যদি কোন ব্যাপারে আল্লাহর নামে কসম করে বসেন, তাহলে তা পূরণ করে দেন)। [বুখারী (৪৯১৮), মুসলিম (২৮৫৩)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৫৪

১৬- মাসজিদে সলাত আদায় করার পর বাড়ীতে আদায় করার জন্যও সলাতের কিছু অংশ রেখে দেওয়া

ফযীলতঃ বাড়ীতে কল্যাণ নেমে আসবে।

দলীলঃ জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (তোমাদের কেউ যখন মাসজিদে সলাত আদায় করবে তখন সে যেন বাড়ীতে আদায় করার জন্যও তার সলাতের কিছু অংশ রেখে দেয়। কেননা তার সলাতের কারণে আল্লাহ তা'আলা তার বাড়ীতে বারাকাত ও কল্যাণ দান করে থাকেন।) [মুসলিম (৭৭৮)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৫৫

১৭- সূরাহ্ আল বাকারাহ তিলাওয়াত

ফযীলতঃ বরকত হবে।

দলীলঃ আবূ উমামাহ আল বাহিলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছিঃ (আর তোমরা সূরাহ আল বাকারাহ পাঠ কর। এ সূরাটিকে গ্রহণ করা বারাকাতের কাজ)। [মুসলিম (৮০৪)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৫৬

১৮- সাহারী খাওয়া

ফযীলতঃ বরকত হবে।

দলীলঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (তোমরা সাহারী খাও, কেননা সাহারীতে বরকত রয়েছে)। [বুখারী (১৯২৩), মুসলিম (১০৯৫)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৫৭

১৯- মন্দ উৎকৃষ্ট দ্বারা প্রতিহত করা

ফযীলতঃ এটা অত্যন্ত ভাগ্যের বিষয়।

দলীলঃ

{وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ} [فصّلت: 34-35]

অর্থঃ আর ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত করুন তা দ্বারা যা উৎকৃষ্ট; ফলে আপনার ও যার মধ্যে শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। আর এটি শুধু তারাই প্রাপ্ত হবে যারা ধৈর্যশীল। আর এর অধিকারী তারাই হবে কেবল যারা মহাভাগ্যবান।

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৫৮

২০- জুমু'আর দিন সূরা কাহফ পাঠ করা

ফযীলতঃ এক সপ্তাহ পর্যন্ত জ্যোতির্ময় হবে এবং বাইতুল আতিক্ব (কা'বা)-এর মধ্যবর্তী জায়গা নূরে আলোকিত হয়ে যাবে।

দলীলঃ আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (যে ব্যক্তি জুমআর দিন সূরা কাহ্ফ পাঠ করবে তার জন্য দুই জুমআর মধ্যবর্তীকাল জ্যোতির্ময় হবে)। [হাকিম (৩৪১২), সুয়ুতী ও আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

আবূ সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন সূরা কাহফ পাঠ করবে, তার জন্য তার ও বাইতুল আতিক্ব কা'বা-এর মধ্যবর্তী জায়গা নূরে আলোকিত হয়ে যাবে)। [বাইহাকী ফিল কাবীর (৬০৭৮), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বল ৫৯

২১-তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করা

ফযীলতঃ এতে করে ভালভাবে প্রশান্তি ও বরকত লাভ হয়।

দলীলঃ আনাস রাযিঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (পান করার সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার নিঃশ্বাস নিতেন এবং বলতেন, এতে করে ভালভাবে প্রশান্তি লাভ হয়, তৃষ্ণার্তের কষ্ট লাঘব হয় এবং খুব আরামে গলধঃকরণ হয়)। [মুসলিম (২০২৮)]

দ্বিতীয় বিভাগ
দুনিয়া ও আখিরাতে অপছন্দনীয় জিনিস দূর করার সম্বলসমূহ
৯১টি সম্বল

এই বিভাগে তিনটি অধ্যায় রয়েছেঃ

প্রথম অধ্যায়ঃ দীনের যা ক্ষতি করে তা দূর করার সম্বলসমূহ (৫৩)

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ মৃত্যুর পর ব্যক্তি যা অপছন্দ করে তা প্রতিরোধ করার জন্য সম্বলসমূহ (১৭)

তৃতীয় অধ্যায়ঃ এই পৃথিবীতে ব্যক্তি যা অপছন্দ করে তা দূর করার সম্বলসমূহ (২১)

প্রথম অধ্যায়ঃ
দীনের যা ক্ষতি করে তা দূর করার সম্বলসমূহ (৫৩)

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৬০

১- একশ’বার সুবাহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহ পাঠ করা

ফযীলতঃ সব গুনাহ (ছোট) ক্ষমা করে দেওয়া হবে এবং তার (আমলনামা) হতে এক হাজার পাপ মুছে দেয়া হবে।

দলীলঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (যে লোক প্রতিদিন একশ’বার সুবাহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহ বলবে তার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেয়া হবে তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হলেও)। [বুখারী (৬৪০৫), মুসলিম (২৬৯১)]

সা’দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (তোমাদের মাঝে কেউ কি প্রতিদিন এক হাজার পুণ্য হাসিল করতে অপারগ হয়ে যাবে? তখন সেখানে বসে থাকাদের মধ্য থেকে এক প্রশ্নকারী প্রশ্ন করল, আমাদের কেউ কিভাবে এক হাজার পুণ্য হাসিল করবে? তিনি বললেন, সে একশ’ তাসবীহ (সুবহানাল্লা-হ) পাঠ করলে তার জন্যে এক হাজার পুণ্য লিখিত হবে এবং তার (আমলনামা) হতে এক হাজার পাপ মুছে দেয়া হবে)। [মুসলিম (২৬৯৮)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৬১

২- কষ্ট সত্ত্বেও পরিপূর্ণভাবে ওযু করা

ফযীলতঃ সব গুনাহ (ছোট) ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

দলীলঃ আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (কোন মুসলিম কিংবা মু'মিন বান্দা (রাবীর সন্দেহ) ওযুর সময় যখন মুখমণ্ডল ধুয়ে ফেলে তখন তার চোখ দিয়ে অর্জিত গুনাহ পানির সাথে অথবা (তিনি বলেছেন) পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যায় এবং যখন সে দু'টি হাত ধৌত করে তখন তার দু'হাতের স্পর্শের মাধ্যমে সব গুনাহ পানির অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঝরে যায়। অতঃপর যখন সে পা দুটি ধৌত করে, তখন তার দু'পা দিয়ে হাটার মাধ্যমে অর্জিত সব গুনাহ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঝরে যায়, এমনকি সে যাবতীয় গুনাহ থেকে মুক্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়)। [মুসলিম (২৪৪)]

উসমান ইবনু আফফান (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (যে ব্যক্তি ওযু করে এবং তা উত্তমরূপে করে, তার দেহ থেকে সমস্ত পাপ ঝরে যায়, এমনকি তার নখের ভিতর থেকেও (গুনাহ) বের হয়ে যায়)। [মুসলিম (২৪৫)]
আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ (আমি কি তোমাদের এমন কাজ জানাবো না, যা করলে আল্লাহ (বান্দার) পাপরাশি দূর করে দেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন? লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বলুন। তিনি বললেন অসুবিধা ও কষ্ট সত্ত্বেও পরিপূর্ণরূপে ওযু করা)। [মুসলিম (২৫১)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৬২

অশালীন কথাবার্তা ও গুনাহ হতে বিরত থেকে হজ করা

ফযীলতঃ সব গুনাহ (ছোট) ক্ষমা করে দেওয়া হবে।
দলীলঃ আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছিঃ (যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশে হজ্জ করলো এবং অশালীন কথাবার্তা ও গুনাহ হতে বিরত রইল, সে ঐ দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে হজ্জ হতে ফিরে আসবে যেদিন তাকে তার মা জন্ম দিয়েছিল)। [বুখারী (১৫২১), (১৩৫০)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৬৩

৪- নামায পড়ার উদ্দেশে বাইতুল মাকদিসে যাওয়া

ফযীলতঃ সব গুনাহ (ছোট) ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

দলীলঃ আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সুলাইমান ইবনু দাউদ (আলাইহিস সালাম) বায়তুল মাকদিসের নির্মাণ কাজ শেষ করে আল্লাহ্‌র কাছে তিনটি বিষয় প্রার্থনা করেনঃ আল্লাহ্‌র হুকুমমত সুবিচার, এমন রাজত্ব যা তার পরে আর কাউকে দেয়া হবে না এবং যে ব্যক্তি বাইতুল মাকদিসে কেবলমাত্র সালাত পড়ার জন্য আসবে, তার গুনাহ যেন তার থেকে বের হয়ে যায় তার মা তাকে প্রসব করার দিনের মত। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: প্রথম দুটি তাঁকে দান করা হয়েছে এবং আমি আশা করি তৃতীয়টিও তাঁকে দান করা হবে)। [নাসাঈ (৭৭৪), ইবনে মাযাহ (১৪০৮), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৬৪

৫- কুরবানীর পশু যবাই করার সময় সেখানে উপস্থিত হওয়া

ফযীলতঃ সব গুনাহ (ছোট) ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

দলীলঃ ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ (হে ফাতেমা! তোমার কুরবানীর নিকটে যাও এবং তা দেখ কারণ তুমি যে সব গুনাহ করেছ তার রক্তের প্রথম ফোটা নির্গত হওয়ার সময়েই তোমাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে)। [বাইহাকী ফিল কাবীর (১০৩৩৬), সুয়ুতী এটিকে হাসান বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৬৫

৬- আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়া

ফযীলতঃ ঋণ ব্যতীত শহীদের সকল গুনাহ্ই ক্ষমা করে দেয়া হবে।

দলীলঃ আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু আস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ (ঋণ ব্যতীত শহীদের সকল গুনাহ্ই ক্ষমা করে দেওয়া হবে)। [মুসলিম (১৮৮৬)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৬৬

৭- উত্তমরূপে অযু করা, অতঃপর এরূপে দু-রাকআত নামায আদায় করা যে, মনে মনে কিছু কল্পনা না করা এবং আল্লাহর নিকট গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা

ফযীলতঃ সে ব্যক্তির পিছনের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।

দলীলঃ উসমান বিন আফফান (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ (যে ব্যক্তি আমার এ উযূর ন্যায় উযূ করবে এবং দাঁড়িয়ে এরূপে দু-রাকআত সালাত আদায় করবে যে, সে সময়ে মনে মনে অন্য কোন কিছু কল্পনা করেনি, সে ব্যক্তির পুর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে)। [বুখারী (১৫৯), মুসলিম (২২৬)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৬৭

৮– ঈমানের সাথে সাওয়াব লাভের আশায় তারাবীহর সালাত আদায় করা

ফযীলতঃ সে ব্যক্তির পিছনের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।

দলীলঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (যে ব্যাক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াব লাভের আশায় তারাবীহর সালাতে দাঁড়াবে তার পূর্ববর্তী গোনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে)। [বুখারী (১৯০১), মুসলিম (৭৬০)

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৬৮

৯- ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রাত জেগে লাইলাতুল কদরে ইবাদত করা

ফযীলতঃ সে ব্যক্তির পিছনের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।

দলীলঃ আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (যে ব্যক্তি লাইলাতুল ক্বদরে ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রাত জেগে ‘ইবাদত করে, তার পিছনের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করা হবে)। [বুখারী (১৯০১), মুসলিম (৭৬০)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৬৯

১০- ইমাম ও মুক্তাদির ‘আমীন’ বলা ফিরিশতাদের ‘আমীন’ বলার সাথে এক হওয়া

ফযীলতঃ সে ব্যক্তির পিছনের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।

দলীলঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (ইমাম যখন ‘‘আমীন’’ বলবে তখন তোমরাও ‘‘আমীন’’ বলবে। কেননা যে ব্যক্তির আমীন বলা ফিরিশতার আমীন বলার সাথে মিলবে তার পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে)। [বুখারী (৭৮০), মুসলিম (৪১০)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৭০

১১- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ পাঠ করা

ফযীলতঃ অনেক গুনাহ মাফ করা হবে।

দলীলঃ আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (পৃথিবীর বক্ষে যে লোকই বলে, "আল্লাহু তা'আলা ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, আল্লাহ সুমহান, খারাপকে রোধ করা এবং কল্যাণকে লাভ করার শক্তি আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো নেই", তার অপরাধগুলো মাফ করা হয়, যদিও তা সাগরের ফেনারাশির ন্যায় (বেশি) হয়)। [তিরমিযী, (৩৪৬০), নাসাঈ (৯৮৮৩), আহমাদ (৬৫৫৪), আহমাদ শকির এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৭১

১২- প্রত্যেক সালাতের পর সুবহানাল্লাহ তেত্রিশবার, আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশবার ও আল্লাহু আকবার তেত্রিশবার বলা এবং একশত পূর্ণ করার জন্য এটি বলা, "লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহদাহু লা- শারীকা-লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুওয়া আলা- কুল্লি শাইয়িন কদীর"

ফযীলতঃ অনেক গুনাহ মাফ করা হবে।

দলীলঃ আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (যে ব্যক্তি প্রত্যেক ওয়াক্ত সলাতের শেষে তেত্রিশবার আল্লাহর তাসবীহ বা পবিত্রতা বর্ণনা করবে, তেত্রিশবার আল্লাহর তাহমীদ বা আল্লাহর প্রশংসা করবে এবং তেত্রিশবার তাকবীর বা আল্লাহর মহত্ব বর্ণনা করবে আর এভাবে নিরানব্বই বার হওয়ার পর শততম পূর্ণ করতে বলবে "লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহদাহু লা- শারীকা-লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুওয়া আলা- কুল্লি শাইয়িন কদীর"। তার গুনাহসমূহ সমুদ্রের ফেনারাশির মতো অসংখ্য হলেও ক্ষমা করে দেয়া হয়)। [মুসলিম (৫৯৭)]

সম্বল ৭২

১৩- বাড়ীতে উত্তমরূপে অযু করে বেশী পদচারণা করে, জামাতে সালাত আদায় ছাড়া অন্য কোন অভিপ্রায়ে মসজিদে না আসা

ফযীলতঃ গুনাহ মাফ করা হবে।

দলীলঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (আমি কি তোমাদেরকে এমন কথা বলব না, যদ্বারা আল্লাহ তাআলা পাপরাশি দূর করে দিবেন এবং মর্যাদা উচু করে দিবেন? সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই ইয়া রাসুলাল্লাহ! তিনি বললেন, তা হল, অসুবিধা ও কষ্ট সত্ত্বেও পরিপূর্ণভাবে উযূ করা এবং মসজিদে আসার জন্য বেশী পদচারণা করা) [মুসলিম (২৫১)]

উসমান ইবনু আফফান (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ (যে ব্যক্তি সালাত আদায়ের জন্যে পরিপূর্ণরূপে ওযু করে ফরয সালাত আদায়ের উদ্দেশে (মাসজিদে) যায় এবং লোকেদের সাথে, অথবা তিনি বলছেনঃ জামা'আতের সাথে, অথবা বলেছেন, মসজিদের মধ্যে সালাত আদায় করে, আল্লাহ তার গুনাসমূহকে মাফ করে দিবেন)। [মুসলিম (২৩২)]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (যখন কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করে মসজিদে আসে, সালাত আদায় ছাড়া অন্য কোন অভিপ্রায়ে আসে না, সালাত ছাড়া অন্য কিছুই তাকে উদ্বুদ্ধ করে না। এমতাবস্থায় তার প্রতি কদমে এক মর্তবা বৃদ্ধি করা হবে এবং একটি গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে)। [বুখারী (২১১৯), মুসলিম (২৩২)]

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (যে ব্যক্তি বাড়ী থেকে ওযু করে তারপর কোন ফরয সলাত আদায় করার জন্য হেঁটে আল্লাহর কোন ঘরে যায় তার প্রতিটি পদক্ষেপের একটি পাপ ঝরে পড়ে এবং অপরটিতে মর্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়)। [মুসলিম (৬৬৬)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৭৩

১৪- এক নামাযের পর আর এক নামাযের জন্যে প্রতীক্ষা করা

ফযীলতঃ গুনাহ মাফ করা হবে।

দলীলঃ আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমি কি তোমাদের এমন কাজ জানাবো না, যা করলে আল্লাহ (বান্দার) পাপরাশি দূর করে দেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন? লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বলুন। তিনি বললেন অসুবিধা ও কষ্ট সত্ত্বেও পরিপূর্ণরূপে ওযু করা, মসজিদে আসার জন্যে বেশি পদচারণা করা এবং এক সলাতের পর আর এক সলাতের জন্যে প্রতীক্ষা করা; টাই হল রিবাত (তথা নিজকে আটকে রাখা ও শয়তানের মুকাবিলায় নিজকে প্রস্তুত রাখা)। [মুসলিম (২৫১)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৭৪

১৫- মধ্য রাত্রিতে নামায (তাহাজ্জুদ) পড়া

ফযীলতঃ গুনাহ মাফ করা হবে।

দলীলঃ মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ (তোমাকে কল্যাণের দ্বারসমূহ বাতলে দেব না কি? রোযা ঢাল স্বরূপ, সদকা গুনাহ নিশ্চিহ্ন করে; যেমন পানি আগুনকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। আর মধ্য রাত্রিতে মানুষের নামায)। [নাসাঈ ফিল কুবরা (১১৩৩০), তিরমিযী (২৬১৬), আহমাদ (২২৪৩৯), ইবনুল কাইয়্যিম ও আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৭৫

১৬- সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় ও সাদকা করা

ফযীলতঃ গুনাহ মাফ করা হবে।

দলীলঃ

﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ* الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ﴾ [آل عمران: 133-134]

অর্থঃ (আর তোমরা তীব্র গতিতে চল নিজেদের রবের ক্ষমার দিকে এবং সে জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমানসমূহ ও যমীনের সমান, যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য। যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে)।

মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ (দান-খাইরাত গুনাহসমূহ বিলীন করে দেয়, যেমনিভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়)। [নাসাঈ ফিল কুবরা (১১৩৩০), তিরমিযী (২৬১৬), আহমাদ (২২৪৩৯), ইবনুল কাইয়্যিম ও আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৭৬

১৭- ধারাবাহিক হজ্জ ও উমরা আদায় করা

ফযীলতঃ গুনাহ মাফ করা হবে।

দলীলঃ আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা ধারাবাহিক হজ্জ ও উমরা আদায় করতে থাক। এ দুটো আমল দারিদ্র ও গুনাহ বিদূরিত করে দেয়। যেমন ভাটার আগুনে লোহা ও সোনা-রূপার ময়লা-জং দূরিভূত হয়ে থাকে। [আহমাদ (৩৭৪৩), তিরমিযী (৮১০), নাসাঈ (৩৫৯৭), আহমাদ শাকির এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৭৭

১৮- আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা

ফযীলতঃ গুনাহ মাফ করা হবে।

দলীলঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (তোমাদের কেউ বাড়ীতে থেকে সত্তর বছর ধরে নামায আদায় করার চেয়েও কিছু সময় আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় অবস্থান করা উত্তম। তোমরা কি এটা পছন্দ কর না যে, তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেন)। [আহমাদ, (১০৮৭৯), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৭৮

১৯- আল্লাহর কাছে বিশুদ্ধ তাওবা করা

ফযীলতঃ গুনাহ মাফ করা হবে।

দলীলঃ

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [تحريم: 8]

অর্থঃ হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর, বিশুদ্ধ তাওবা।

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৭৯

২০- আল্লাহর তাকওয়া

ফযীলতঃ গুনাহ মাফ করা হবে।

দলীলঃ

﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾[آل عمران: 133]

অর্থঃ আর তোমরা তীব্র গতিতে চল নিজেদের রবের ক্ষমার দিকে এবং সে জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমানসমূহ ও যমীনের সমান, যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [انفال: 29]

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর তবে তিনি তোমাদেরকে ফুরকান তথা ন্যায় –অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি দেবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং আল্লাহ্ মহাকল্যাণের অধিকারী।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [احزاب: 70-71]

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সঠিক কথা বল। তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন।

﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ [محمد: 15]

অর্থঃ মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত : তাতে আছে নির্মল পানির নহরসমূহ, আছে দুধের নহরসমূহ যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহরসমূহ, আছে পরিশোধিত মধুর নহরসমূহ এবং সেখানে তাদের জন্য থাকবে প্রত্যেক প্রকারের ফলমূল। আর তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[حديد: 28]

অর্থঃ হে মুমিনগন! আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বল কর এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আন। তিনি তাঁর অনুগ্রহে তোমাদেরকে দেবেন দ্বিগুন পুরুষ্কার এবং তিনি তোমাদেরকে দেবেন নূর, যার সাহায্যে তোমারা চলবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا﴾ [طلاق: 5]

অর্থঃ আর যে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে তিনি তার পাপসমূহ মোচন করে দেন এবং তাকে দেবেন মহাপুরস্কার।

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৮০

২১- ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করা এবং এ দুআটি পাঠ করাঃ "আসতাগফিরুল্লাহ আল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুম ওয়া আতূবু ইলায়হি"

ফযীলতঃ গুনাহ মাফ করা হবে।

দলীলঃ

﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ* الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ* وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: 133-135]

অর্থঃ আর তোমরা তীব্র গতিতে চল নিজেদের রবের ক্ষমার দিকে এবং সে জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমানসমূহ ও যমীনের সমান, যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য। যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে, যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আর আল্লাহ মুহ্সিনদেরকে ভালবাসেন। আর যারা কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে বা নিজেদের প্রতি যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবে? এবং তারা যা করে ফেলে, জেনে-বুঝে তারা তা পুনরায় করতে থাকে না।

আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (যে সত্তার হাতে আমার জীবন, আমি তার কসম করে বলছি, তোমরা যদি পাপ না করতে তবে অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের নিশ্চিহ্ন করে এমন সম্প্রদায় বানাতেন যারা পাপ করে ক্ষমা চাইতো এবং তিনি তাদের মাফ করে দিতেন)। [মুসলিম (২৭৪৯)]

ইয়াসার ইবনু যায়িদ (রাঃ) বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (যে ব্যক্তি এই দু'আ পাঠ করবেঃ আসতাগফিরুল্লাহ আল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুম ওয়া আতূবু ইলায়হি'' সে জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করলেও তাকে ক্ষমা করা হবে)। [আবু দাউদ (১৫১৭), তিরমিযী (৩৫৭৭), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন।

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৮১

২২- বিপদ ও দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ করা

ফযীলতঃ গুনাহ মাফ করা হবে।

দলীলঃ আবূ সা'ঈদ খুদরী ও আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (মুসলিম ব্যক্তির উপর যে কষ্ট ক্লেশ, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানী আসে, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে ফুটে, এ সবের মাধ্যমে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন)। [বুখারী (৫৬৪১)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৮২

২৩- মন্দ কাজের পরপরই ভাল কাজ করা

ফযীলতঃ গুনাহ মাফ করা হবে।

দলীলঃ নিশ্চয় সৎকাজ অসৎ কাজকে মিটিয়ে দেয়

{إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114]

অর্থঃ নিশ্চয় সৎকাজ অসৎ কাজকে মিটিয়ে দেয়।

আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেনঃ তুমি যেখানেই থাক আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর, মন্দ কাজের পরপরই ভাল কাজ কর। [আহমাদ (২১৭৫০), তিরমিযী (১৯৮৭), ইবনুল আরাবী ও সাফারিনী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৮৩

24- কবীরা গোনাহ্ তা থেকে বিরত থাকা

ফযীলতঃ গুনাহ মাফ করা হবে।

দলীলঃ

{إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا} [النساء: 31]

অর্থঃ তোমদেরকে যা নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে যা কবীরা গোনাহ্ তা থেকে বিরত থাকলে আমরা তোমাদের ছোট পাপগুলো ক্ষমা করব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাব।

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৮৪

২৫- দু'আর সম্পূর্ণ সময় দরূদের জন্য নির্দিষ্ট করা

ফযীলতঃ গুনাহ মাফ করা হবে।

দলীলঃ উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার দু'আর সম্পূর্ণ সময় দরূদের জন্য নির্দিষ্ট করব! তিনি বললেন, তাহলে তো এ কাজ তোমার দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য যথেষ্ট হবে এবং তোমার পাপকে মোচন করা হবে। [তিরমিযী), তিনি এটিকে হাসান বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৮৫

২৬- সূরা মুলক পাঠ করা

ফযীলতঃ গুনাহ মাফ করা হবে।

দলীলঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কুরআন মজীদে তিরিশ আয়াতবিশিষ্ট একটি সূরা আছে, যা তার তিলাওয়াতকারীর জন্য শাফা'আত করবে, শেষে তাকে ক্ষমা করা হবে। তা হলোঃ তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক। [ইবনে মাজাহ (২৮৯৯), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৮৬

২৭- যিকরের জন্য একত্রিত হওয়া

ফযীলতঃ গুনাহ মাফ করা হবে।

দলীলঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর একদল ফেরেশতা আছেন, যাঁরা আল্লাহর যিকরে রত লোকেদের খোঁজে পথে পথে ঘুরে বেড়ান। যখন তাঁরা কোথাও আল্লাহর যিকরে রত লোকেদের দেখতে পান, তখন ফেরেশতারা পরস্পরকে ডাক দিয়ে বলেন, তোমরা আপন আপন কাজ করার জন্য এগিয়ে এসো। তখন তাঁরা তাঁদের ডানাগুলো দিয়ে সেই লোকদের ঢেকে ফেলেন নিকটবর্তী আকাশ পর্যন্ত। তখন তাঁদের প্রতিপালক তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন (যদিও ফেরেশতাদের চেয়ে তিনিই অধিক জানেন) আমার বান্দারা কী বলছে?তখন তাঁরা বলে, তারা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছে, তারা আপনার শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিচ্ছে, তারা আপনার গুণগান করছে এবং তারা আপনার মাহাত্ম্যপ্রকাশ করছে। তখন আল্লাহ্ তা‘আলা বলবেন, আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি, আমি তাদেরক্ষমা করে দিলাম। [বুখারী (৬৪০৮), মুসলিম (২৬৮৯)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৮৭

২৮-রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করা

ফযীলতঃ গুনাহ মাফ করা হবে।

দলীলঃ আবূ হুরাইরাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (মহামহিম আল্লাহ্ তা‘আলা প্রতি রাতে রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেনঃ কে আছে এমন, যে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে এমন যে, আমার নিকট চাইবে? আমি তাকে তা দিব। কে আছে এমন আমার নিকট ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করব)। [বুখারী (৭৪৯৪), মুসলিম (৭৫৮)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৮৮

২৯- সাক্ষাতের সময় মুসাফাহা (করমর্দন) করা

ফযীলতঃ গুনাহ মাফ করা হবে।

দলীলঃ বারাআ ইবনে আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দু’জন মুসলিম পারস্পরিক সাক্ষাতে মুসাফাহা করলে তারা বিছিন্ন হওয়ার পূর্বেই তাদের ক্ষমা করা হয়। [আবু দাউদ (৫২১২), তিরমিযী (২৭২৭), ইবনে মাজাহ (৩৭০৩), আহমাদ (১৮৮৪৫), সুয়ুতী ও আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৮৯

৩০- আযানের পর এ দুয়াটি পাঠ করাঃ

"আশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহদাহু, লা- শারীকা লাহু, ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু, ওয়া রাসূলুহু, রাযীতু বিল্লা-হি রব্বান ওয়াবি মুহাম্মাদিন রসূলান ওয়াবিল ইসলামী দীনন"

ফযীলতঃ গুনাহ মাফ করা হবে।

দলীলঃ সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ (মুওয়াযযিনের আযান শুনে যে ব্যক্তি বলে, আশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহদাহু, লা- শারীকা লাহু, ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু, ওয়া রাসূলুহু, রাযীতু বিল্লা-হি রব্বান ওয়াবি মুহাম্মাদিন রসূলান ওয়াবিল ইসলামী দীনন" তার গুনাহ মাফ করা হবে)। [মুসলিম (৩৮৬)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৯০

৩১- কষ্টদায়ক দ্রব্য রাস্তা থেকে তুলে দূরে নিক্ষেপ করা

ফযীলতঃ গুনাহ মাফ করা হবে।

দলীলঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে চলার সময় কাঁটাদার গাছের একটি ডাল রাস্তায় পেল, তখন সেটাকে রাস্তা হতে অপসারণ করল, আল্লাহ তার এ কাজকে কবূল করলেন এবং তাকে মাফ করে দিলেন। [বুখারী (৬৫২), মুসলিম (১৯১৪)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৯১-৯২

৩২ ও ৩৩- ক্রোধ সংবরণ করা এবং মানুষদের ক্ষমা করা

ফযীলতঃ গুনাহ মাফ করা হবে।

দলীলঃ

﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ* الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ [آل عمران: 133-135]

অর্থঃ আর তোমরা তীব্র গতিতে চল নিজেদের রবের ক্ষমার দিকে এবং সে জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমানসমূহ ও যমীনের সমান, যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য। যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে, যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল।

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৯৩

৩৪- আযান

ফযীলতঃ গুনাহ মাফ করা হবে।

দলীলঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন যে, (মুয়াযযিনের আওয়াজের দূরত্ব পরিমাণ তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে)। [নাসাঈ ফিল কুবরা (১৬২১), আহমাদ (৭৭২৬), আবু দাউদ (৫১৫), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৯৪

৩৫- পিপাসিত জন্তুকে পানি পান করানো

ফযীলতঃ গুনাহ মাফ করা হবে।

দলীলঃ আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘এক ব্যক্তি এক কুয়ার নিকটবর্তী হয়ে তাতে অবতরণ করে পানি পান করল। অতঃপর উঠে দেখল, কুয়ার পাশে একটি কুকুর (পিপাসায়) জিহ্বা বের করে হাঁপাচ্ছে। তার প্রতি লোকটির দয়া হল। সে তার পায়ের একটি মোজা খুলে (কুয়াতে নেমে তাতে পানি ভরে এনে) কুকুরটিকে পান করাল। ফলে আল্লাহ তার এই কাজের প্রতিদান স্বরূপ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন)। [বুখারী (২৪৬৬), মুসলিম (২২৪৪)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৯৫

৩৬- মৃতের পক্ষ হতে তার সম্পদ থেকে সাদাকা করা

ফযীলতঃ গুনাহ মাফ করা হবে।

দলীলঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেনঃ (আমরা পিতা কিছু মাল রেখে মারা গেছেন, কিন্তু তিনি ওয়াসিয়াত করেন নি। আমি যদি তার পক্ষ হতে সাদাকা করি, তবে কি তা তার জন্য কাফফারা হবে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ)। [মুসলিম (১৬৩০)]

সম্বলের উপর আমল

✔

সম্বল ৯৬

৩৭- দরিদ্র লোকদেরকে সুযোগ দেওয়া এবং গরীব দেনাদারের নিকট থেকে পাওনা আদায়ের ব্যপারে সহানুভূতি প্রদর্শন

ফযীলতঃ গুনাহ মাফ করা হবে।

দলীলঃ হুযায়ফা (রাঃ) সুত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত যে, (এক ব্যক্তি মৃত্যুর পর জান্নাতে প্রবেশ করে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল তুমি কোন ধরনের আমল করতে? রাবী বলেন, এরপর সে স্মরণ করে বা তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। সে বলল, আমি মানুষের সাথে কেনা-বেচা করতাম। দরিদ্র লোকদেরকে আমি সময় দিতাম এবং মুদ্রা বা অর্থ মাফ করে দিতাম এ কারণে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়)। [বুখারী (২৩৯১), মুসলিম (১৫৬০)]

সম্বলের উপর আমল

✔

সম্বল ৯৭

৩৮- বায়তুল্লাহর চারদিকে তাওয়াফকারী পা

ফযীলতঃ গুনাহ মাফ করা হবে।

দলীলঃ ইবনু উমার (রাঃ) বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (সঠিকভাবে যদি কোন লোক বাইতুল্লাহ সাতবার তাওয়াফ করে তাহলে তার একটি ক্রীতদাস আযাদ করার সমান সাওয়াব হয়। -সহীহ ইব্‌নু মা-জাহ (২৯৫৬) তাকে আমি আরো বলতে শুনেছিঃ যখনই কোন ব্যক্তি তাওয়াফ করতে গিয়ে এক পা রাখে এবং অপর পা তোলে আল্লাহ তখন তার একটি করে গুনাহ মাফ করে দেন এবং একটি করে.সাওয়াব লিখে দেন)। [ইবনে হিব্বান (৩৬৯৭), তিরমিযী (৯৫৯), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৯৮

৩৯- রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করা

ফযীলতঃ গুনাহ মাফ করা হবে।

দলীলঃ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে য়্যামানী) উভয়কে স্পর্শ পাপ মোচন করে)। [হাকিম ফিল মুস্তাদ রাক (১৮০৫), তিরমিযী (৯৫৯), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৯৯

৪০- আল্লাহর জন্য সিজদা করা

ফযীলতঃ গুনাহ মাফ করা হবে।

দলীলঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আযাদকৃত গোলাম সাওবন (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (আল্লাহর উদ্দেশ্যে অধিক সিজদা কর। কেননা, তুমি যখনই আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি সিজদা করবে, তখন এ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তোমার মর্যাদা এক ধাপ বাড়িয়ে দিবেন এবং তোমার একটি পাপ মোচন করে দিবেন)। [মুসলিম (৪৮৮)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১০০

৪১- বাজারে প্রবেশের সময় এ দু'আটি পাঠ করবেঃ

'লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহদাহূ লা- শারীকা লাহূ লাহুল মুল্‌কু ওয়ালাহুল হাম্‌দু ইউহয়ী ওয়া ইউমীতু, ওয়াহুওয়া হায়য়ুন, লা- ইয়ামূতু, বিয়াদিহিল খয়রু, ওয়াহুয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন কদীর''

ফযীলতঃ তার দশ লক্ষ গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হবে।
দলীলঃ উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে লোক বাজারে প্রবেশ করে এ দু'আ পড়ে, ''লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহদাহূ লা- শারীকা লাহূ লাহুল মুল্‌কু ওয়ালাহুল হাম্‌দু ইউহয়ী ওয়া ইউমীতু, ওয়াহুওয়া হায়য়ুন, লা- ইয়ামূতু, বিয়াদিহিল খয়রু, ওয়াহুয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন কদীর'' আল্লাহ তা'আলা তার জন্য দশ লক্ষ সাওয়াব লিখবেন, দশ লক্ষ গুনাহ মিটিয়ে দেন, এছাড়া তার জন্য দশ লক্ষ মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন এবং জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর তৈরি করবেন। [হাকিম ফিল মুস্তাদরাক (১৯৮০), তিরমিযী (৩৪২৮), আলবানী এটিকে হাসান বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১০১

৪২- আরাফাহর দিনে রোযা রাখা

ফযীলতঃ এর দ্বারা বিগত ও আগত এক বছরের গোনাহ মাফ হয়।
দলীলঃ আবূ কাতাদাহ আল-আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'আরাফাহর দিনে রোযা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এর দ্বারা বিগত ও আগত এক বছরের গোনাহ মোচন হয়। [মুসলিম (১১৬২)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১০২

৪৩- আশুরাহর দিনে রোযা রাখা

ফযীলতঃ এর দ্বারা বিগত ও আগত এক বছরের গোনাহ মাফ হয়।
দলীলঃ আবূ কাতাদাহ আল-আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'আশুরার দিনে রোযা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এর দ্বারা বিগত এক বছরের গোনাহ মোচন হয়। [মুসলিম (১১৬২)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১০৩

৪৪- এক ‘উমরাহ’র পর আর এক ‘উমরাহ

ফযীলতঃ দুই উমরাহর মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহের জন্য কাফফারা।

দলীলঃ আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এক ‘উমরাহ’র পর আর এক ‘উমরাহ উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ের (গুনাহের) জন্য কাফফারা। [বুখারী (১৭৭৩), মুসলিম (১৩৪৯)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১০৪

৪৫- একশ’বার এ দু‘আটি পাঠ করাঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহুদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া হুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।

ফযীলতঃ একশটি গুনাহ মিটিয়ে ফেলা হবে এবং ঐদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান হতে সুরক্ষিত থাকবে।

দলীলঃ আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে লোক একশ’বার এ দু‘আটি পড়বেঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহুদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া হুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই; রাজত্ব একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও একমাত্র তাঁরই জন্য, আর তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। তাহলে দশটি গোলাম আযাদ করার সমান সাওয়াব তার হবে। তার জন্য একশটি সাওয়াব লেখা হবে এবং আর একশটি গুনাহ মিটিয়ে ফেলা হবে। ঐদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান হতে মাহফুজ থাকবে। কোন লোক তার চেয়ে উত্তম সাওয়াবের কাজ করতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, ঐ ব্যক্তি সক্ষম হবে, যে এর চেয়ে ঐ দু‘আটির ‘আমল বেশি পরিমাণ করবে। [বুখারী (২৩৯৩), মুসলিম (২৬৯১)]

সম্বল ১০৫

৪৬- ফজরের নামাযের পর তার দুই পা ভাজ করা অবস্থায় কোন কথাবার্তা বলার পূর্বে দশবার এ দুয়াটি পাঠ করবে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহুদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া হুল হামদু, উহয়ী ওয়া ইউমীতু, বিয়াদিহিল খাইর ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর"

ফযীলতঃ তার দশটি গুনাহ মুছে ফেলা হবে, ঐ দিন শিরকের গুনাহ ছাড়া অন্য কোন প্রকারের গুনাহ তাকে সংকটাপন্ন করতে পারবে না এবং শাইতানের ধোকা হতে তাকে পাহারা দেয়া হবে।

দলীলঃ আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর তার দুই পা ভাজ করা অবস্থায় (তাশাহহুদের অবস্থায়) কোন কথাবার্তা বলার পূর্বে দশবার বলে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহুদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া হুল হামদু, উহয়ী ওয়া ইউমীতু, বিয়াদিহিল খাইর ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর" "আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তার কোন শারীক নেই, রাজত্ব তারই, সকল প্রশংসা তার জন্য, তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন, তিনি সকল কিছুর উপর সর্বশক্তিমান", তার আমলনামায় দশটি সাওয়াব লেখা হয়, তার দশটি গুনাহ মুছে ফেলা হয় এবং তার সম্মান দশগুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়। সে ঐ দিন সব রকমের সংকট হতে নিরাপদ থাকবে এবং শাইতানের ধোকা হতে তাকে পাহারা দেয়া হবে এবং ঐ দিন শিরকীর গুনাহ ছাড়া অন্য কোন প্রকারের গুনাহ তাকে সংকটাপন্ন করতে পারবে না। [তিরমিযী (৩৪৭৩), নাসাঈ ফিল কুবরা (৯৮৭৮), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১০৬

৪৬- মাজলিস হতে উঠে যাওয়ার আগে এ দুয়াটি পাঠ করাঃ "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আনতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা"

ফযীলতঃ উক্ত মাজলিসে তার যে অপরাধ হয়েছিল তা ক্ষমা করে দেয়া হবে।

দলীলঃ আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে লোক মাজলিসে বসে প্রয়োজন ছাড়া অনেক কথাবার্তা বলেছে, সে উক্ত মাজলিস হতে উঠে যাওয়ার আগে যদি বলেঃ ''সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আনতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা।'' "হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র এবং সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য। আমি সাক্ষ্য দেই যে, তুমি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নেই, তোমার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি", তাহলে উক্ত মাজলিসে তার যে অপরাধ হয়েছিল তা ক্ষমা করে দেয়া হবে। [তিরমিযী (৩৪৩৩), নাসাঈ ফিল কুবরা (১০১৫৭), আহ মাদ (১০৫৫৯), ইবনুল আরাবী ও আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১০৭

৪৮- আল্লাহর উপর নির্ভর করা

ফযীলতঃ শাইতান হতে সুরক্ষিত থাকবে।

দলীলঃ আল্লাহ তাআলা বলেন,

{إِنَّهُۥ لَيۡسَ لَهُۥ سُلۡطَٰنٌ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ}

[আন নাহল (৯৯)]

অর্থঃ নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও তাদের রবেরই উপর নির্ভর করে তাদের উপর তার (শাইতানের) কোনো আধিপত্য নেই।

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১০৮

49- বিছানায় শুতে যাওয়ার সময় আয়াতুল কুরসী পাঠ করা

ফযিলতঃ সকাল হওয়া অবধি তার নিকট শয়তান আসতে পারবে না।

দলীলঃ আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (যখন তুমি বিছানায় শুতে যাবে, তখন আয়াতুল কুরসী পড়বে। তাহলে সর্বদা আল্লাহর পক্ষ হতে তোমার জন্য একজন হিফাযতকারী থাকবে এবং সকাল হওয়া অবধি তোমার নিকট শয়তান আসতে পারবে না)। [বুখারী (৩২৭৫)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১০৯

50- স্ত্রীর সাথে যৌন সঙ্গম করার সময় এ দুয়াটি বলবেঃ "বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিবনিশ শায়তানা ওয়া জান্নিবিশ শায়তানা মা রাযাকতানা"

ফযীলতঃ সন্তান শয়তান হতে সুরক্ষিত থাকবে।

দলীলঃ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (তোমাদের মধ্যে কেউ যখন যৌন সঙ্গম করে, তখন যেন সে বলে, ''বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিবনিশ শায়তানা ওয়া জান্নিবিশ শায়তানা মা রাযাকতানা''-আল্লাহর নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ্! আমাকে তুমি শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং আমাকে তুমি যা দান করবে তা থেকে শয়তানকে দূরে রাখ। এরপরে যদি তাদের দু'জনের মাঝে কিছু ফল দেয়া হয় অথবা বাচ্চা পয়দা হয়, তাকে শয়তান কখনো ক্ষতি করতে পারবে না)। [বুখারী (৬৩৮৮), মুসলিম (১৪৩৪)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১১০-১১১

৫১ ও ৫২- ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলানো এবং নিঃস্বদেরকে খাদ্য খাওয়ানো

ফযীলতঃ অন্তরের কঠিনতা দূর করা।

দলীলঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বললেনঃ জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিজের কঠিন হৃদয় সম্পর্কে অভিযোগ করল। তিনি তাকে প্রতিকার হিসেবে বললেন যে, (ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাও এবং নিঃস্বদেরকে খাদ্য খাওয়াও)। [আহমাদ (৯১৪০), মুনযেরী ও আলবানী বলেন, এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকারী]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১১২

৫৩- রাতের নামাযে দণ্ডায়মান হয়ে দশ আয়াত পরিমাণ পাঠ করা

ফযীলতঃ সে গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

দলীলঃ আমর ইবনুল আস (রাঃ) এর পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ (যে ব্যক্তি রাতের নামাযে দণ্ডায়মান হয়ে দশ আয়াত পরিমাণ পাঠ করবে, সে গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হবে না)। [আবু দাউদ (১৩৯৮), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ
মৃত্যুর পর ব্যক্তি যা অপছন্দ করে তা প্রতিরোধ করার জন্য সম্বলসমূহ

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ মৃত্যুর পর ব্যক্তি যা অপছন্দ করে তা প্রতিরোধ করার জন্য সম্বলসমূহ

১৭ টি সম্বলসমূহ

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১১৩

১-তাকওয়া অবলম্বন করা এবং নিজেদের সংশোধন করা

ফযীলতঃ জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং তাদের কোনো ভয় ও চিন্তা থাকবে না।

দলীলঃ

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ * فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ * كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ * يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ * لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ * فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [دخان: 51-57]

অর্থঃ নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে। উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে। তারা পরবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং বসবে মুখোমুখি হয়ে। এরূপই ঘটবে; আর আমরা তাদেরকে বিয়ে দিয়ে দেব ডাগর নয়না হূরদের সাথে। সেখানে তারা প্রশান্ত চিত্তে বিবিধ ফলমূল আনতে বলবে। প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না । আর তিনি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন। আপনার রবের অনুগ্রহস্বরূপ । এটাই তো মহাসাফল্য।

﴿وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [زمر: 61]

অর্থঃ (আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, আল্লাহ্ তাদেরকে উদ্ধার করবেন তাদের সাফল্যসহ; তাদেরকে অমঙ্গল স্পর্শ করবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না)।

﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾ [مريم: 72]

অর্থঃ (পরে আমরা উদ্ধার করব তাদেরকে, যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে এবং যালেমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দেব)।

﴿فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [اعراف: 35]

অর্থঃ (যারা তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং নিজেদের সংশোধন করবে, তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না)।

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ [يونس: 62-63]

অর্থঃ (জেনে রাখ! আল্লাহ্‌র বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করত)।

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১১৪

২- আল্লাহর পথে জিহাদের অবস্থায় রোযা রাখা

ফযীলতঃ তাঁর মুখমণ্ডলকে দোযখের আগুন থেকে সত্তর বছরের রাস্তা দূরে রাখা হবে।

দলীলঃ আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সিয়াম রোযা ঢাল স্বরূপ এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য মাযবুত দুর্গ। [আহমাদ (৯৩৪৮), নাসাঈ ফিল কুবরা (২৫৪৯), সুয়ুতি ও আরনাঊত এটিকে সহীহ বলেছেন]

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, (যে ব্যাক্তি আল্লাহর রাস্তায় এক দিনও সিয়াম পালন করে, আল্লাহ তাঁর মুখমণ্ডলকে (অর্থাৎ তাঁকে) দোযখের আগুন থেকে সত্তর বছরের রাস্তা দূরে সরিয়ে নেন)। [মুসলিম (১১৫৩)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১১৫

৩- একাধারে চল্লিশ দিন তাকবীরে উলার (প্রথম তাকবীর) সাথে জামা'আতে নামায আদায় করা

ফযিলতঃ জাহান্নাম থেকে মুক্তি।

দলীলঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তোষ অর্জনের উদ্দেশ্যে একাধারে চল্লিশ দিন তাকবীরে উলার (প্রথম তাকবীর) সাথে জামা'আতে নামায আদায় করতে পারলে তাকে দুটি নাজাতের ছাড়পত্র দেওয়া হয়ঃ জাহান্নাম হতে নাজাত এবং মুনাফিকী হতে মুক্তি। [তিরমিযী (২৪১), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১১৬

৪- যোহরের ফরয সালাতের পূর্বে ও পরে চার রাকয়াত নফল সালাতের প্রতি যত্নবান হওয়া

ফযিলতঃ জাহান্নাম থেকে মুক্তি।

দলীলঃ উম্মু হাবিবাহ (রাঃ) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন: আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন (যে ব্যক্তি যুহরের ফারযের পূর্বে চার রাক'আত ও পরে চার রাক'আত (সুন্নাত সালাত)-এর প্রতি যত্নবান হবে তার উপর জাহান্নাম হারাম হয়ে যাবে)। [আবূ দাউদ (১২৬৯), তিরমিযী (৪২৮), নাসায়ী ফিল কুবরা (১৪৮৬), ইবনু মাজাহ (১১৬০), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন।

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১১৭

৫- এক টুকরা খেজুর হলেও সদাকাহ করা

ফযিলতঃ জাহান্নাম থেকে মুক্তি।

দলীলঃ আদী ইবনু হাতিম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, তোমরা জাহান্নাম হতে আত্মরক্ষা কর এক টুকরা খেজুর সদাকাহ করে হলেও। [বুখারী (১৪১৭), মুসলিম (১০১৬)]

আদী ইবনু হাতিম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মাঝে যে জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেতে চায়, সে যেন এক টুকরা খেজুর দিয়ে হলেও নিজকে রক্ষা করে। [বুখারী (৬৫৩৯), মুসলিম (১০১৬)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১১৮

৬- দু’পা আল্লাহর পথে ধূলি ধূসরিত হওয়া

ফযিলতঃ জাহান্নাম থেকে মুক্তি।

দলীলঃ আবি আবস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি যে, যার দু’পা আল্লাহর পথে ধূলি ধূসরিত হয়, আল্লাহ্ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেন। [তিরমিযী (১৬৩২), ইবনুল আরাবী ও আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় যে লোকের চেহারা ধুলিমলিন হয় তা জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম হয়ে যায়)। [আহমাদ (২৫১৮৭), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ কোন বান্দার চেহারায় আল্লাহর রাস্তার ধূলা এবং জাহান্নামের ধোঁয়া কখনো একত্রিত হবে না। [নাসায়ী ফিল কুবরা (৪৩০৬) আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১১৯

৭- আল্লাহর যিকর

ফযিলতঃ জাহান্নাম থেকে মুক্তি।

দলীলঃ মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ কোন মানুষের জন্য আল্লাহর যিকিরের চেয়ে উত্তম কোন আমল নাই, যা তাকে মহামহিম আল্লাহর শাস্তি থেকে রেহাই দিতে পারে। [আহমাদ (২২৫০৪), সুয়ুতী ও আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১২০

৮- কন্যা সন্তানের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করা, যথাসাধ্য তাদের পানাহার ও পোশাক-আশাক প্রদান করা এবং তাদের সাথে সদাচরণ ও দয়া প্রদর্শন করা

ফযিলতঃ জাহান্নাম থেকে মুক্তি।

দলীলঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যাকে এ সব কন্যা সন্তান দিয়ে কোন পরীক্ষা করা হয়, অতঃপর সে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে, এ কন্যারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে প্রতিবন্ধক হবে।

[বুখারী (১৪১৮), মুসলিম (২৬২৯)]

উকবা ইবনে 'আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছিঃ কারো তিনটি কন্যা সন্তান থাকলে এবং সে তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করলে, যথাসাধ্য তাদের পানাহার করালে ও পোশাক-আশাক দিলে, তারা কিয়ামতের দিন তার জন্য জাহান্নাম থেকে অন্তরায় হবে। [ইবনু মাজাহ (৩৬৬৯), আহমাদ(১৭৬৭৫), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১২১

৯- আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন

ফযিলতঃ জাহান্নাম থেকে মুক্তি।

দলীলঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করল, যতক্ষণ না (দোহনকৃত) দুধ বাঁটে ফিরে যাবে। (অর্থাৎ দু'টোই অসম্ভব)। [নাসায়ী ফিল কুবরা (৪৩০১), ইবনুল আরাবী ও আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছিঃ জাহান্নামের আগুন দুটি চোখকে স্পর্শ করবে না। আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে যে চোখ ক্রন্দন করে। [আবু ইয়ালা ফিল মুস নাদ (৪৩৪৬), সুয়ুতী ও আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১২২

১০- মু'মিনদের জন্য বিনয়ী ও বিনম্র হওয়া

ফযিলতঃ জাহান্নাম থেকে মুক্তি।

দলীলঃ আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি বিনম্র ও সরল-সিধা হবে, আল্লাহ তাকে দোযখের জন্য হারাম করে দেবেন। [হাকেম ফিলমুস তাদরাক (৪৩৪), সুয়ুতী ও আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১২৩

১১- মুসলিম ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার সম্ভ্রম রক্ষা করা

ফযিলতঃ জাহান্নাম থেকে মুক্তি।

দলীলঃ আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে (তার গীবত করা ও ইজ্জত লুটার সময় প্রতিবাদ করে) তার সম্ভ্রম রক্ষা করে, সেই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট এই অধিকার পায় যে, তিনি তাকে দোযখ থেকে মুক্ত করে দেন। [আহমাদ (২৮২৫৭) আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১২৪

১২- আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় পাহারাদান

ফযিলতঃ জাহান্নাম থেকে মুক্তি।

দলীলঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছিঃ জাহান্নামের আগুন দুটি চোখকে স্পর্শ করবে না। আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে যে চোখ ক্রন্দন করে এবং আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় যে চোখ (নিরাপত্তার জন্য) পাহারা দিয়ে ঘুমবিহীনভাবে রাত পার করে দেয়। [তিরমিযী (১৬৩৯), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১২৫

১৩- রামায়ান মাসের প্রত্যেক রাতে ও দিনে নেক আমল

ফযিলতঃ জাহান্নাম থেকে মুক্তি।

দলীলঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ বহু লোককে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে এ মাসে (রামাযান) জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক রাতেই এরূপ হতে থাকে। [আহমাদ (৭৫৬৭) আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১২৬

১৪- ক্রোধ সংবরণ করা

ফযিলতঃ আযাব থেকে মুক্তি।

দলীলঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি তার ক্রোধ সংবরণ করে আল্লাহ তাকে শাস্তি প্রদানে বিরত থাকেন। [যিয়া আল মাকদেসী ফিল মুখতারা, (২০৬৬), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১২৭

১৫- জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চাওয়া

ফযিলতঃ জাহান্নাম তার পরিত্রাণের জন্য দুয়া করে।

দলীলঃ আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তিনবার জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চায়, জাহান্নাম বলেঃ হে আল্লাহ! আপনি তাকে জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ দিন। [তিরমিযী (২৫৭২), নাসায়ী ফিল কুবরা (৭৯০৭), ইবনু মাজাহ (৪৩৪০), আহমাদ (১২৩৫৩), ইবনু হিব্বান (১০৩৪), সুয়ূতী ও আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

☑ ○

সম্বল ১২৮

১৬- পাহারা প্রদানরত অবস্থায় মৃত্যু

ফযিলতঃ কবরের ফিতনা হতে মুক্তি।

দলীলঃ ফাযালা ইবনু উবাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির সকল প্রকার কাজের উপর সীলমোহর করে দেওয়া হয় (কাজের পরিসমাপ্তি ঘটে)। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় পাহারাদানরত অবস্থায় যে লোক মৃত্যুবরণ করে কিয়ামত পর্যন্ত তার কর্মের সাওয়াব বাড়ানো হতে থাকে এবং তিনি কবরের সকল ফিতনা হতে নিরাপদে থাকবেন। [আবু দাউদ (২৫০০), তিরমিযী (১৬২১), আহমাদ (২৪৫৮৪), ইবনুল আরাবী ও আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সালমান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আর যদি এ অবস্থায় (আল্লাহর রাস্তায় পাহারাদানরত অবস্থায়) তার মৃত্যু ঘটে, তাতে তার এ আমলের সাওয়াব জারী থাকবে। এবং তার রিযক অব্যাহত রাখা হবে এবং সে ব্যক্তি ফিতনাসমূহ থেকে নিরাপদে থাকবে। [মুসলিম (১৯১৩)]

সালমান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এই কাজে লিপ্ত থাকাবস্থায় (আল্লাহর রাস্তায় পাহারাদানরত অবস্থায়) যে লোক মারা যাবে তাকে কবরের ফিতনা হতে মুক্তি দেওয়া হবে। [তিরমিযী (১৬৬৫), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

☑ ○

সম্বল ১২৯

১৭- মুসলিম ভাইয়ের বিপদ দুর করা

ফযিলতঃ কিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহ দূর করা হবে।

দলীলঃ আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কেউ তার মুসলিম ভাইয়ের বিপদ দুর করবে, আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহ দূর করবেন। [বুখারী (২৪৪২), মুসলিম (২৫৮০)]

তৃতীয় অধ্যায়ঃ এই পৃথিবীতে ব্যক্তি যা অপছন্দ করে তা দূর করার সম্বলসমূহ

২১ টি সম্বল

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৩০

১- ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলবেঃ
(বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ, অলা হাওলা অলা ক্বুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ)

ফযীলতঃ তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুরক্ষা দান ও সকল অমঙ্গল থেকে বাঁচানো হবে।

দলীলঃ আনাস রাযীয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ''যে ব্যক্তি সবীয় গৃহ থেকে বের হওয়ার সময় বলে, 'বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ, অলা হাওলা অলা ক্বুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।' (অর্থাৎ আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া পাপ থেকে ফিরা এবং পুণ্য করা সম্ভব নয়।) তাকে বলা হয়, 'তোমাকে সঠিক পথ দেওয়া হল, তোমাকে যথেষ্টতা দান করা হল এবং তোমাকে বাঁচিয়ে ফলে শয়তান অন্য শয়তানকে নেওয়া হল।' আর শয়তান তার নিকট থেকে দূরে সরে যায়। বলে যে, 'ঐ ব্যক্তির উপর তোমার কিরূপে কর্তৃত্ব চলবে, যাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করা হয়েছে, যাকে যথেষ্টতা দান করা হয়েছে এবং যাকে (সকল অমঙ্গল) থেকে বাঁচানো হয়েছে? [আবূ দাউদ (৫০৯৫), নাসাঈ ফিল কুবরা (৯৮৩৭), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৩১

২- সকাল ও সন্ধ্যায় তিনবার সূরা সূরা ইখলাস, সূরা নাস ও ফালাক পড়বে

ফযীলতঃ তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুরক্ষা দান।

দলীলঃ আব্দুল্লাহ ইবনু খুবাইব রাযিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি সন্ধ্যায় ও সকালে উপনীত হয়ে তিনবার সূরা কুল হুয়াল্লাহু (সূরা ইখলাস), সূরা নাস ও ফালাক পড়বে; এতে তুমি যাবতীয় অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাবে। [আবু দাউদ (৫০৮২), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৩২

২- সকাল ও সন্ধ্যায় এ দু'আ তিনবার পাঠ করাঃ (বিসমিল্লাহিল্লাহী লা-ইয়াযুররু মা'আ ইসমূহু শায়উন ফিল আরযে ওয়ালা ফিস সামায়ে ওয়া-হুয়াস সামিউল আলীম)।

ফযীলতঃ তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুরক্ষা দান।

দলীলঃ উছমান ইবন আফফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এ দু'আ তিনবার পড়বে, সকাল পর্যন্ত তার উপর কোন আকস্মিক বিপদ আপতিত হবে না। দু'আটি হলোঃ 'বিসমিল্লাহিল্লাহী লা-ইয়াদুররু মা'আ ইসমূহু শায়উন ফিল আরদে ওয়ালা ফিস সামায়ে ওয়া-হুয়াস সামিউল আলীম।' অর্থাৎ আমি শুরু করছি সে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে, যার নাম নিলে যমীন ও আসমানের কিছুই কোন ক্ষতি করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। [তিরমিযী (৩৩৮৮), নাসাঈ ফিল কুবরা (১০১০৬), ইবনু মাজাহ (৩৮৬৯), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৩৩

৪- রাতে শয্যায় যাওয়ার সময় আয়াতুল কুরসী পাঠ করা

ফযীলতঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে সুরক্ষা দান।

দলীলঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব লেছেনঃ রাতে শয্যায় যাবে তখন আয়াতুল কুরসী আয়াতের শেষ পর্যন্ত পড়বে। তখন আল্লাহর তরফ হতে তোমার জন্যে একজন রক্ষক নিযুক্ত হবে এবং ভোর পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না। [বুখারী (২৩১১)]

সম্বল ১৩৪

৫- দুঃখ-কষ্ট ও চিন্তা-ভাবনার সময় এ দুআটি পাঠ করাঃ 'আল্ল-হুম্মা ইন্নী 'আবদুকা, ওয়াবনু 'আবদিকা ওয়াবনু আমাতিকা,,,,,, শেষ র্যন্ত

ফযীলতঃ আল্লাহ তার চিন্তা-ভাবনা দূর করে দেবেন এবং তার পরিবর্তে মনে প্রশান্তি দান করবেন।

দলীলঃ আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‘উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে বেশি চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে সে যেন বলে, “আল্ল-হুম্মা ইন্নী ‘আবদুকা, ওয়াবনু ‘আবদিকা ওয়াবনু আমাতিকা, ওয়াফী কবযাতিকা, না-সিয়াতী বিয়াদিকা মা-যিন ফী হুকমুকা ‘আদলুন ফি কযা-উকা আস্‌আলুকা বিকুল্লি ইসমিন, হুওয়া লাকা সাম্মায়তা বিহী নাফসাকা, আও আনযালতাহূ ফী কিতা-বিকা, আও ‘আল্লামতাহূ আহাদাম্ মিন্ খলকিকা, আও আলহামতা ‘ইবা-দাকা, আউইস্‌তা’সারতা বিহী ফী মাকনূনিল গয়বি ‘ইনদাক আন্ তাজ্‘আলাল কুরআ-না রবী‘আ কলবী ওয়াজালা-আ হাম্মী ওয়া গম্মী” অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা, তোমার বান্দার পুত্র, তোমার দাসীর পুত্র। আমি তোমার হাতের মুঠে, আমার অদৃষ্ট তোমার হাতে। তোমার হুকুম আমার ওপর কার্যকর, তোমার আদেশ আমার পক্ষে ন্যায়। আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার সেসব নামের ওয়াসীলায় যাতে তুমি নিজেকে অভিহিত করেছো, অথবা তুমি তোমার কিতাবে নাযিল করেছো অথবা তুমি তোমার সৃষ্টির কাউকেও তা শিক্ষা দিয়েছো, অথবা তুমি তোমার বান্দাদের ওপর ইলহাম করেছো (অদৃশ্য অবস্থায় থেকে অন্তরে কথা বসিয়ে দেয়া) অথবা তুমি গায়বের পর্দায় তা তোমার কাছে অদৃশ্য রেখেছো- তুমি কুরআনকে আমার অন্তরের বসন্তকাল স্বরূপ চিন্তা-ফিকির দূর করার উপায় স্বরূপ গঠন করো।)। যে বান্দা যখনই তা পড়বে আল্লাহ তার চিন্তা-ভাবনা দূর করে দেবেন এবং তার পরিবর্তে মনে নিশ্চিন্ততা (প্রশান্তি) দান করবেন। [আহমাদ (৩৭৮৮), শব্দগুলো তারই, ইবনু হিব্বান (৯৭২), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৩৫

৬- ফজরের নামাযের পর দুই পা ভাজ করা অবস্থায় (তাশাহহুদের অবস্থায়) কোন কথাবার্তা বলার পূর্বে দশবার এ দুয়াটি পাঠ করাঃ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু মুলকু ওয়ালাহুল হামদু, ইউহয়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর)

ফযীলতঃ সব রকমের সংকট হতে নিরাপদ।

দলীলঃ আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর তার দুই পা ভাজ করা অবস্থায় (তাশাহহুদের অবস্থায়) কোন কথাবার্তা বলার পূর্বে দশবার বলে, "আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তার কোন শারীক নেই, রাজত্ব তারই, সকল প্রশংসা তার জন্য, তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন, তিনি সকল কিছুর উপর সর্বশক্তিমান", তার আমলনামায় দশটি সাওয়াব লেখা হয়, তার দশটি গুনাহ মুছে ফেলা হয় এবং তার সম্মান দশগুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়। সে ঐ দিন সব রকমের সংকট হতে নিরাপদ থাকবে এবং শাইতানের ধোকা হতে তাকে পাহারা দেয়া হবে এবং ঐ দিন শিরকীর গুনাহ ছাড়া অন্য কোন প্রকারের গুনাহ তাকে সংকটাপন্ন করতে পারবে না। [তিরমিযী (৩৪৭৪), নাসায়ী ফিল কুবরা (৯৮৭৮), আলবানী এটিকে হাসান বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৩৬

৭- আল্লাহর উপর ভরসা

ফযীলতঃ সব রকমের দুশ্চিন্তা হতে মুক্তি।

দলীলঃ আল্লাহ তাআলা বলেন,

{وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [طلاق: 3]

অর্থঃ আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৩৭

৪- বিপদগ্রস্ত লোককে প্রত্যক্ষ করলে এ দু'আটি পাঠ করবেঃ 'আলহাম্‌দু লিল্লা-হিল্লাযী 'আ-ফা-নী মিম্মাব্‌ তালা-কা বিহী ওয়া ফায্‌যালানী 'আলা- কাসীরিম্‌ মিম্মান্‌ খলাকা তাফযীলা''

ফযীলতঃ সে উক্ত অনিষ্ট হতে হিফাযাতে থাকবে।

দলীলঃ উমর (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে লোক কোন বিপদগ্রস্ত লোককে প্রত্যক্ষ করে বলে, "সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, তিনি যে বিপদে তোমাকে জড়িত করেছেন তা হতে আমাকে হিফাযাতে রেখেছেন এবং তার অসংখ্য সৃষ্টির উপর আমাকে সম্মান দান করেছেন", সে তার মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত উক্ত অনিষ্ট হতে হিফাযাতে থাকবে। তা যে কোন বিপদই হোক না কেন। [তিরমিযী (৩৪৩১), আবু দাউদ আত তায়ালিসী (১৩) শব্দটি তারই, ইবনুল কাইয়্যিম ও আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৩৮

৯- এমন দুয়া করা যে দুয়াতে কোন গুনাহের অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নের দু'আ থাকে না

ফযীলতঃ তার বিপদাপদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।

দলীলঃ আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন মুসলিম দু'আ করার সময় কোন গুনাহের অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নের দু'আ না করলে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তাকে এ তিনটির একটি দান করেন। (১) হয়তো তাকে তার কাঙ্ক্ষিত সুপারিশ দুনিয়ায় দান করেন, (২) অথবা তা তার পরকালের জন্য জমা রাখেন এবং (৩) অথবা তার মতো কোন অকল্যাণ বা বিপদাপদকে তার থেকে দূরে করে দেন। সাহাবীগণ বললেন, তবে তো আমরা অনেক বেশি লাভ করব। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আল্লাহ এর চেয়েও বেশি দেন। [আহমাদ (১১৩০২), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৩৯

১০- দু‘আর সম্পূর্ণ সময় দরূদের জন্য নির্দিষ্ট করা

ফযীলতঃ দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য যথেষ্ট হবে।

দলীলঃ উবাই ইবনে কা’ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম ‘আমি আমার (দু‘আর) সম্পূর্ণ সময় দরূদের জন্য নির্দিষ্ট করব!’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (তাহলে তো (এ কাজ) তোমার দুশ্চিন্তা (দূর করার) জন্য যথেষ্ট হবে এবং তোমার পাপকে মোচন করা হবে)। [তিরমিযী (২৪৫৭), তিনি বলেন, এটি হাসান সহীহ]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৪০

১১- এ দুয়াটি পাঠ করাঃ

«حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ»

ফযীলতঃ দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য যথেষ্ট হবে।

দলীলঃ আবূ দারদা (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে সাতবার বলেঃ

«حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ»

‘‘আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আমি তাঁর উপর ভরসা করি এবং তিনি মহান আরশের রব’’ আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হবেন যা তাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তার বিরুদ্ধে। চাই সে সত্যিকারভাবে অথবা কৃত্রিমভাবে বলুক না কেন। [আবু দাউদ (৫০৮১), আরনাউত এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৪১

১২- কোন ঘরে তিন রাত সূরাহ বাকারার শেষ দু’টি আয়াত তিলাওয়াত করা

ফযীলতঃ দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য যথেষ্ট হবে এবং শাইতান সেই ঘরের

নিকট আসতে পারে না।
দলীলঃ আবূ মাস‘উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সূরাহ বাকারার শেষে এমন দু’টি আয়াত রয়েছে যে ব্যক্তি রাতের বেলা আয়াত দু’টি তিলাওয়াত করবে তার জন্য এ আয়াত দু’টোই যথেষ্ট। [মুসলিম (৮০৮)]
নুমান ইবনু বাশীর (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা আসমান-যামীন সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বে একটি কিতাব লিখেছেন। সেই কিতাব হতে তিনি দুটি আয়াত নাযিল করছেন। সেই দু'টি আয়াতের মাধ্যমেই সূরা আল-বাকারা সমাপ্ত করেছেন। যে ঘরে তিন রাত এ দুটি আয়াত তিলাওয়াত করা হয় শাইতান সেই ঘরের নিকট আসতে পারে না। [তিরমিযী (৩১৩৬), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৪২

১৩- আল্লাহর তাকওয়া

ফযীলতঃ দুর্দশা দূর করা এবং শত্রুর চক্রান্ত হতে সুরক্ষা।
দলীলঃ

{ وَنَجَّيۡنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ } [فصلت 18]

অর্থঃ আর আমরা রক্ষা করলাম তাদেরকে, যারা ঈমান এনেছিল এবং যারা তাকওয়া অবলম্বন করত।

{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [طلاق: 2]

অর্থঃ আর যে কেউ আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ তার জন্য (উত্তরণের) পথ করে দেবেন।

{وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا }[آل عمران: 120]

অর্থঃ তোমরা যদি ধৈর্যশীল হও এবং মুত্তাকী হও তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না।

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৪৩

১৪- নিয়মিত ইসতিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করা

ফযীলতঃ দুর্দশা দূর করা।

দলীলঃ ইবনু ‘আব্বাস রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি নিয়মিত ইসতিগফার পড়লে আল্লাহ তাকে প্রত্যেক বিপদ হতে মুক্তির ব্যবস্থা করবেন, সকল দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত করবেন এবং তাকে এমন উৎস থেকে রিযিক্ব দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। [আবু দাউদ (১৫১৩), নাসাঈ ফিল কুবরা (১০২১৭), ইবনু মাজাহ (৩৮১৯), আব্দুল হাক ইশবিলী ও ইবনু বায এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৪৪

১৫- চাশ্‌তের চার রাক্‘আত নামায

ফযীলতঃ দিনের শেষে আল্লাহ তার জন্যে যথেষ্ট হবে।

দলীলঃ আবুদ্ দারদা ও আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁরা দু’জনে বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ হে বানী আদম! তুমি আমার জন্যে চার রাক্‘আত সালাত আদায় কর দিনের প্রথমে। আমি তোমার জন্যে যথেষ্ট হবো দিনের শেষে। [তিরমিযী (৪৭৫), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৪৫

১৬- ধারাবাহিক হজ্জ ও উমরা আদায় করতে থাকা

ফযীলতঃ দারিদ্র্য দূর হবে।

দলীলঃ আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা ধারাবাহিক হজ্জ ও উমরা আদায় করতে থাক। এ দুটো আমল দারিদ্র ও গুনাহ বিদূরিত করে দেয়। যেমন ভাটার আগুনে লোহা ও সোনা-রূপার ময়লা-জং দূরিভূত হয়ে থাকে। [আহমাদ (৩৭৪৩), তিরমিযী (৮১০), নাসাঈ ফিল কুবরা (৩৫৯৭), আহমাদ শাকির এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৪৬

১৭- ধৈর্য ধারণ করা

ফযীলতঃ শত্রুর চক্রান্ত হতে সুরক্ষা।

দলীলঃ

{وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا} [آل عمران: 120]

অর্থঃ তোমরা যদি ধৈর্যশীল হও এবং মুত্তাকী হও তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না।

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৪৭

১৮- সূরাহ আল বাকারাহ পাঠ করা

ফযীলতঃ শত্রুর চক্রান্ত হতে সুরক্ষা।

দলীলঃ আবূ উমামাহ আল বাহিলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছিঃ তোমরা সূরাহ আল বাকারাহ পাঠ কর। এ সূরাটিকে গ্রহণ করা বারাকাতের কাজ এবং পরিত্যাগ করা পরিতাপের কাজ। আর বাতিলের অনুসারীগণ (যাদুকর) এর মোকাবেলা করতে পারে না। [মুসলিম (৮০৪)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৪৮

১৯- খারাপ স্বপ্ন দেখলে বামদিকে তিনবার থুথু ফেলবে, শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা ক রবে এবং যে পাশে ঘুমন্ত ছিল তা হতে বিপরীত পাশে ঘুমাবে

ফযীলতঃ খারাপ স্বপ্ন হতে সুরক্ষা।

দলীলঃ আবূ ক্বাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কেউ এমন কিছু দেখল, যা সে অপছন্দ করে, সে যেন বামদিকে তিনবার থুথু ফেলে এবং শয়তান থেকে আশ্রয় চায়। তাহলে এ স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করবে না। [বুখারী (৬৯৯৫), মুসলিম (২২৬১)]

জাবির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ যখন এমন স্বপ্ন দেখে, যা সে পছন্দ করে না তখন সে যেন তার বামপাশে তিনবার থু থু ফেলে এবং শাইতান থেকে আল্লাহর নিকট তিনবার আশ্রয় প্রার্থনা করে। আর যে পাশে ঘুমন্ত ছিল তা হতে যেন বিপরীত পাশে ঘুমায়। [বুখারী (৬৯৯৫), মুসলিম (২২৬১), বাক্যটি তারই]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৪৯

২০- ঘুমের মধ্যে আতংকিত হলে পড়বেঃ ‘‘আ‘ঊযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত্ তা-ম্মা-তি মিন্ গাযাবিহী ওয়া ‘ইকাবিহী ওয়া শার্‌রি ‘ইবা-দিহী ওয়ামিন্ হামাযা-তিশ্ শায়া-ত্বীনি ওয়া আন্ ইয়াহ্‌যুরূন’’

ফযীলতঃ খারাপ স্বপ্ন হতে সুরক্ষা।

দলীলঃ আমর ইবনু শু'আইব (রাযিঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ ঘুমের মধ্যে ভয় পেলে সে যেন বলেঃ ‘‘আমি আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ কালিমার দ্বারা আশ্রয় চাই তার ক্রোধ ও শাস্তি হতে, তার বান্দাদের খারাবী হতে, শাইতানদের কুমন্ত্রণা হতে এবং আমার নিকট যারা হাযির হয় সেগুলো হতে।’’ তাহলে সেগুলো তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। [নাসাঈ ফিল কুবরা (১০৫৩৩), আবু দাউদ (৩৮৯৩), তিরমিযী (৩৫২৮), মুনযেরী সহীহ অথবা হাসান বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৫০

২১- সূরাহ আল কাহফ এর প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করা

ফযীলতঃ দাজ্জালের ফিতনাহ থেকে নিরাপত্তা।

দলীলঃ আবূদ দারদা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সূরাহ আল কাহফ এর প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করবে সে দাজ্জালের ফিতনাহ থেকে নিরাপদ থাকবে। [মুসলিম (৮০৯)]

তৃতীয় বিভাগ

দুনিয়া ও আখিরাতের উদ্দেশ্য পূরণের সম্বলসমূহ
(২১০টি সম্বল)

এই বিভাগে ছটি অধ্যায় রয়েছেঃ

প্রথম অধ্যায়ঃ দীনের উদ্দেশ্য পূরণের সম্বলসমূহ (৫)

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ আমলের উদ্দেশ্য পূরণের সম্বলসমূহ (১৪)

তৃতীয় অধ্যায়ঃ আখিরাতের উদ্দেশ্য পূরণের সম্বলসমূহ (১৪৬)

চতুর্থ অধ্যায়ঃ আত্মা সংক্রান্ত উদ্দেশ্য পূরণের সম্বলসমূহ (৩১)

পঞ্চম অধ্যায়ঃ দুনিয়ার উদ্দেশ্য পূরণের সম্বলসমূহ (১০)

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ আশপাশের লোকের উদ্দেশ্য পূরণের সম্বলসমূহ (৪)

প্রথম অধ্যায়ঃ
দীনের উদ্দেশ্য পূরণের সম্বলসমূহ
৫ টি সম্বল

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৫১

১- আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করা

ফযীলতঃ বান্দা আল্লাহর সম্পর্কে যেমন ধারণা রাখে, আল্লাহ সেই মতই তার সাথে ব্যবহার করে থাকেন।

দলীলঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্ ঘোষণা করেন, আমি সে রকমই, যে রকম বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। [বুখারী (৭৪০৫), মুসলিম (২৬৭৫)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৫২

২- ফজরের দু' রাকাআত সুন্নাত

ফযীলতঃ দুনিয়া ও তার সব কিছুর থেকে উত্তম।

দলীলঃ 'আয়িশাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ফজরের দু' রাকাআত (সুন্নাত) সলাত দুনিয়া ও তার সব কিছুর থেকে উত্তম। [মুসলিম (৭২৫)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৫৩

৩- আল্লাহর তাকওয়া

ফযীলতঃ এটি নূর ও তাওফিক যা হক বাতিলের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে এবং সেই আমলের হেদায়াত দেয় যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে।

দলীলঃ

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا} [انفال: 29]

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর তবে তিনি তোমাদেরকে ফুরকান তথা ন্যায় –অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি দেবেন।

{ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ} [حديد: 28]

অর্থঃ হে মুমিনগন! আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বল কর এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আন। তিনি তাঁর অনুগ্রহে তোমাদেরকে দেবেন দ্বিগুন পুরুষ্কার এবং তিনি তোমাদেরকে দেবেন নূর, যার সাহায্যে তোমারা চলবে

{فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى} [ليل: 5-7]

অর্থঃ কাজেই কেউ দান করলে, তাকওয়া অবলম্বন করলে, এবং যা উত্তম তা সত্য বলে গ্রহণ করলে, আমরা তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ।

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৫৪

৪- সাদকা

ফযীলতঃ সেই আমলের হেদায়াত দেয় যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে।

দলীলঃ

{فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى} [ليل: 5-7]

অর্থঃ কাজেই কেউ দান করলে, তাকওয়া অবলম্বন করলে, এবং যা উত্তম তা সত্য বলে গ্রহণ করলে, আমরা তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ।

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৫৫

৫- ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এ দুয়াটি বলবেঃ ‘‘বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’’

ফযীলতঃ সেই আমলের হেদায়াত দেয় যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে।

দলীলঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন কোনো ব্যক্তি তার ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলবেঃ ‘‘বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’’ তখন তাকে বলা হয়, তুমি হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েছো, রক্ষা পেয়েছো ও নিরাপত্তা লাভ করেছো। সুতরাং শয়তানরা তার থেকে দূর হয়ে যায় এবং অন্য এক শয়তান বলে, তুমি ঐ ব্যক্তিকে কি করতে পারবে যাকে পথ দেখানো হয়েছে, নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে এবং রক্ষা করা হয়েছে।

[আবু দাউদ (৫০৯৫), নাসাঈ ফিল কুবরা (৯৮৩৭), আলবানী সহীহ বলেছেন]

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমলের উদ্দেশ্য পূরণের সম্বলসমূহ

১৪ টি সম্বল

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৫৬

১- আল্লাহর তাকওয়া

ফযীলতঃ এটি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় 'আমাল এবং আমল সংশোধন ও কবুল হওয়ার কারণ।

দলীলঃ

: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} [بقره: 197]

অর্থঃ আর তোমরা পাথেয় সংগ্রহ কর। নিশ্চয় সবচেয়ে উত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া।

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} [احزاب: 71-70]

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সঠিক কথা বল। তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ সংশোধন করবেন

{إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [مائده: 27]

অর্থঃ আল্লাহ তো কেবল মুত্তাকীদের পক্ষ হতে কবুল করেন'।

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৫৭-১৬০

২_৫- মুসলিমের হৃদয়কে খুশীতে পরিপূর্ণ করা, তার কষ্ট দূর করা, তার ঋণ আদায় করে দেওয়া এবং তার ক্ষুধা দূর করে দেওয়া

ফযীলতঃ এটি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় 'আমল।

দলীলঃ আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম আমল হল, একজন মুসলিমের হৃদয়কে খুশীতে পরিপূর্ণ কর, অথবা তার কোন কষ্ট দূর করে দেওয়, অথবা তার পক্ষ থেকে তার ঋণ আদায় করে দেওয়া, অথবা তার ক্ষুধা দূর করে দেওয়া। [তাবরানী ফিল কাবীর (১৩৬৪৬), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৬১

৬- যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের নেক আমল

ফযীলতঃ এটি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় 'আমল।

দলীলঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "এই দিনগুলির (অর্থাৎ যুল হিজ্জার প্রথম দশ দিনের) তুলনায় এমন কোন দিন নেই, যাতে কোন সৎকাজ আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। [আবু দাউদ (২৪৩৮), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৬২

৭- কুরবানীর দিন (কুরবানীর পশুর) রক্ত প্রবাহিত করা

ফযীলতঃ এটি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় 'আমল।

দলীলঃ আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কুরবানীর দিন মানুষ যে কাজ করে তার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচাইতে পছন্দনীয় হচ্ছে রক্ত প্রবাহিত করা (কুরবানী করা)। কিয়ামতের দিন তা নিজের শিং, পশম ও ক্ষুরসহ হাযির হবে। তার (কুরবানীর পশুর) রক্ত যমিনে পড়ার আগেই আল্লাহ্ তা'আলার নিকটে এক বিশেষ মর্যাদায় পৌছে যায়। সুতরাং স্বচ্ছন্দ হৃদয়ে তোমরা তা করবে। [তিরমিযী (১৪৯৩) তিরমিযী, ইবনু হাজার ও সুয়িতী এটিকে হাসান বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৬৩

৮- এ দুয়াটি পাঠ করাঃ "সুবহানাল্লাহি, ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওয়া-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার"

ফযীলতঃ এটি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় 'আমলের একটি।

দলীলঃ সামুরা ইবনু জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহর নিকটে অধিক প্রিয় হচ্ছে চারটি কালিমা সম্বলিত এ দু'আটি। এর মধ্যে যে কোন একটি দ্বারা তুমি আরম্ভ করবে তাতে তোমার কিছু আসে যায় না: সুবহানাল্লাহি, ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওয়া-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার। অর্থ: আল্লাহ পবিত্র, আল্লাহর জন্য যাবতীয় প্রশংসা, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। [মুসলিম (২১৩৭)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৬৪

৯- এ দুয়াটি পাঠ করাঃ "সুবহা-নাল্ল-হি ওয়াবি হামদিহি"

ফযীলতঃ এটি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় 'আমলের একটি।

দলীলঃ আবু যার (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ হে আবূ যার! আমি কি তোমাকে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় কালামটি অবহিত করব না? আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় কালাম হলো, "সুবহা-নাল্ল-হি ওয়াবি হামদিহি" অর্থাৎ "আমি আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণা করছি। [মুসলিম (২৭৩১)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৬৫

১০- এ দুয়াটি পাঠ করাঃ "সুবহানাল্লাহ্ ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আযীম"

ফযীলতঃ এটি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় 'আমলের একটি।

দলীলঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দু'টি কলেমা যা জবানে অতি হাল্কা, মীযানে ভারী, আর রাহমানের নিকট খুব পছন্দনীয়; তা হচ্ছে 'সুবহানাল্লাহ্ ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আযীম'। [বুখারী (৬৪০৬), মুসলিম (২৬৯৪)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৬৬

১১- রাতে জেগে ওঠে এ দু‘আটি পড়াঃ ‘লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহদাহূ লা- শারীকা লাহূ, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু, ওয়াহুওয়া ‘আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর, ওয়া সুবহা-নাল্ল-হি ওয়াল হামদু লিল্লা-হি ওয়ালা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াল্ল-হু আকবার, ওয়ালা- হাওলা ওয়ালা- ক্যুওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ”

ফযীলতঃ নামায কবুল হওয়া।

দলীলঃ উবাদাহ্ ইবনুস সামিত (রাঃ)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে লোক রাত্রে ঘুম থেকে জেগে এ দু‘আ পাঠ করবেঃ’’(অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা‘বূদ নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা মাত্রই তাঁর এবং তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাশীল। আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র, সকল প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন ইলাহ নেই, আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত গুনাহ হতে বাঁচার ও সৎকার্য করার ক্ষমতা কারো নেই।)।তারপর বলবে, ‘‘রব্বিগ্ ফিরলী’’ (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর) অথবা বললেন, পুনরায় দু‘আ পাঠ করবে। তার দু‘আ কবূল করা হবে। তারপর যদি উযূ /অজু) করে ও সালাত আদায় করে, তার সালাত কবূল করা হবে। [বুখারী (১১৫৪)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৬৭

১২- সাওয়াবের আশায় তার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করা

ফযীলতঃ তা তার জন্য সদাকাহ হিসেবে গণ্য হবে।

দলীলঃ আবূ মাসউদ আল বাদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ মুসলিম ব্যক্তি সাওয়াবের আশায় তার পরিবার-পরিজনের জন্য যা কিছু খরচ করবে তা সবই তার জন্য সদাকাহ অর্থাৎ দান হিসেবে গণ্য হবে। [বুখারী (৫৩৫১), মুসলিম (১০০২)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৬৮

১৩- সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে যোহরের পূর্বে ৪ রাক'আত সালাত আদায় করা

ফযীলতঃ এ সময় আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয়।

দলীলঃ আবদুল্লাহ ইবনে সায়িব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য হেলার পর হতে যোহরের পূর্ব পর্যন্ত ৪ রাক'আত সালাত আদায় করতেন এবং বলতেন, এ সময় আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয়। আমার একান্ত ইচ্ছা, এ সময় আমার কোন সৎকাজ আল্লাহর দরবারে পৌছুক। [তিরমিযী (৪৭৮), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৬৯

১৪- প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩বার করে সুবহানাল্লাহি, আলহামদুলিল্লাহি ও আল্লাহু আকবার পাঠ করা

ফযীলতঃ এ আমাল দ্বারা পূর্ববর্তীদের মর্যাদা লাভ করতে পারবে, আর পরবর্তীদের চেয়ে এগিয়ে যেতে পারবে।

দলীলঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। গরীব সহাবীগণ বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! ধনী লোকেরা তো উচ্চমর্যাদা ও চিরস্থায়ী নি'য়ামত নিয়ে আমাদের থেকে এগিয়ে গেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তা কেমন করে? তাঁরা বললেনঃ আমরা যে রকম সালাত আদায় করি, তাঁরাও সে রকম সালাত আদায় করেন। আমরা যেমন জিহাদ করি, তাঁরাও তেমন জিহাদ করেন এবং তাঁরা তাদের অতিরিক্ত মাল দিয়ে সদাকাহ-খয়রাত করেন; কিন্তু আমাদের কাছে সম্পদ নেই। তিনি বললেনঃ আমি কি তোমাদের একটি 'আমাল বাতলে দেব না, যে 'আমাল দ্বারা তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের মর্যাদা লাভ করতে পারবে, আর তোমাদের পরবর্তীদের চেয়ে এগিয়ে যেতে পারবে, আর তোমাদের মত 'আমাল কেউ করতে পারবে না, কেবলমাত্র যারা তোমাদের মত 'আমাল করবে তারা ব্যতীত। সে 'আমাল হলো তোমরা প্রত্যেক সালাতের পর ১০ বার 'সুবহানাল্লাহ', ১০ বার 'আলহামদু লিল্লাহ' এবং ১০ বার 'আল্লাহু আকবার' পাঠ করবে। [বুখারী (৮৪৩), মুসলিম (৫৯৫)]

তৃতীয় অধ্যায়
আখিরাতের উদ্দেশ্য পূরণের সম্বলসমূহ
১৪৬টি সম্বল

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৭০

১- আল্লাহ তাআলার যিকর

ফযীলতঃ এটি সম্মানের দিক হতে সবচেয়ে উঁচু, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের চেয়েও উত্তম এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য দান-খাইরাত করার চেয়েও বেশি ভাল।

দলীলঃ আবূদ দারদা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি তোমাদেরকে কি তোমাদের অধিক উত্তম কাজ প্রসঙ্গে জানাব না, যা তোমাদের মনিবের নিকট সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের সম্মানের দিক হতে সবচেয়ে উঁচু, স্বর্ণ ও রৌপ্য দান-খাইরাত করার চেয়েও বেশি ভাল এবং তোমাদের শত্রুর মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে তাদেরকে তোমাদের সংহার করা ও তোমাদেরকে তাদের সংহার করার চাইতেও ভাল, তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ আল্লাহ তা'আলার যিকর। [তিরমিযী (৩৩৭৭), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৭১

২- “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ইউহয়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হুয়া হায়্যুন লা ইয়ামূতু বিয়াদিহিল খাইর কুল্লুহু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর”

ফযীলতঃ দশ লক্ষ নেকী পাবে এবং তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ তৈরি করা হবে।

দলীলঃ উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশকালে বলেঃ ‘‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ইউহয়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হুয়া হায়্যুন লা ইয়ামূতু বিয়াদিহিল খাইর কুল্লুহু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর’’ (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই, রাজত্ব তাঁরই এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। তিনি চিরঞ্জীব, কখনো মরবেন না, তাঁর হাতেই সমস্ত কল্যাণ নিহিত এবং তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান), আল্লাহ তার আমলনামায় দশ লক্ষ পুণ্য লিপিবদ্ধ করেন, তাঁর দশ লক্ষ গুনাহ মাফ করেন এবং তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ তৈরি করেন। [তিরমিযী (৩৪২৯), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৭২

৩- ফজরের নামাযের পর তার দুই পা ভাজ করা অবস্থায় (তাশাহহুদের অবস্থায়) কোন কথাবার্তা বলার পূর্বে দশবার এ দুয়াটি পাঠ করবেঃ ‘‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ইউহয়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর’’

ফযীলতঃ তার সম্মান দশগুণ বাড়িয়ে দেয়া হয় এবং তার আমলনামায় দশটি সাওয়াব লেখা হয়।

দলীলঃ আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর তার দুই পা ভাজ করা অবস্থায় (তাশাহহুদের অবস্থায়) কোন কথাবার্তা বলার পূর্বে দশবার বলে, “আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তার কোন শারীক নেই, রাজত্ব তারই, সকল প্রশংসা তার জন্য, তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন, তিনি সকল কিছুর উপর সর্বশক্তিমান”, তার আমলনামায় দশটি সাওয়াব লেখা হয়, তার দশটি গুনাহ মুছে ফেলা হয় এবং তার সম্মান দশগুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়। সে ঐ দিন সব রকমের সংকট হতে নিরাপদ থাকবে এবং শাইতানের ধোকা হতে তাকে পাহারা দেয়া হবে এবং ঐ দিন শিরকীর গুনাহ ছাড়া অন্য কোন প্রকারের গুনাহ তাকে সংকটাপন্ন করতে পারবে না। [নাসাঈ ফিল কুবরা (৯৯৮৭৮), তিরমিযী (৩৪৭৪), আলবানী এটিকে হাসান বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৭৩

৪- ছাড়া জামাতে ফ রয নামায আদায়ের জন্য বাড়িতে ওযু করা এবং মসজিদে আসার জন্যে বেশি পদচারণা করা

ফযীলতঃ জান্নাতে মর্যাদা বৃদ্ধি, জান্নাতে একটি ঘর তৈরী এবং হজের সাওয়াব পাবে।

দলীলঃ আবূ হুরাইরাহ রাযিঃ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমি কি তোমাদের এমন কাজ জানাবো না, যা করলে আল্লাহ বান্দার পাপরাশি দূর করে দেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল আপনি বলুন। তিনি বললেন অসুবিধা ও কষ্ট সত্ত্বেও পরিপূর্ণরূপে ওযু করা, মসজিদে আসার জন্যে বেশি পদচারণা করা। [মুসলিম (২৫১)]

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি বাড়ী থেকে পাক-পবিত্র হয়ে (ওযু করে) তারপর কোন ফারয (ফরয) সলাত আদায় করার জন্য হেঁটে আল্লাহর কোন ঘরে (মাসজিদে) যায় তার প্রতিটি পদক্ষেপের একটি পাপ ঝরে পড়ে এবং অপরটিতে মর্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। [মুসলিম (৬৬৬)]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারো জামা'আতে সালাত আদায়ে নিজ ঘরের সালাতের চেয়ে বিশ গুণেরও অধিক মর্তবা রয়েছে। কারণ সে যখন উত্তমরূপে অযু করে মসজিদে আসে, সালাত আদায় ছাড়া অন্য কোন অভিপ্রায়ে আসে না, সালাত ছাড়া অন্য কিছুই তাকে উদ্বুদ্ধ করে না। এমতাবস্থায় তার প্রতি কদমে এক মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে এবং একটি গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। [বুখারী (২১১৯), মুসলিম (৬৬৬)]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সকালে বা সন্ধ্যায় যতবার মসজিদে যায়, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে ততবার মেহমানদারীর ব্যবস্থা করে রাখেন। [বুখারী (৬৬২), মুসলিম (৬৬৯)]

আবূ উমামাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ফরয সলাতের জন্য অযু করে নিজ ঘর থেকে বের হবে, সে একজন ইহরামধারী হাজ্জীর সমান সাওয়াব পাবে। [আহমাদ (২২৭৩৫), আবু দাউদ (৫৫৮), আলবানী এটিকে হাসান বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৭৪

৫- এক নামাযের পর অন্য নামাযের জন্য অপেক্ষা করা যতক্ষন নামাযই তাকে বাড়ি ফিরে যাওয়া হতে বিরত রাখে

ফযিলতঃ মর্যাদা বৃদ্ধি এবং নামাযের সাওয়াব পাবে।

দলীলঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন (কাজের) কথা বলব না, যদ্বারা আল্লাহ তায়ালা পাপরাশি দূর করে দিবেন এবং মর্যাদা উচু করে দিবেন? সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই ইয়া রাসুলাল্লাহ! তিনি বললেন, তা হল, অসুবিধা ও কষ্ট সত্ত্বেও পরিপূর্ণভাবে উযূ করা, মসজিদে আসার জন্য বেশী পদচারণা এবং এক নামাযের পর অন্য নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। জেনে রাখ, এটাই হল রিবাত (তথা নিজকে আটকে রাখা ও শয়তানের মুকাবিলায় নিজকে প্রস্তুত রাখা)। [মুসলিম (২৫১)]

আবূ হুরাইরাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আর তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তির সালাতই তাকে বাড়ি ফিরে যাওয়া হতে বিরত রাখে, সে সালাতে রত আছে বলে পরিগণিত হবে। [বুখারী (৬৫৯), মুসলিম (৬৪৯)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৭৫

৬- কষ্ট সত্ত্বেও পরিপূর্ণরূপে ওযু করা

ফযীলতঃ মর্যাদা বৃদ্ধি হবে।

দলীলঃ আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমি কি তোমাদের এমন কাজ জানাবো না, যা করলে আল্লাহ (বান্দার) পাপরাশি দূর করে দেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন? লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বলুন। তিনি বললেন অসুবিধা ও কষ্ট সত্ত্বেও পরিপূর্ণরূপে ওযু করা। [মুসলিম (২৫১)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৭৬

৭- আল্লাহর উদ্দেশ্যে অধিক সিজদা করা

ফযীলতঃ জান্নাতে মর্যাদা বৃদ্ধি ও সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য লাভ।

দলীলঃ সাওবন (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি আমাকে এমন একটি আমলের সংবাদ দান করুন, যার উপর আমল করলে আল্লাহ আমাকে জান্নাতে দাখিল করাবেন, তিনি বললেন, আল্লাহর উদ্দেশ্যে অধিক সিজদা কর। কেননা, তুমি যখনই আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি সিজদা করবে, তখন এ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তোমার মর্যাদা এক ধাপ বাড়িয়ে দিবেন। [মুসলিম (৪৮৮)]

রাবী'আহ ইবনু কাব আল আসলামী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে রাত যাপন করছিলাম। আমি তার ওযুর পানি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস এনে দিতাম। তিনি আমাকে বললেনঃ কিছু চাও! আমি বললাম, জান্নাতে আপনার সাহচর্য প্রার্থনা করছি। তিনি বললেন, এছাড়া আরো কিছু আছে কি? আমি বললাম, এটাই আমার আবেদন। তিনি বললেনঃ তাহলে তুমি অধিক পরিমাণে সাজদাহ করে তোমার নিজের স্বার্থেই আমাকে সাহায্য করো। [মুসলিম (৪৮৯)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৭৭

৮- সন্তান-সন্ততির পিতা-মাতার জন্য মাগফিরাত কামনা করা

ফযীলতঃ জান্নাতে মর্যাদা বৃদ্ধি।

দলীলঃ আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তাঁর কোন নেক বান্দার মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন। এ অবস্থা দেখে সে (নেক বান্দা) বলবে, হে আমার রব! আমার এ মর্যাদা কিভাবে বৃদ্ধি হলো? তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমার সন্তান-সন্ততি তোমার জন্য মাগফিরাত কামনা করার কারণে। [আহমাদ (১০৭৬০), ইবনু কাসীর ও শাওকানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৭৮-১৮১

৯_১২- পাখি উড়িয়ে শুভাশুভের লক্ষণ না মানা, অথবা ঝাড়-ফুঁক না করা অথবা ক্ষতস্থানে পোড়ানো লোহার দাগ না দেওয়া এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখা

ফযীলতঃ জান্নাতে মর্যাদা বৃদ্ধি।

দলীলঃ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসলেন এবং বললেনঃ আমার সামনে (পূর্ববর্তী নাবীগণের) উম্মাতদের পেশ করা হল। অতঃপর দেখলাম, একটি বিশাল জামাআত দিগন্ত জুড়ে আছে। আবার বলা হলঃ এ দিকে দেখুন। ও দিকে দেখুন। দেখলাম বিরাট বিরাট দল দিগন্ত জুড়ে ছেয়ে আছে। বলা হলঃ ঐ সবই আপনার উম্মাত এবং ওদের সাথে সত্তর হাজার লোক এমন আছে যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। [বুখারী ৭৫৫২)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৮২

১৩- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালবাসা

ফযীলতঃ জান্নাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ।

দলীলঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি তাঁদের সঙ্গেই থাকবে যাঁদেরকে তুমি ভালবাস। [বুখারী (৩৬৮৮)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৮৩

১৪- কন্যা ও বোনদের তার মৃত্যু অথবা তাদের বিবাহ পর্যন্ত প্রতিপালন করা

ফযীলতঃ জান্নাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ।

দলীলঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি দুটি অথবা তিনটি কন্যা, কিংবা দুটি অথবা তিনটি বোন তাদের মৃত্যু অথবা বিবাহ, অথবা সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত, কিংবা ঐ ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত যথার্থ প্রতিপালন করে, সে ব্যক্তি আর আমি (পরকালে) তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয়ের মত পাশাপাশি অবস্থান করব। [ইবনু হিব্বান (৪৪৭), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৮৪

১৫- ইয়াতীমের লালন-পালন

ফযীলতঃ জান্নাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ।

দলীলঃ সাহল (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি ও ইয়াতীমের প্রতিপালনকারী জান্নাতে এমনিভাবে নিকটে থাকবে। এই বলে তিনি শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুল দু'টি দ্বারা ইঙ্গিত করলেন এবং এ দু'টির মাঝে কিঞ্চিত ফাঁক রাখলেন। [বুখারী (৫৩০৪)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৮৫

১৬- সুন্দরভাবে ওযু করে দেহ ও মনকে পুরোপুরি আল্লাহর প্রতি নিবদ্ধ রেখে দু' রাকাআত সালাত আদায় করা

ফযীলতঃ জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাওয়া ও জান্নাতে প্রবেশ করা।

দলীলঃ উকবা বিন আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে মুসলিম সুন্দরভাবে ওযু করে তারপর দাঁড়িয়ে দেহ ও মনকে পুরোপুরি আল্লাহর প্রতি নিবদ্ধ রেখে দু' রাকাআত সালাত আদায় করে সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। [মুসলিম (২৩৪)]

আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, “হে বিলাল! আমাকে সর্বাধিক আশাপ্রদ আমল বল, যা তুমি ইসলাম গ্রহণের পর বাস্তবায়িত করেছ। কেননা, আমি (মি’রাজের রাতে) জান্নাতের মধ্যে আমার সম্মুখে তোমার জুতার শব্দ শুনেছি।” বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আমার দৃষ্টিতে এর চাইতে বেশী আশাপ্রদ এমন কোন আমল করিনি যে, আমি যখনই রাত-দিনের মধ্যে যে কোন সময় পবিত্রতা অর্জন (ওযু, গোসল বা তায়াম্মুম) করেছি, তখনই ততটুকু নামায পড়েছি, যতটুকু নামায পড়া আমার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ ছিল। [বুখারী (১১৪৯), মুসলিম (২৪৫৮)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৮৬

১৭- অল্প সময়ের জন্য হলেও আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা

ফযীলতঃ জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।

দলীলঃ

{إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ} [توبه: 111]

অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ কিনে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য আছে জান্নাত। তারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে, অতঃপর তারা মারে ও মরে। তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে এ সম্পর্কে তাদের হক ওয়াদা রয়েছে।

মুয়ায বিন জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে লোক আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় দুইবার উষ্ট্রী দোহনের মধ্যবর্তী পরিমাণ সময় যুদ্ধ করে তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত হয়ে যায়।
[আবু দাউদ (২৫৪১), নাসায়ী ফিল কুবরা (৪৩৩৪), তিরমিযী (১৬৫৭), ইবনু মাজাহ (২৭৯২), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]
আবদুল্লাহ্ ইবনু আবূ আওফা রাঃ তাঁকে লিখেছিলেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা জেনে রাখ, তরবারির ছায়া–তলেই জান্নাত। [বুখারী (২৮১৮)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৮৭

১৮- জিহবা ও লজ্জা স্থান সংযত করা

ফযীলতঃ জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।

দলীলঃ সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার দু'চোয়ালের মাঝের বস্তু (জিহ্বা) এবং দু'রানের মাঝখানের বস্তু (লজ্জাস্থান) এর জামানত আমাকে দিবে, আমি তার জান্নাতের যিম্মাদার। [বুখারী (৬৪৭৪)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৮৮

১৯- সকালে এ দুয়াটি পাঠ করাঃ "রাযীতু বিল্লা-হি রব্বান ওয়াবি মুহাম্মাদিন রসূলান ওয়াবিল ইসলামী দীন"

ফযীলতঃ জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।

দলীলঃ আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে উপনীত হয়ে বলে, আমি আল্লাহকে রব্ব, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে রসূল হিসেবে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছি, আমি তাকে হাতে ধরে প্রবেশ করার যিম্মাদার। [তাবরানী ফিল কাবীর (৮৩৮), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৮৯

২০- জামায়াতের সাথে থাকা

ফযীলতঃ জান্নাতের প্রশস্ততম জায়গা লাভ করা।

দলীলঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জান্নাতের প্রশস্ততম জায়গা পেতে চায় সে যেন জামায়াতের সাথে থাকে। কেননা যে একাকী থাকে, শয়তান তারই সঙ্গী হয় এবং শয়তান দু'জন থেকে অধিকতর দূরে থাকে। [আহমাদ (১৭৯) আরনাউত এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৯০

২১- অসুস্থ লোককে অথবা মুসলিম ভাইয়ের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে যাওয়া

ফযীলতঃ জান্নাতে একটি ঘর ও বাগান লাভ ও জান্নাত প্রবেশ।

দলীলঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে লোক আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি হাসিলের আশায় কোন অসুস্থ লোককে দেখতে যায় অথবা নিজের ভাইয়ের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে যায়, একজন ঘোষক (ফিরিশতা) তাকে ডেকে বলতে থাকেনঃ কল্যাণময় তোমার জীবন, কল্যাণময় তোমার এই পথ চলাও। তুমি তো জান্নাতের মধ্যে একটি বাসস্থান নির্দিষ্ট করে নিলে। [ইবনু হিব্বান (২৯৬১]

আলী (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, কেউ বিকাল বেলা কোনো রোগীকে দেখতে গেলে সত্তর হাজার ফিরিশতা তার সাথে রওয়ানা হয় এবং তারা তার জন্য ভোর হওয়া পর্যন্ত ক্ষমা চাইতে থাকে। উপরন্তু তার জন্য জান্নাতে একটি বাগান তৈরী করা হয়। আর কোনো ব্যক্তি দিনের প্রথমভাগে রোগী দেখতে গেলে তার সাতেও সত্তর হাজার ফিরিশতা রওয়ানা হয় এবং তারা সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। তাকেও জান্নাতে একটি বাগান দেয়া হয়। [তিরমিযী (৯৬৯)]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আযাদকৃত গোলাম সাওবান রাযিঃ থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি কোন রোগীকে দেখতে যায় সেবা করে, সে খুরফাতুল জান্নাতে রত থাকে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খুরফাতুল জান্নাত কী? তিনি বললেন, এর ফল-ফলাদি সংগ্রহ করা। [মুসলিম]

আনাস রাযিঃ থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি শ হ রের কোন প্রান্তে তার ভায়কে আল্লাহর ইয়দ্দেশ্যে দেখতে গেলে সে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে। [তাবরানী ফিল আওসাত (১৭৪৩) ওয়া ফিস সাগীর (১১৮) আলবানী এটকে হাসান বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৯১

২২- আল্লাহ তা'আলার জন্য পরস্পরকে ভালোবাসা

ফযীলতঃ জান্নাতে একটি ঘর, জান্নাত প্রবেশ এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের বিশেষ ছায়া প্রদান করবেন।

দলীলঃ আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যারা একে অপরকে ভালোবাসে, জান্নাতে তাদের ঘরগুলোকে পূর্ব বা পশ্চিমে উদীয়মান নক্ষত্রের মতো দেখা যাবে এবং বলা হবে: এরা কারা? বলা হবে: এরাই তারা যারা পরাক্রমশালী ও মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একে অপরকে ভালবাসে। [আহমাদ (১২০০৯) সুয়ুতী এটিকে সহীহ বলেছেন]

আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ঈমানদার ছাড়া কেউই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, আর তোমরা ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না একে অন্যকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদের তা বলে দিব না, কি করলে তোমাদের মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসার সৃষ্টি হবে? তা হলো, তোমরা পরস্পর বেশি সালাম বিনিময় করবে। [মুসলিম (৫৪)]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে দিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। তাদের মধ্যে এক প্রকার হচ্ছে, সে দু' ব্যক্তি যারা পরস্পরকে ভালবাসে আল্লাহর ওয়াস্তে, একত্র হয় আল্লাহর জন্য এবং পৃথকও হয় আল্লাহর জন্য। [বুখারী (৬৬০), মুসলিম (১০৩১)]

আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কিয়ামাতের দিন আল্লাহ বলবেন, আমার মহত্ত্বের কারণে একে অপরের প্রতি ভালবাসা স্থাপনকারীরা কোথায়? আজ আমি তাদেরকে আমার বিশেষ ছায়ায় ছায়া প্রদান করব। আজ এমন দিন, যেদিন আমার ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া নেই। [মুসলিম (২৫৬৬)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৯২

২৩- উত্তম চরিত্র

ফযীলতঃ জন্নাতে প্রবেশ, মু'মিনের জন্য মীযানের পাল্লায় সবচেয়ে ভারি এবং জান্নাতের উচ্চতম স্থানে একটি ঘর।

দলীলঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো, কোন কর্মটি সবচাইতে বেশি পরিমাণ মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। তিনি বললেনঃ আল্লাহভীতি, ও উত্তম চরিত্র। [তিরমিযী (২০০৪), তিনি এটিকে সহীহ বলেছেন]

আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন মু'মিনের জন্য মীযানের পাল্লায় সদ্ব্যবহারের চেয়ে অধিক ভারি আর কিছু হবে না। [তিরমিযী (২০০২), আবু দাউদ (৪৭৯৯) আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

আবূ উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আর যে ব্যক্তি সদ্ব্যবহার করে, তার জন্য আমি জান্নাতের উচ্চতম স্থানে একটি ঘরের যিম্মাদার। [আবু দাউদ (৪৮০০) নববী ও ইবনুল কাইয়্যিম এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৯৩

২৪- বিপদাপদের সময় আল্লাহর প্রশংসা করা, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পাঠ করা এবং এ দুয়াটি পড়া, আল্ল-হুম্মা' জুরনী ফী মুসীবাতী ওয়া আখলিফ লী খয়রাম মিনহা

ফযীলতঃ জান্নাতে একটি ঘর ও সাওয়াব অর্জন।

দলীলঃ আবু মূসা আল-আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন বান্দার কোন সন্তান মারা গেলে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার ফেরেশতাদের প্রশ্ন করেন, তোমরা আমার বান্দার সন্তানকে কি ছিনিয়ে আনলে? তারা বলে, হ্যাঁ। পুনরায় আল্লাহ্ তায়ালা প্রশ্ন করেন, তোমরা তার হৃদয়ের টুকরাকে ছিনিয়ে আনলে? তারা বলে, হ্যাঁ। পুনরায় তিনি প্রশ্ন করেন, তখন আমার বান্দা কি বলেছে? তারা বলে, সে আপনার প্রতি প্রশংসা করেছে এবং ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পাঠ করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, জান্নাতের মধ্যে আমার এই বান্দার জন্য একটি ঘর তৈরী কর এবং তার নাম রাখ “বাইতুল হামদ” । [তিরমিযী (১০২১), তিনি এটিকে হাসান বলেছেন]

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী উম্মু সালামাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছিঃ কোন বান্দার ওপর মুসীবাত আসলে যদি সে বলে "ইন্না- লিল্লা-হি ওয়া ইন্না- ইলায়হি র-জাউন, আল্ল-হুম্মা' জুরনী ফী মুসীবাতী ওয়া আখলিফ লী খয়রাম মিনহা ইল্লা- আজারাহুল্ল-হু ফী মুসীবাতিহী ওয়া আখলাফা লাহ্ খয়রাম মিনহা-” (অর্থাৎ- আমরা আল্লাহর জন্যে এবং আমরা তারই কাছে ফিরে যাব। হে আল্লাহ! আমাকে এ মুসীবাতের বিনিময় দান কর এবং এর চেয়ে উত্তম বস্তু দান কর। তবে আল্লাহ তাকে তার মুসীবাতের বিনিময় দান করবেন এবং তাকে এর চেয়ে উত্তম বস্তু দান করবেন।)। [মুসলিম (৯১৮)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৯৪

২৫- হাসি-তামাসার মধ্যেও মিথ্যা না বলা

ফযীলতঃ জান্নাতের মধ্যস্থানে একটি ঘর।

দলীলঃ আবূ উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আর যে ব্যক্তি হাসি-তামাসার মধ্যেও মিথ্যা বলে না, আমি তার জন্য জান্নাতের মধ্যস্থানে একটি ঘরের যিম্মাদার হব। [আবু দাউদ (৪৮০০) নব্বী ও ইবনুল কাইয়্যিম এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৯৫

২৬- আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রতিদিন ফরয নামায ছাড়া ১২ রাকাআত নফল সলাত আদায় করা

ফযীলতঃ জান্নাতে একটি ঘর।

দলীলঃ উম্মু হাবীবাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি। (তিনি বলেছেন) কোন মুসলিম বান্দা যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে প্রতিদিন ফারয (ফরয) ছাড়াও আরো ১২ রাকাআত নফল সলাত আদায় করে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করেন। [মুসলিম (৭২৮)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৯৬

২৭- আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে মাসজিদ নির্মাণ

ফযীলতঃ জান্নাতে একটি ঘর।

দলীলঃ উসমান বললেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে কেউ মাসজিদ নির্মাণ করলে আল্লাহ তা'আলাও তার জন্য জান্নাতের মধ্যে অনুরূপ একখানা ঘর তৈরি করেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে, "আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তার জন্য একখানা ঘর নির্মাণ করবেন"। [বুখারী (৪৫০), মুসলিম (৫৩৩), বাক্যটি তারই]

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যাক্তি আল্লাহ্‌র জন্য পায়রার বাসার ন্যায় বা তার চাইতেও ক্ষুদ্র একটি মাসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন। [ইবনু মাজাহ (৭৩৮), ইবনু খুযাইমাহ (১২৯২), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৯৭

২৮- হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্বেও ঝগড়া পরিহার করা

ফযীলতঃ জান্নাতের পার্শ্বে একটি ঘর।

দলীলঃ আবূ উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি জান্নাতের পার্শ্বে এক গৃহের জামিন সেই ব্যক্তির জন্য যে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্বেও তর্ক বর্জন করে। [আবু দাউদ (৪৮০০) নব্বী ও ইবনুল কাইয়্যিম এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৯৮

২৯- আল্লাহর তাকওয়া

ফযীলতঃ জান্নাতে স্ত্রীগণ লাভ, জান্নাত প্রবেশ, আল্লাহর সান্নিধ্যে যথাযোগ্য আসন, আল্লাহর সাওয়াব ও জান্নাতের সুসংবাদ, সাফ ল্য, শুভ পরিণাম ও পুরস্কার অর্জন।

দলীলঃ

{لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ} [آل عمران: 15]

অর্থঃ যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে, আর পবিত্র স্ত্রীগণ।

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ * فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ * كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ﴾ [دخان: 51-54]

অর্থঃ নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে, উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে, তারা পরবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং বসবে মুখোমুখি হয়ে। এরূপই ঘটবে; আর আমরা তাদেরকে বিয়ে দিয়ে দেব ডাগর নয়না হূরদের সাথে,

﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا * حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا * وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا * وَكَأْسًا دِهَاقًا * لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا * جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا﴾ [نبأ: 31-36]

অর্থঃ নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য আছে সাফল্য, উদ্যানসমূহ, আঙ্গুরসমূহ, আর সমবয়স্কা উদ্ভিন্ন যৌবনা তরুণী, এবং পরিপূর্ণ পানিপাত্র, সেখানে তারা শুনবে না কোনো অসার ও মিথ্যা বাক্য, আপনার রবের পক্ষ থেকে পুরস্কার, যথোচিত দানস্বরূপ।

﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 133]

অর্থঃ আর তোমরা তীব্র গতিতে চল নিজেদের রবের ক্ষমার দিকে এবং সে জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমানসমূহ ও যমীনের সমান, যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।

﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ﴾ [رعد: ٣٥]

অর্থঃ মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তার উপমা এরূপ: তার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, তার ফলসমূহ ও ছায়া চিরস্থায়ী। যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে এটা তাদের প্রতিফল আর কাফিরদের প্রতিফল আগুন।

﴿وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ * جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ﴾ [نحل: 30-31]

অর্থঃ আর মুত্তাকীদের আবাসস্থল কত উত্তম! সেটা স্থায়ী জান্নাত যাতে তারা প্রবেশ করবে; তার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; তারা যা কিছু চাইবে তাতে তাদের জন্য তা-ই থাকবে। এভাবেই আল্লাহ্ পুরস্কৃত করেন মুত্তাকীদেরকে।

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ [ذاريات: 15]

অর্থঃ মুত্তাকীরা থাকবে উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে।

﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى﴾ [ليل: 5-7]

অর্থঃ কাজেই কেউ দান করলে, তাকওয়া অবলম্বন করলে এবং যা উত্তম তা সত্য বলে গ্রহণ করলে, আমরা তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ।

﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [شعراء: 90]

অর্থঃ আর মুত্তাকীদের নিকটবর্তী করা হবে জান্নাত।

﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ [قلم: 34]

অর্থঃ নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাত তাদের রবের কাছে।

{مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ} [محمد: 15]

অর্থঃ মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত : তাতে আছে নির্মল পানির নহরসমূহ, আছে দুধের নহরসমূহ যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহরসমূহ, আছে পরিশোধিত মধুর নহরসমূহ এবং সেখানে তাদের জন্য থাকবে প্রত্যেক প্রকারের ফলমূল। আর তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা।

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ [زمر: 73]

অর্থঃ আর যারা তাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন করেছে তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে যখন তারা জান্নাতের কাছে আসবে এবং এর দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, 'তোমাদের প্রতি সালাম', তোমরা ভাল ছিলে সুতরাং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য।

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ * وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ * كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ [مرسلات: 41-44]

অর্থঃ নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে ছায়ায় ও প্রস্রবণ বহুল স্থানে, আর তাদের বাঞ্ছিত ফলমূলের প্রাচুর্যের মধ্যে, তোমাদের কর্মের পুরস্কারস্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সাথে পানাহার কর, এভাবে আমরা মুহসিনদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ * فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ﴾ [قمر: 54-55]

অর্থঃ নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাধারার মধ্যে, যথাযোগ্য আসনে, সর্বশক্তিমান মহাঅধিপতি (আল্লাহ্)র সান্নিধ্যে।

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ * لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [يونس: 63-64]

অর্থঃ যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করত। তাদের জন্যই আছে সুসংবাদ দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে, আল্লাহ্‌র বাণীর কোনো পরিবর্তন নেই ; সেটাই মহাসাফল্য।

﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا﴾ [مريم: 97]

অর্থঃ আর আমরা তো আপনার জবানিতে কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি যাতে আপনি তা দ্বারা মুত্তাকীদেরকে সুসংবাদ দিতে পারেন এবং বিতণ্ডাপ্রিয় সম্প্রদায়কে তা দ্বারা সতর্ক করতে পারেন।

{وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} [اعراف: 128]و [قصص: 83]
অর্থঃ আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্যই।

{فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ} [هود: 49]
অর্থঃ কাজেই আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। নিশ্চয় শুভ পরিণাম মুত্তাকীদেরই জন্যই।

{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا} [طلاق: 5]
অর্থঃ আর যে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে তিনি তার পাপসমূহ মোচন করে দেন এবং তাকে দেবেন মহাপুরস্কার।

{وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ} [آل عمران: 179]
অর্থঃ তোমরা ঈমান আনলে ও তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে চললে তোমাদের জন্য মহাপুরস্কার রয়েছে।

{وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ} [محمد: 36]
অর্থঃ আর যদি তোমরা ঈমান আন এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তবে আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের পুরস্কার দেবেন।

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো, কোন কর্মটি সবচাইতে বেশি পরিমাণ মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। তিনি বললেনঃ আল্লাহর তাকওয়া। তিরমিযী (২০০৪), তিনি এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ১৯৯-২০২

৩০_৩৩- "সুবহানাল্লাহি" "ওয়ালহামদু লিল্লাহি" "ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" "ওয়াল্লাহু আকবার" পাঠ করা

ফযীলতঃ জান্নাতে একটি করে গাছ রোপিত হবে এবং সাদকার সাওয়াব পাবে।

দলীলঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি বলো, "সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার" (সমস্ত পবিত্রতা আল্লাহর, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর এবং আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই, আল্লাহ মহান)। প্রতিবারে বিনিময়ে তোমার জন্য জান্নাতে একটি করে গাছ রোপিত হবে। [ইবনু মাজাহ (৩৯২০), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

আবূ যার (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক তাসবীহ (সুবহা-নাল্ল-হ) একটি সদাকাহ, প্রত্যেক তাকবীর (আল্ল-হু

আকবার) একটি সদাকাহ, প্রত্যেক তাহমীদ (আলহামদু লিল্লাহ) বলা একটি সদাকাহ, প্রত্যেক 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ' বলা একটি সদাকাহ। [মুসলিম (১০০৬)]

আবূ যার (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের প্রতিটি অস্থি-বন্ধনী ও গিটের উপর সদাকাহ ওয়াজিব হয়। সুতরাং প্রতিটি তাসবীহ অর্থাৎ সুবহানাল্ল-হ' বলা সদাকাহ হিসেবে গণ্য হয়। প্রতিটি তাহমীদ অর্থাৎ আলহমদুলিল্লা-হ' বলা তার জন্য সদাকাহ হিসেবে গণ্য হয়। প্রতিটি 'আল্ল-হু আকবার' তার জন্য সাদকাহ। [মুসলিম (১৬৪৮)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২০৩

৩৪- "সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়াবিহামদিহী" পাঠ করা

ফযীলতঃ তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগানো হয়।

দলীলঃ জাবির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে লোক (একবার) বলে "সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়াবিহামদিহী", তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগানো হয়। [তিরমিযী (৩৮০৮), নাসাআঈ ফিল কুবরা (১০৫৯৪), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২০৪

৩৫- ক্ষমতা থাকার সত্ত্বেও রাগ সংবরণ করা

ফযীলতঃ জান্নাত প্রবেশ, আল্লাহ তাকে সকল সৃষ্টিকূলের মধ্যে থেকে ডেকে তাকে হুরদের মধ্য থেকে তার পছন্দমত যে কোনো একজনকে বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দিবেন, আর তার হৃদয়কে সন্তুষ্ট করবেন।

দলীলঃ

: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ* الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ﴾ [آل عمران: 133-134]

অর্থঃ আর তোমরা তীব্র গতিতে চল নিজেদের রবের ক্ষমার দিকে এবং সে জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমানসমূহ ও যমীনের সমান, যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য। যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে, যারা ক্রোধ সংবরণকারী।

মু'আয (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার রাগ প্রয়োগে ক্ষমতা থাকার সত্ত্বেও সংযত থাকে, কিয়ামাতের দিন

আল্লাহ তাকে সকল সৃষ্টিকূলের মধ্যে থেকে ডেকে নিবেন এবং তাকে হুরদের মধ্য থেকে তার পছন্দমত যে কোনো একজনকে বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দিবেন। [আহমাদ (১৫৮৭৭), তিরমিযী (২০২১), আবু দাউদ (৪৭৭৭), ইবনু মাজাহ (৪১৮৬), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]
আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি নিজ ক্রোধ সংবরণ করে নেবে, আল্লাহ তার দোষ গোপন করে নেবেন। যে ব্যক্তি নিজ রাগ সামলে নেবে; অথচ সে ইচ্ছা করলে তা প্রয়োগ করতে পারত, সে ব্যক্তির হৃদয়কে আল্লাহ কিয়ামতের দিন সন্তুষ্ট করবেন। [তাবরানী ফিল কাবীর (১৩৬৪৬), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২০৫

৩৬- বিনয় ও নম্রতা এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দামী জামা পরা ছেড়ে দেওয়া

ফযীলতঃ জান্নাত প্রবেশ, আল্লাহ সকল সৃষ্টির সামনে তাকে ডেকে আনবেন এবং ঈমানদারদের যে কোন একটি পোশাক পরিধান করার অধিকার দিবেন।

দলীলঃ হারিসা ইবনু ওয়াহব (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন- আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, আমি কি তোমাদের জান্নাতী লোকদের পরিচয় বলব না? তারা দুর্বল এবং অসহায়। [বুখারী (৬৬৫৭), মুসলিম (২৮৫৩)]
মু'আয ইবনু আনাস আল-জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে লোক ক্ষমতা থাকার পরেও আল্লাহ তা'আলার প্রতি নম্রতাবশতঃ দামী জামা পরা ছেড়ে দিবে, তাকে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টির সামনে ডেকে আনবেন এবং ঈমানদারদের পোশাকের মধ্যে যে কোন পোশাক পরিধান করার অধিকার দিবেন। [আহমাদ (১৫৭৯৮), তিরমিযী (২৬৮৫), সুয়ুতী ও আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২০৬

৩৭- অভাবগ্রস্তকে সুযোগ দেওয়া এবং ধনী ও গরীব দেনাদারের নিকট থেকে পাওনা আদায়ের ব্যাপারে সহানুভূতি প্রদর্শন বা ক্ষমা করে দেওয়া

ফযীলতঃ জান্নাত প্রবেশ এবং আল্লাহর ছায়ার নীচে আশ্রয়।

দলীলঃ হুযাইফাহ্ রাযিঃ সূত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি মৃত্যুর পর জান্নাতে প্রবেশ করে। তাকে জিজ্ঞেস করা হল তুমি কেমন আমল করতে সে বললঃ আমি মানুষের সাথে কেনা-বেচা করতাম। দরিদ্র লোকদেরকে আমি

অবকাশ দিতাম এবং মুদ্রা বা টাকা মাফ করে দিতাম। এ কারণে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। [বুখারী (২৩৯১), মুসলিম (১৫৬০), বাক্যটি তারই]

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে লোক অভাবী ঋণগ্রস্তকে সুযোগ প্রদান করে অথবা ঋণ মাফ করে দেয়, কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে নিজ আরশের ছায়ায় আশ্রয় প্রদান করবেন, যেদিন তার আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। [আহমাদ (৮৮৩২), তিরমিযী (১৩০৬), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২০৭

৩৮- রোযা

ফযীলতঃ জান্নাত প্রবেশ এবং আল্লাহ নিজেই এর প্রতিদান দেবেন।

দলীলঃ আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বললামঃ আমাকে এমন একটি ইবাদাতের নির্দেশ দিন যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। তিনি বললেন, তুমি রোযাকে আকড়ে ধর যেহেতু এর কোন বিকল্প নাই। [আহমাদ (২২৫৭৯), ইবনু হিব্বান (৩৪২৫), বাক্যটি তারই, আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, সাওম ব্যতীত আদম সন্তানের প্রতিটি কাজই তাঁর নিজের জন্য, কিন্তু সিয়াম আমার জন্য, তাই আমিই এর প্রতিদান দেব।

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২০৮

৩৯- মানুষ ও পাপীদের ক্ষমা এবং আপস করা

ফযীলতঃ জান্নাত প্রবেশ এবং আল্লাহ নিজেই এর প্রতিদান দেবেন।

দলীলঃ

﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ* الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ [آل عمران: 134-133]

অর্থঃ আর তোমরা তীব্র গতিতে চল নিজেদের রবের ক্ষমার দিকে এবং সে জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমানসমূহ ও যমীনের সমান, যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য। যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে, যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল।

﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [شورى: 40]

অর্থঃ আর মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ অতঃপর যে ক্ষমা করে দেয় ও আপস-নিস্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে আছে।

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২০৯

৪০- সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের উপর খরচ করা এবং কৃপণতা না করা

ফযীলতঃ জান্নাত প্রবেশ, সাফল্য এবং শুভ পরিণাম।

দলীলঃ

{مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى} [ليل: 5-7]

অর্থঃ কাজেই কেউ দান করলে, তাকওয়া অবলম্বন করলে, এবং যা উত্তম তা সত্য বলে গ্রহণ করলে আমরা তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ।

{إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ * كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ * وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [ذاريات: 15-19]

অর্থঃ নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতসমূহে ও ঝর্ণাধারায়, গ্রহণ করবে তা যা তাদের রব তাদেরকে দিবেন; নিশ্চয় ইতোপূর্বে তারা ছিল সৎকর্মশীল, তারা রাতের সামান্য অংশই অতিবাহিত করত নিদ্রায়, আর রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত, আর তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতের হক।

{وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [تغابن: 16]

অর্থঃ আর যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য হতে রক্ষা করা হয়; তারাই তো সফলকাম।

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২১০

৪১- মানুষ যখন রাতে ঘুমিয়ে থাকবে তখন তাহাজ্জুদের নামায আদায় করা, রাতের অল্প সময় নিদ্রা যাওয়া এবং নামাযে এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করা

ফযীলতঃ জান্নাত প্রবেশ এবং অফুরন্ত পুরস্কার প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া।

দলীলঃ

{إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ * كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ} [ذاريات: 15-17]

নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতসমূহে ও ঝর্ণাধারায়, গ্রহণ করবে তা যা তাদের রব তাদেরকে দিবেন; নিশ্চয় ইতোপূর্বে তারা ছিল সৎকর্মশীল, তারা রাতের সামান্য অংশই অতিবাহিত করত নিদ্রায়।

আবদুল্লাহ ইবনু সালাম রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকবে তখন তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করবে। [আহমাদ (২৪৩০৭), তিরমিযী (২৪৮৫), ইবনু মাজাহ (১৩৩৪), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আর যে ব্যক্তি সলাতে দাঁড়িয়ে এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করবে, তাকে অফুরন্ত পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে। [আবু দাউদ (১৩৯৮), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বল ২১১

৪২- সূরা মুলক তিলাওয়াত করা

ফযীলতঃ জান্নাত প্রবেশ এবং সুপারিশ করা।

দলিলঃ আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সূরা মূল্‌ক এর (পাঠকারী) সাথীর পক্ষে ঝগড়া করবে, শেষে তাকে জান্নাতে প্রবেশ ক রাবে। [তাবরানী ফিল আওসাত (৩৬৫৪), ওয়াস সাগীর (৪৯০), হাইসামী বলেন এর বর্ণনাকারীগণ সহীহর বর্ণনাকারী]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কুরআন মজীদে তিরিশ আয়াতবিশিষ্ট একটি সূরা আছে, যা তার তিলাওয়াতকারীর জন্য শাফা'আত করবে, শেষে তাকে ক্ষমা করা হবে। তা হলোঃ তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল ''মুলক'' (সূরা মুলক)। [ইবনু মাজাহ (৩৭৮৬), নাসাঈ ফিল কুবরা (১০৪৭৮), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২১২

৪৩- এটা আমি সাক্ষ্য দেওয়া যে, “আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই, তিনি একক বং মুহাম্মাদসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বান্দা ও রাসূল, , , ,”

ফযীলতঃ আল্লাহ তাকে জান্নাতের আটটি দরজার যেটি দিয়ে প্রবেশ করাতে চাইবেন, প্রবেশ করাবেন, তাতে সে যে কর্মই করে থাকুক না কেন।

দলীলঃ উবাদাহ্ ইবনু সামিত (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি বলে, “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই, তিনি একক এবং মুহাম্মাদসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বান্দা ও রাসূল, আর নিশ্চয় ঈসা (আঃ) আল্লাহর বান্দা, তার বান্দীর (মারইয়ামের) পুত্র ও তার সে কালিমা যা তিনি মারইয়ামকে পৌছিয়েছেন এবং তার পক্ষ থেকে প্রেরিত একটি রূহ মাত্র, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, তাকে আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন; তাতে সে যে কর্মই করে থাকুক না কেন।’ অন্য বর্ণনায় এসেছে “তাকে জান্নাতের আটটি দরজার যেটি দিয়ে প্রবেশ করাতে চাইবেন, প্রবেশ করাবেন”।

[বুখারী (৩৪৩৫) মুসলিম (২৮)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২১৩

৪৪- হাজ্জে মাবরূর

ফযীলতঃ জান্নাতে প্রবেশ।

দলীলঃ আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ হাজ্জে মাবরূরের (আল্লাহর নিকট গৃহীত হজ্জের) প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়। [বুখারী (১৭৭৩), মুসলিম (১৩৪৯)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২১৪

৪৫- বিশুদ্ধ তাওবা

ফযীলতঃ জান্নাতে প্রবেশ।

দলীলঃ

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ} [تحريم: 8]

অর্থঃ হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর---বিশুদ্ধ তাওবা ; সম্ভবত তোমাদের রব তোমাদের পাপসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত।

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২১৫

৪৬- কবীরা গোনাহ্

ফযীলতঃ জান্নাতে প্রবেশ।

দলীলঃ

{إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا} [نساء: 31]

অর্থঃ তোমাদেরকে যা নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে যা কবীরা গোনাহ্ তা থেকে বিরত থাকলে আমরা তোমাদের ছোট পাপগুলো ক্ষমা করব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাব।

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২১৬

৪৭- পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার

ফযীলতঃ জান্নাতে প্রবেশ।

দলীলঃ আবু হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সে ব্যক্তির নাক ধূলিমলিন হোক, আবার সে ব্যক্তির নাক ধূলিমলিন হোক, আবার তার নাক ধূলিমলিন হোক। জিজ্ঞেস করা হলো, কার হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়কে কিংবা তাদের একজনকে বার্ধক্যজনিত অবস্থায় পেল, এরপরও সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না। [মুসলিম (২৫৫১)]

ইয়ায বিন মারসাদ বা মারসাদ বিন ইয়ায (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন একটি আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন যা তাকে বেহেশতে নিয়ে যাবে, তিনি বললেনঃ তোমার পিতা-মাতার কেউ কি বেঁচে আছেন? তিনি বললেনঃ না। তিনি তাকে তিনবার এ কথা জিজ্ঞাসা করলেনত, অতঃপর তিনি বললেনঃ মানুষ কে পানি পান করাও, তাদে জন্য পানি নিয়ে এসো, যদি তারা অনুপস্থিত থাকে এবং তারা উপস্থিত থাকলে তাদেরকে পর্যাপ্ত পানি দাও। [তাবরানী ফিল কাবীর (১০১৪), হাইসামী বলেন, এর বর্ণনাকারীগণ সহীহর বর্ণনাকারী]
আবূদ দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছিঃ জান্নাতের সর্বোত্তম দরজা হচ্ছে বাবা। তুমি ইচ্ছা করলে এটা ভেঙ্গে ফেলতে পার অথবা এর রক্ষণাবেক্ষণও করতে পার। [আহমাদ (২৮১৫৯), তিরমিযী (১৯০০), তিনি এটিকে সহীহ বলেছেন, ইবনু মাজাহ (৩৬৬৩)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২১৭

৪৮- বিপদে ধৈর্য ধারণ

ফযীলতঃ জান্নাতে প্রবেশ।
দলীলঃ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তুমি যদি চাও, ধৈর্য ধারণ করতে পার। তোমার জন্য আছে জান্নাত। [বুখারী (৫৬৫২), মুসলিম (২৫৭৬)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২১৮

৪৯- রোযা, জানাযার সাথে যাওয়া, মিসকীনকে খাবার দেওয়া, রোগীকে দেখতে যাওয়া ইত্যাদি নেকীর কাজ একসাথে করা

ফযীলতঃ জান্নাতে প্রবেশ।

দলীলঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার মধ্যে এই কাজ সমূহের সমাবেশ ঘটবে সে নিশ্চয়ই জান্নাতে প্রবেশ করবে। [মুসলিম (১০২৮)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২১৯

৫০- জ্ঞান অর্জন

ফযীলতঃ জান্নাতে প্রবেশ।

দলীলঃ আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে লোক জ্ঞানের খোঁজে কোন পথে চলবে, তার জন্য আল্লাহ জান্নাতের পথ সহজ করে দিবেন। [মুসলিম (২৬৯৯)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২২০

৫১- সত্য কথা বলা

ফযীলতঃ জান্নাতে প্রবেশ।

দলীলঃ আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সত্য নেকীর দিকে পরিচালিত করে আর নেকী জান্নাতের দিকে পৌছায়। আর মানুষ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে অবশেষে সিদ্দীক এর দরজা লাভ করে। [বুখারী (৬০৯৪), মুসলিম (২৬০৬)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২২১

৫২- সালামের প্রসার

ফযীলতঃ জান্নাতে প্রবেশ।

দলীলঃ আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষন না ঈমান আনবে আর তোমরা ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষন না একে অন্যকে ভালবাসবে। আমি কি তোমাদের তা বাতলে দেব না যা করলে তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসার সৃষ্টি হবে? তা হল, তোমরা পরস্পর বেশি সালাম বিনিময় করবে। [মুসলিম (৫৪)]

আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা সালামের প্রসার ঘটাও, খাদ্য দান কর এবং মানুষ ঘুমিয়ে থাকাবস্থায় (তাহাজ্জুদ) নামায আদায় কর। তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা সহীহ-সালামতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। [আহমাদ (২৪৩০৭), তিরমিযী (২৪৮৫) আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২২২

53- রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ, যেমন কষ্টদায়ক গাছ কেটে দেওয়া

ফযীলতঃ জান্নাতে প্রবেশ।

দলীলঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলার সময় একটি কাঁটাযুক্ত বৃক্ষের শাখা দেখে বলে, আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই মুসলিমদের যাতায়াতের পথ থেকে এটা সরিয়ে ফেলব, যাতে তা তাদের কষ্ট না দেয়। ফলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়। [মুসলিম (১৯১৪)]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) এর সুত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জান্নাতে এক ব্যক্তিকে একটি ঘরে বেড়াতে (আনন্দ উপভোগ করতে) দেখেছি। একটি গাছের কারণে যেটি সে রাস্তার উপর থেকে কেটে অপসারণ করেছিল, যেটি লোকদের কষ্ট দিত। [মুসলিম (১৯১৪)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২২৩

৫৪- উত্তম ও পূর্ণরূপে ওযু করে এ দু'আ পড়াঃ "আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয় আন্না মুহাম্মাদান আবদুল্লাহি ওয়া রাসূলুহু"

ফযীলতঃ জান্নাতে প্রবেশ।

দলীলঃ উমার আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি উত্তম ও পূর্ণরূপে ওযু করে এ দু'আ পড়বে- "আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয় আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু"। তার জন্যে জান্নাতের আটটি দরজা খুলে যাবে এবং যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। [মুসলিম (২৩৪)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২২৪

৫৫- আল্লাহ নিরানব্বইটি নাম সংরক্ষণ করা

ফযীলতঃ জান্নাতে প্রবেশ।

দলীলঃ আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে লোক এ নামগুলো সংরক্ষণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। [বুখারী (৬৪১০), মুসলিম (২৬৭৭)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২২৫

৫৬- পানি পান করা

ফযীলতঃ জান্নাতে প্রবেশ।

দলীলঃ ইয়ায বিন মারসাদ বা মারসাদ বিন ইয়ায (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন একটি আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন যা তাকে বেহেশতে নিয়ে যাবে, তিনি বললেনঃ তোমার পিতা-মাতার কেউ কি বেঁচে আছেন? তিনি বললেনঃ না। তিনি তাকে তিনবার এ কথা জিজ্ঞাসা করলেনত, অতঃপর তিনি বললেনঃ মানুষ কে পানি পান করাও, তাদে জন্য পানি নিয়ে এসো, যদি তারা অনুপস্থিত থাকে এবং তারা উপস্থিত থাকলে তাদেরকে পর্যাপ্ত পানি দাও। [তাবরানী ফিল কাবীর (১০১৪), হাইসামী বলেন, এর বর্ণনাকারীগণ সহীহর বর্ণনাকারী]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২২৬

৫৭- খাবার খাওয়ানো

ফযীলতঃ জান্নাতে প্রবেশ।

দলীলঃ আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা খাবার খাওয়াও এবং সালামের অধিক প্রচলন ঘটাও, তবেই নিরাপদে জান্নাতে যেতে পারবে। [আহমাদ (৬৯৬৭), তিরমিযী (১৮৫৫), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২২৭

৫৮- গোনাহের পর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং গোনাহে অবিচল না থাকা

ফযীলতঃ জান্নাতে প্রবেশ।

﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ* الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ* وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: 133-135]

অর্থঃ আর তোমরা তীব্র গতিতে চল নিজেদের রবের ক্ষমার দিকে এবং সে জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমানসমূহ ও যমীনের সমান, যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য। যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে, যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আর আল্লাহ মুহ্সিনদেরকে ভালবাসেন। আর যারা কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে বা নিজেদের প্রতি যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবে? এবং তারা যা করে ফেলে, জেনে-বুঝে তারা তা পুনরায় করতে থাকে না।

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২২৮

৫৯- আন্তরিকতার সাথে মুওয়ায্যিনের আযান অনুরূপ বলা

ফযীলতঃ জান্নাতে প্রবেশ।

দলীলঃ উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মুওয়াযযিন যখন "আল্লাহু আকবার, আল্লা-হু আকবার" বলে তখন তোমাদের কোন ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে তার জবাবে বলেঃ "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার"। যখন মুওয়াযযিন বলে "আশহাদু আল লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ" এর জবাবে সেও বলেঃ "আশহাদু আল লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ"। অতঃপর মুওয়াযযিন বলেঃ "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান রসূলুল্ল-হ" এর জবাবে সে বলেঃ "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান রসূলুল্ল-হ"। অতঃপর মুওয়াযযিন বলেঃ "হাইয়্যা আলাস সলা-হ" এর জবাবে সে বলেঃ "লা-হাওলা ওয়ালা- কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ"। অতঃপর মুওয়াযযিন বলেঃ "হাইয়্যা আলাল ফালা-হ" এর জবাবে সে বলেঃ "লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ"। অতঃপর মুওয়ার্যযিন বলেঃ "আল্লা-হু আকবার, আল্লাহু আকবার" এর জবাবে সে বলেঃ "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার"। অতঃপর মুওয়াযযিন বলেঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর জবাবে সে বলেঃ "লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ"। আযানের এ জবাব দেয়ার কারণে সে জান্নাতে যাবে। [মুসলিম (৩৮৫)]

আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এ যা বলল, অনুরূপ যে অন্তরের একীনের (প্রত্যয়ের) সাথে বলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। [ইবনু হিব্বান (১৬৬৭), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২২৯

৬০- ফরয নামাযের পশ্চাতে ‘আয়াতুল কুরসী’ পাঠ করা

ফযীলতঃ জান্নাতে প্রবেশ।

দলীলঃ আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পশ্চাতে ‘আয়াতুল কুরসী’ পাঠ করবে, সে ব্যক্তির জন্য তার মৃত্যু ছাড়া আর অন্য কিছু জান্নাত প্রবেশের পথে বাধা হবে না। [নাসাঈ ফিল কুবরা (৯৮৪৮), ইবনু হিব্বান, সুয়ুতী ও আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৩০

৬১- দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে সকাল-সন্ধ্যায় সাইয়্যিদুল ইসতিগফার পড়াঃ (আল্লাহুম্মা আনতা রব্বী, , ,”

ফযীলতঃ জান্নাতে প্রবেশ।

দলীলঃ শাদ্দাদ বিন (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার হলো বান্দার এ দু‘আ পড়াঃ “আল্লাহুম্মা আনতা রব্বী লা-ইলাহা ইল্লা আনতা খালাক্কতানী ওয়া আনা আ'বদুকা ওয়া আনা আ'লা আহ্‌দিকা ওয়া ও’য়াদিকা মাসতাত’তু আ'উযুবিকা মিন শার্‌রি মা ছা’নাতু আবূউলাকা বিনি'মাতিকা আ'লাইয়্যা ওয়া আবূউলাকা বিযানবী ফাগ্‌ফির্‌লী ফাইন্নাহু লা-ইয়াগফিরুয্‌যুনূবা ইল্লা আনতা” অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমারই গোলাম। আমি যথাসাধ্য তোমার সঙ্গে কৃত প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের উপর আছি। আমি আমার সব কৃতকর্মের কুফল থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। তুমি আমার প্রতি তোমার যে নি‘য়ামত দিয়েছ তা স্বীকার করছি। আর আমার কৃত গুনাহের কথাও স্বীকার করছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।’’ যে ব্যক্তি দিনে (সকালে) দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে এ ইসতিগফার পড়বে আর সন্ধ্যা হবার আগেই সে মারা যাবে, সে জান্নাতী হবে। আর যে ব্যক্তি রাতে (প্রথম ভাগে) দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে এ দু‘আ পড়ে নেবে আর সে ভোর হবার আগেই মারা যাবে সে জান্নাতী হবে। [বুখারী (৬৩০৬)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৩১

৬২- রাতের শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনা করা

ফযীলতঃ জান্নাতে প্রবেশ।

দলীলঃ

{إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ * كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} [ذاريات: 15-18]

অর্থঃ নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতসমূহে ও ঝর্ণাধারায়, গ্রহণ করবে তা যা তাদের রব তাদেরকে দিবেন; নিশ্চয় ইতোপূর্বে তারা ছিল সৎকর্মশীল, তারা রাতের সামান্য অংশই অতিবাহিত করত নিদ্রায়, আর রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত।

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৩২

63- পিপাসিত পশু-পাখিকে পানি পান করানো

ফযীলতঃ জান্নাতে প্রবেশ।

দলীলঃ আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ একদা একব্যাক্তি কুপের নিকটে এসে, সে তাতে অবতরণ করলো এবং পানি পান করলো, তারপরে উঠে এলো। হঠাৎ দেখলো একটি কুকুর হাপাচ্ছে। পিপাসায় কাতর হয়ে কাদা চাটছে। লোকটি ভাবলো এ কুকুরটি পিপাসায় সেরূপ কষ্ট পাচ্ছে যেরূপ কষ্ট আমার হয়েছিল। তখন সে কুপে অবতরণ করলো এবং তার মোজার মধ্যে পানি ভরলো, তারপর মুখ দিয়ে তা (কামড়িয়ে) ধরে উপরে উঠে এলো। তাহাপর সে কুকুরটিকে পানি পান করালো। আল্লাহ তাকে এর প্রতিদান দিলেন এবং তাকে মাফ করে দিলেন। [ইবনু হিব্বান (৫৪৩)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৩৩

৬৪- বিচারক ও পাওনাদার হিসেবে নম্রতা ও কোমলতা প্রদর্শন

ফযীলতঃ জান্নাতে প্রবেশ।

দলীলঃ আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এক ব্যক্তি বিচার ও লেনদেনে নম্রতা ও কোমলতার কারণে জান্নাতে প্রবেশ করল। [আহমাদ (৭০৮২), আহমাদ শাকির এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৩৪

৬৫- প্রিয়তম ব্যক্তির মৃত্যুতে সওয়াবের আশা রাখা

ফযীলতঃ জান্নাতে প্রবেশ।

দলীলঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি যখন আমার মুমিন বান্দার কোন প্রিয়তম কিছু দুনিয়া থেকে তুলে নিই আর সে ধৈর্য ধারণ করে সওয়াবের আশা রাখে, আমার কাছে তার জন্য জান্নাত ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান নেই। [বুখারী (৬৪২৪)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৩৫

৬৬- লজ্জা ও সম্ভ্রমবোধ

ফযীলতঃ জান্নাতে প্রবেশ।

দলীলঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ লজ্জা হচ্ছে ঈমানের অঙ্গ, আর ঈমানের (ঈমানদারের) জায়গা জান্নাতে। [আহমাদ (১০৬৬১), তিরমিযী (২০০৯) যাহাবী ও আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৩৬

৬৭- সূরা আল-ইখলাসের প্রতি ভালবাসা

ফযীলতঃ জান্নাতে প্রবেশ।

দলীলঃ আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুবা মসজিদে আনসার সম্প্রদায়ের এক লোক তাদের ইমামতি করতেন। তিনি নামাযে সূরা আল-ফাতিহার পর কোন সূরা পাঠ করার ইচ্ছা করলে প্রথমে সূরা কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ পাঠ করতেন এবং এ সূরা শেষ করার পর এর সাথে অন্য সূরা পাঠ করতেন। তিনি প্রতি রাকাআতেই এরূপ করতেন। পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট এলে তারা বিষয়টি তাকে জানালেন। তিনি বললেনঃ হে অমুক! তোমার সাথীরা তোমাকে যে নির্দেশ দিচ্ছে তা পালন করতে তোমাকে কিসে বাধা দিচ্ছে? আর তোমাকে প্রতি রাকআতে এ সূরা পাঠ করতে কিসে উদ্বুদ্ধ করছে? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এটি খুব ভালোবাসি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এর প্রতি তোমার ভালোবাসাই তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। [তিরমিযী (২৯০১), ইবনুল আরাবী ও আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৩৭

৬৮- বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেওয়া

ফযীলতঃ আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে সম্মানের পোশাক পরাবেন।

দলীলঃ মুহাম্মাদ বিন আমর ইবন হাযম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি তার মু'মিন ভাইকে তার বিপদে সান্ত্বনা দিবে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে সম্মানের পোশাক পরাবেন। [ইবনু মাজাহ (১৬০১), আলবানী এটিকে হাসান বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৩৮

৬৯- তিনবার আল্লাহর নিকট জান্নাত চাওয়া

ফযীলতঃ জান্নাত তার জন্য দুয়া করে যে, হে আল্লাহ্! আপনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান।

দলীলঃ আনাস ইবন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তিনবার আল্লাহর নিকট জান্নাত চায়, তখন জান্নাত বলেঃ হে আল্লাহ্! আপনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। [আহমাদ (১৩৩৭৫), তিরমিযী (২৫৭২), নাসাঈ ফিল কুব রা (৭৯০৭), ইবনু মাজাহ (৪৩৪০), ইবনু হিব্বান (১০১৪), সুয়ুতী ও আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৩৯-২৪৪

৭০_৭৫- শাসকের ন্যায় বিচার, যুবকের ইবাদতের মধ্যে জীবন গড়ে উঠা, অন্তর মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত রাখা, যাকে কোনো উচ্চ বংশীয় রূপসী নারী আহবান জানায়, সে বলে, 'আমি আল্লাহকে ভয় করি', সাদকা গোপন রাখা, নির্জনে আল্লাহর যিকর করে, দু' চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বয়ে পড়া

ফযীলতঃ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিন তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দিবেন।
দলীলঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সাত রকমের লোক, যাদেরকে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া হবে না। ১. ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ্; ২. আল্লাহর 'ইবাদাতে লিপ্ত যুবক; ৩. এমন যে ব্যক্তি আল্লাহকে নির্জনে স্মরণ করে আর তার চোখ দু'টি অশ্রুসিক্ত হয়; ৪. এমন ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সঙ্গে লেগে থাকে; ৫. এমন দু'ব্যক্তি যারা আল্লাহর উদ্দেশে পরস্পর ভালোবাসা রাখে; ৬. এমন ব্যক্তি যাকে কোন সম্ভ্রান্ত রূপসী নারী নিজের দিকে ডাকল আর সে বলল, আমি আল্লাহকে ভয় করি; ৭. এমন ব্যক্তি যে সদাকাহ করল আর এমনভাবে করল যে, তার বাম হাত জানে না যে তার ডান হাত কী করে। [বুখারী (৬৬০), মুসলিম (১০৩১)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৪৫

৭৬- জিহাদরত ব্যক্তির মাথায় ছায়া দেওয়া

ফযীলতঃ আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে ছায়া দেবেন।
দলীলঃ উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি কোন জিহাদরত ব্যক্তির মাথায় ছায়া দেবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে ছায়া দেবেন। [আহ মাদ (১২৮), ইবনু মাজাহ, আরনাউত এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৪৬

৭৭- সুবিচার করা

ফযীলতঃ আল্লাহর নিকটে নূরের মিম্বারসমূহে উপবিষ্ট থাকবেন।
দলীলঃ আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিঃ) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ন্যায় বিচারকগণ (কিয়ামাতের দিন) আল্লাহর নিকটে নূরের মিম্বারসমূহে মহামহিম দয়াময় প্রভুর ডানপার্শ্বে উপবিষ্ট থাকবেন। দুনিয়াতে সুবিচার করার কারণে।
[আহমাদ (৬৫৬০), আহমাদ শাকির এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৪৭

৭৮- মুসলিম ভাই যা পছন্দ করে তাকে খুশি করার জন্য তা নিয়ে সাক্ষাত করা

ফযীলতঃ আল্লাহ্ তাকে কিয়ামতের দিন খুশি করবেন।
দলীলঃ যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের সাথে সে যা পছন্দ করে তাকে খুশি করার জন্য তা নিয়ে মিলিত হবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে
কিয়ামতের দিন খুশি করবেন। [তাবরানী ফিস সাগীর (১১৭৮), হাইসামী, দিময়াতী ও মুনযেরী এটিকে হাসান বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৪৮

৭৯- দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে রাখা (মুসলমানের দোষ ঢেকে রাখা)

ফযীলতঃ কিয়ামতের দিন তার দোষ ঢেকে রাখা হবে।
দলীলঃ আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন বান্দা যদি অপর কোন লোকের ত্রুটি-বিচ্যুতি দুনিয়াতে আড়াল করে রাখে আল্লাহ তাআলা তার ত্রুটি-বিচ্যুতি কিয়ামাত দিবসে আড়াল করে রাখবেন। [মুসলিম (২৫৯০)]
আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ ঢেকে রাখবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ ঢেকে রাখবেন। [বুখারী (২৪৪২), মুসলিম (২৫৮০)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৪৯

৮০- মুসলিমদের প্রয়োজন পূরণ করা

ফযীলতঃ আল্লাহ তার পদযুগলকে সুদৃঢ় রাখবেন, যেদিন পদযুগল পিছল কাটবে এবং মদীনার মসজিদে একমাস ধরে ই'তিকাফ করার চাইতে উত্তম।

দলীলঃ আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এই মসজিদে একমাস ধরে ই'তিকাফ করার চাইতে আমার মুসলিম ভাইয়ের কোন প্রয়োজন মিটাতে যাওয়া আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যাবে এবং তা পূরণ করে দেবে, আল্লাহ সেদিন তার পদযুগলকে সুদৃঢ় রাখবেন, যেদিন পদযুগল পিছল কাটবে। [তাবরানী ফিল কাবীর (১৩৬৪৬), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৫০

৮১- ঘুমানোর সময় এ দুয়াটি বলবেঃ (আল্ল-হুম্মা আসলামতু নাফসী ইলাইকা, , ,”

ফযীলতঃ স্বভাবধর্ম ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করেছে বলে গণ্য হবে।

দলীলঃ বারা ইবনু আযিব (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লোককে আদেশ করলেন রাত্রে সে শয্যা গ্রহণ করবে তখন সে বলবে- "আল্ল-হুম্মা আসলামতু নাফসী ইলাইকা ওয়া ওয়াজজাহ্তু ওয়াজহি ইলাইকা ওয়া আল জা'তু যাহরী ইলাইকা ওয়াফাও ওয়ায্তু আমরী ইলাইকা রাগবাতান ওয়া রাহবাতান ইলাইকা লা-মালজাআ ওয়ালা- মান্জা- মিনকা ইল্লা-ইলাইকা আ-মানতু বিকিতা-বিকাল্লাযী আন্যালতা ওয়াবি রসূলিকাল্লাযী আরসালতা, ফা-ইন মা-তা মা-তা ‘আলাল ফিতরাহ"। অর্থাৎ- “হে আল্লাহ। আমি আমার আত্মাকে আপনার নিকট সমর্পণ করলাম। আমার মুখমণ্ডল আপনার দিকে ফিরালাম। আমার পিঠকে আপনার নিকট দিলাম পুরস্কারের আশায় ও শাস্তির ভয়ে; আপনি ভিন্ন নেই কোন আশ্রয়স্থল আর নেই কোন মুক্তির পথ। আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি আপনার কিতাবের উপর যা আপনি অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনার রসূলের প্রতি (বিশ্বাস স্থাপন করেছি) যাকে আপনি পাঠিয়েছেন।” এরপর যদি সে লোক ঐ রাতে মারা যায় তাহলে ফিতরাতের উপরই মৃত্যুবরণ করেছে (বলে গণ্য হবে)। [বুখারী (৬৩১৫), মুসলিম (২৭১০)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৫১

৮২- রমাযান মাসে উমরা করা

ফযীলতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে হজের সাওয়াবের অথবা হজের সাওয়াবের সমতুল্য হবে।

দলীলঃ ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, রমাযান মাসে একটি ‘উমরাহ আদায় করা একটি ফরজ হাজ্জ আদায় করার সমান অথবা বলেছেনঃ আমার সাথে একটি হাজ্জ আদায় করার সমান। [বুখারী (১৮৬৩), মুসলিম (১২৫৬)]

ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি বলেন, রমযান মাসে ‘উমরা করা হজ করার অথবা আমার সাথে হজ করার সমতুল্য। [বুখারী (১৭৭২), মুসলিম (১২৫৬)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৫২

৮৩- ফজরের নামায আদায়ের পর সূর্য উঠা পর্যন্ত মসজিদে বসে থাকা অতঃপর দুই রাকাআত নামায আদায় করা

ফযীলতঃ হজ ও উমরার সাওয়াব।

দলীলঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতে আদায় করে, তারপর সূর্য উঠা পর্যন্ত বসে বসে আল্লাহ তা'আলার যিকর করে, তারপর দুই রাকাআত নামায আদায় করে- তার জন্য একটি হাজ্জ ও একটি উমরার সাওয়াব রয়েছে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পূর্ণ, পূর্ণ, পূর্ণ (হাজ্জ ও উমরার সাওয়াব)। [তিরমিযী (৫৮৬), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৫৩

৮৪- কল্যাণমূলক কিছু শিক্ষা করা অথবা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই মসজিদে যাওয়া

ফযীলতঃ হজ্জের সমপরিমাণ নেকী।

দলীলঃ আবু উমামা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কেবলমাত্র কল্যাণমূলক কিছু (দ্বীন) শিক্ষা করা অথবা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই মসজিদের প্রতি যাত্রা করে, তার জন্য (তার আমলনামায়) এক পূর্ণ হজ্জের সমপরিমাণ নেকী লিপিবদ্ধ করা হয়। [তাবরানী ফিল কাবীর (৭৪৭৩), আলবানী বলেন এটিকে হাসান সহীহ]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৫৪

৮৫- যিলহজ (হজ্জ) মাসের দশ প্রথম দিনের আমল

ফযীলতঃ আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়েও প্রিয়, তবে যে ব্যক্তি তার জান-মাল নিয়ে জিহাদে বের হয় এবং কোনো একটি নিয়েও ফিরে না আসে তার কথা ভিন্ন।

দলীলঃ ইবনু 'আব্বাস (রাযি.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মহান আল্লাহর নিকট যে কোনো দিনের সৎ আমলে চেয়ে যিলহজ (হজ্জ) মাসের দশ প্রথম দিনের আমলের অধিক প্রিয়। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পথে জিহাদও নয়? তিনি বললেনঃ না, আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে যে ব্যক্তি তার জান-মাল নিয়ে জিহাদে বের হয় এবং কোনো একটি নিয়েও ফিরে না আসে তার কথা ভিন্ন। [আহমাদ (১৯৯৩), আবু দাউদ (২৪৩৮), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৫৫

৮৬- বিধবা ও মিসকীনদের ভরণ-পোষণের জন্য চেষ্টা

ফযীলতঃ আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের মত অথবা রাতে সালাতে দন্ডয়মান ও দিনে সিয়ামকারীর মত সাওয়াব।

দলীলঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ বিধবা ও মিসকীন-এর জন্য খাদ্যজোগাড় করতে চেষ্টারত ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের মত অথবা রাতে সালাতে দন্ডয়মান ও দিনে সিয়ামকারীর মত। [বুখারী ৬০০৭), মুসলিম (২৯৮২)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৫৬

৮৭- কোন যোদ্ধাকে জিহাদের সরঞ্জাম যোগাড় করে দেওয়া

ফযীলতঃ আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের সাওয়াব।

দলীলঃ যায়দ ইবনু খালিদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারীর আসবাবপত্র সরবরাহ করল সে যেন জিহাদ করল।

[বুখারী ২৮৪৩), মুসলিম (১৮৯৫)]

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি কোন গাযীকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে দেয় যাতে সে যুদ্ধ করতে সক্ষম হয়, এতে তার সেই যোদ্ধার অনুরূপ সওয়াব হতে থাকে যতক্ষণ না সে মৃত্যুবরণ করে (বা নিহত হয়) অথবা ফিরে আসে। [আহমাদ (১২৮), ইবনু মাজাহ (২৭৫৮), আরনাঊত এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৫৭

৮৮- আল্লাহর পথে জিহাদকারীর পরিবার-পরিজনকে উত্তমরূপে দেখাশোনা করা

ফযীলতঃ আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের সাওয়াব।

দলীলঃ যায়দ ইবনু খালিদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারীর আসবাবপত্র সরবরাহ করল সে যেন জিহাদ করল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কোন জিহাদকারীর পরিবার-পরিজনকে উত্তমরূপে দেখাশোনা করল, সেও যেন জিহাদ করল। [বুখারী (২৮৪৩), মুসলিম (১৮৯৫)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৫৮

৮৯- প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা

ফযীলতঃ সারা বছর ও দশগুণ রোযার সওয়াব পাওয়া যাবে।

দলীলঃ আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ কাজেই প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম পালনই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। কেননা, নিশ্চয়ই প্রতিটি নেক কাজের পরিবর্তে তার দশগুণ সাওয়াব দেয়া হয়। সুতরাং এভাবে সারা বছরেই সিয়ামের সাওয়াব পাওয়া যায়। [বুখারী (৬১৩৪), মুসলিম (৩৪১৮)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৫৯

৯০- রমযানের রোযার পর শাওয়াল মাসে ছয় দিন রোযা রাখা

ফযীলতঃ সারা বছর রোযা রাখার সাওয়াব।

দলীলঃ আবূ আয়্যুব আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যাক্তি রমযান মাসের সিয়াম পালন করল, তারপর শাওয়াল মাসে ছয় দিনকে তার অনুগামী করল (অর্থাৎ ৬টি সিয়াম পালন করল), সে যেন সারা বছর রোযা রাখল। [মুসলিম (১১৬৪)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৬০

৯১- জুমু'আর দিন স্ত্রীকে গোসল করানো, নিজেও গোসল করা, সকাল-সকাল পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়া, ইমামের নিকটবর্তী স্থানে বসা, চুপ করে খুৎবা শ্রবণ করা এবং কোন বেহুদা কাজ না করা

ফযীলতঃ সারা বছর রোযা রাখা ও তাহাজ্জুদের সাওয়াব।

দলীলঃ আওস ইবনু আওস আস-সাক্বাফী (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করবে এবং (স্ত্রীকেও) গোসল করাবে, প্রত্যূষে ঘুম থেকে জাগবে এবং জাগাবে, জুমুআর জন্য বাহনে চড়ে নয় বরং পায়ে হেঁটে মাসজিদে যাবে এবং কোনরূপ অনর্থক কথা না বলে ইমামের নিকটে বসে খুতবা শুনবে, সে এক বছর যাবত সিয়াম পালন ও রাতভর সলাত আদায়ের (সমান) সাওয়াব পাবে। [আহমাদ (১৬৪২৬), নাসাঈ ফিল কুবরা (১৬৯৭), আবু দাউদ (৩৪৫), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৬১

৯২- রোযাদারকে ইফতার করানো

ফযীলতঃ রোযা পালনের সমপরিমাণ সাওয়াব।

দলীলঃ যাইদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন রোযা পালনকারীকে যে লোক ইফতার করায় সে লোকের জন্যও রোযা পালনকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব রয়েছে। কিন্তু এর ফলে রোযা পালনকারীর সাওয়াব বিন্দুমাত্র ক মানো হবে না। [তিরমিযী (৮০৭), সুয়ুতী ও আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৬২

৯৩- ১০০বার সুবহা-নাল্ল-হ পাঠ করা

ফযীলতঃ ১০০টি ক্রীতদাস আযাদ করার সমপরিমাণ সাওয়াব ও ১০০০ নেকী।

দলীলঃ উম্মে হানি বিনতে আবী তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ১০০বার সুবহা-নাল্ল-হ পাঠ কর, কেননা তা তোমার জন্য ইসমাঈলের বংশধরের ১০০টি ক্রীতদাস আযাদ করার সমপরিমাণ সাওয়াব হবে। [আহমাদ (২৭৫৫৩), নাসাঈ ফিল কুবরা (১০৬১৩), আলবানী এটিকে হাসান বলেছেন]
সাদ বিন আবি অক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের মাঝে কেউ কি প্রতিদিন এক হাজার পুণ্য হাসিল করতে অপারগ হয়ে যাবে? তখন সেখানে বসে থাকাদের মধ্য থেকে এক প্রশ্নকারী প্রশ্ন করল, আমাদের কেউ কিভাবে এক হাজার পুণ্য হাসিল করবে? তিনি বললেন, সে একশ' তাসবীহ (সুবহানাল্লা-হ) পাঠ করলে তার জন্যে এক হাজার পুণ্য লিখিত হবে এবং তার (আমলনামা) হতে এক হাজার পাপ মুছে দেয়া হবে। [মুসলিম (২৬৯৮)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৬৩

৯৪- একশ'বার এ দু'আটি পাঠ করাঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহুদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া হুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর" এবং একশ'বার "লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ" পাঠ করা

ফযীলতঃ দশটি গোলাম আযাদ করার সমান সাওয়াব, আকাশ ও জমিনের মধ্যে যা কিছু আছে তাকে পূর্ণ করে দেয় এবং একশটি সাওয়াব লেখা হবে।
দলীলঃ আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে লোক একশ'বার এ দু'আটি পড়বেঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহুদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া হুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই; রাজত্ব একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও একমাত্র তাঁরই জন্য, আর তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। তাহলে দশটি গোলাম আযাদ করার সমান সাওয়াব তার হবে। তার জন্য একশটি সাওয়াব লেখা হবে। [বুখারী (৩২৯৩), মুসলিম (২৬৯১)]
উম্মু হানি বিনতে আবি তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একশ'বার "লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ" পাঠ কর, কেননা এটি আকাশ ও জমিনের মধ্যে যা কিছু আছে তাকে পূর্ণ করে দেয়, কোন লোক তার চেয়ে উত্তম সাওয়াবের কাজ করতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, ঐ ব্যক্তি সক্ষম হবে, যে এর চেয়ে ঐ দু'আটির 'আমল বেশি পরিমাণ করবে। [আহমাদ (২৭৫৫৩), নাসাঈ ফিল কুবরা (১০৬১৩), আলবানী এটিকে হাসান বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৬৪

৯৫- দশ'বার এ দু'আটি পাঠ করাঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহুদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া হুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর"

ফযীলতঃ চারজন গোলামকে মুক্তি করার সাওয়াব।

দলীলঃ আমর ইবনু মাইমূন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দশবার "লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহদাহু লা- শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা-কুল্লি শাইয়্যিন কদীর।" অর্থাৎ- আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন মা'বূদ নেই, তিনি অদ্বিতীয়, তার কোন অংশীদার নেই, রাজত্ব তারই, সমস্ত প্রশংসা তারই, তিনি-ই সব বিষয়ের উপর সম্পূর্ণ শক্তিধর' পাঠ করবে সে যেন ইসমাঈল (আঃ) এর বংশের চারজন গোলামকে মুক্তি করে দিলেন। [বুখারী (৬৪০৪), মুসলিম (২৬৯৩)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৬৫

৯৬- বাইতুল্লাহর সাতবার তাওয়াফ করা এবং দুই রাকআত নামায পড়া

ফযীলতঃ ক্রীতদাস আযাদ করার সমান সাওয়াব এবং প্রতিটি পদক্ষেপের পরিবর্তে একটি করে নেকী।

দলীলঃ আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সঠিকভাবে যদি কোন লোক বাইতুল্লাহ সাতবার তাওয়াফ করে তাহলে তার একটি ক্রীতদাস আযাদ করার সমান সাওয়াব হয়। [তিরমিযী (৯৫৯), আহমাদ (৪৫৪৮) আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) বলেন, আমি শুনেছি, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কা'বাগৃহের তওয়াফ করে দুই রাকআত নামায পড়ে, সে ব্যক্তির একটি ক্রীতদাস মুক্ত করার সমপরিমাণ সওয়াব লাভ হয়। [ইবনু মাজাহ (২৯৫৬), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সঠিকভাবে যদি কোন লোক বাইতুল্লাহ সাতবার তাওয়াফ করে এবং এক পা রাখে ও অপর পা তোলে আল্লাহ তখন তার একটি করে গুনাহ মাফ করে দেন এবং একটি করে সাওয়াব লিখে দেন। [আহমাদ (৪৫৪৮), ইবনু হিব্বান (৩৬৯৭), তিরমিযী (৯৫৯) আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৬৬-২৬৮

৯৭_৯৯- দুধ পান করার জন্য কাউকে বকরি, অথবা টাকা-পয়সা ধার দেওয়া অথবা পথ হারিয়ে যাওয়া লোককে সঠিক পথের সন্ধান দেওয়া

ফযীলতঃ ক্রীতদাস আযাদ করার সমান সাওয়াব।

বারাআ ইবনু আযিব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি দুধের জন্য মিনহা (উট বা বকরির মালিকানা নিজের রেখে দুধ পান করার জন্য কাউকে তা দিয়ে দেয়া) প্রদান করে অথবা টাকা-পয়সা ধার দেয় অথবা পথ হারিয়ে যাওয়া লোককে সঠিক পথের সন্ধান দেয়, তার জন্য রয়েছে একটি গোলাম মুক্ত করে দেয়ার সমপরিমাণ সাওয়াব।

[আহমাদ (১৮৮১০), তিরমিযী (১৯৫৭), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৬৯

১০০- একশবার আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করা

ফযীলতঃ একশত লাগামযুক্ত ঘোড়া আল্লাহর রাস্তায় দান করার সাওয়াব।

দলীলঃ উম্মু হানি বিনতে আবি তালিব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছিঃ একশবার আলহামদুলিল্লাহ পাঠ কর, কারণ তা একশত লাগামযুক্ত ঘোড়া আল্লাহর রাস্তায় দান করার সমপরিমাণ সাওয়াব। [আহমাদ (২৭৫৫৩), নাসাঈ ফিল কুবরা (১০৬১৩) আলবানী এটিকে হাসান বলেছেন]

সম্বল ২৭০

১০১- এ দুয়াটি পাঠ করাঃ

(الْحَمْدُ لِلهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ)

সেইমত "সুবহানাল্লাহ"ও পাঠ করা

ফযীলতঃ রাত-দিন আল্লাহ্‌র স্মরণের চেয়ে অধিক।

দলিলঃ আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখেছিলেন যখন আমি আমার ঠোঁট নাড়ছিলাম এবং বললেনঃ হে আবু উমামা, তুমি কি বল? আমি বললামঃ আমি আল্লাহ্‌কে স্মরণ করি, তিনি বললেনঃ "আমি কি তোমাকে বলব না যা তোমার রাত-দিন আল্লাহ্‌র স্মরণের চেয়ে অধিক? তিনি বললেন:

(الْحَمْدُ لِلهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ، وَالْحَمْدُ لِلهِ مِلْءَ مَا خَلَقَ، وَالْحَمْدُ لِلهِ عَدَدَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَالْحَمْدُ لِلهِ مِلْءَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَالْحَمْدُ لِلهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَالْحَمْدُ لِلهِ مِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ)

অর্থঃ আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তার সংখ্যা পরিমাণ আল্লাহর প্রশংসা, এবং তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা পূর্ণ আল্লাহর প্রশংসা, এবং আসমানে ও পৃথিবীতে যা আছে তার সংখ্যা সংখ্যা পরিমাণ আল্লাহর প্রশংসা, আল্লাহ্‌র জন্য তাঁর কিতাব যা কিছু গণনা করে তা পরিমাণ আল্লাহর প্রশংসা, , এবং তাঁর কিতাবে যা রয়েছে তা পূর্ণ আল্লাহর প্রশংসা, আল্লাহ্‌র প্রশংসা হল সব কিছুর সংখ্যা পরিমাণ আল্লাহর প্রশংসা, এটা সব কিছুর পূর্ণ পরিমাণ আল্লাহর প্রশংসা। সেইমত "সুবহানাল্লাহ"ও পাঠ করবে, অতঃপর তিনি বললেনঃ তুমি এগুলো তোমার পরে তোমার বংশধরদেরকে শেখাবে। [আহমাদ (২২৫৭৩), নাসাঈ ফিল কুবরা (৯৯২১), তাবরানী ফিল কাবীর (৭৯৫৬), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৭১

১০২- এ দুয়াটি তিনবার পাঠ করাঃ "সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াবি হামদিহি আদাদা খল্‌কিহি ওয়া রিযা- নাফসিহি ওয়াযিনাতা আরশিহি ওয়ামি দা-দা কালিমা-তিহি"

ফযীলতঃ অসংখ্য যিকিরের সাথে সাথে ওযন করা হলে এ কালিমাহ চারটির ওযনই ভারী হবে।

দলীলঃ জুওয়াইরিয়াহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভোরবেলা ফাজরের সলাত আদায় করে তার নিকট থেকে বের হলেন। ঐ সময় তিনি সলাতের স্থানে বসাছিলেন। এরপর তিনি চাশতের পরে ফিরে আসলেন। এমতাবস্থায়ও তিনি উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে যে অবস্থায় ছেড়ে গিয়েছিলাম তুমি সে অবস্থায়ই আছ। তিনি বললেন, হ্যাঁ। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমার নিকট হতে রওনার পর চারটি কালিমাহ তিনবার পড়েছি। আজকে তুমি এ পর্যন্ত যা বলেছ তার সাথে ওযন করা হলে এ কালিমাহ চারটির ওযনই ভারী হবে। কালিমাগুলো এই— "সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াবি হামদিহি আদাদা খল্‌কিহি ওয়া রিযা- নাফসিহি ওয়াযিনাতা আরশিহি ওয়ামি দা-দা কালিমা-তিহি", অর্থাৎ- "আমি আল্লাহর প্রশংসার সাথে তার পবিত্রতা বর্ণনা করছি তার মাখলুকের সংখ্যার পরিমাণ, তার সন্তুষ্টির পরিমণ, তার আরশের ওযন পরিমাণ ও তার কালিমাসমূহের সংখ্যার পরিমাণ। [মুসলিম (২৭২৬)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৭২

১০৩- "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" পাঠ করা

ফযীলতঃ জান্নাতের ভান্ডারসমূহের মধ্যে একটি ভান্ডার।

দলীলঃ আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আমি তোমাকে এমন একটি কথা শিখিয়ে দেব কি যা জান্নাতের ভান্ডারসমূহের মধ্যে একটি ভান্ডার? আমি বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল। আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তা হল 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'। [বুখারী (৬৩৮৪), মুসলিম (২৭০৪)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৭৩

১০৪- এক সলাতের পরে আরেক সলাত যার মধ্যবর্তী সময়ে কোনো গুনাহ হয়নি

ফযীলতঃ তা ইল্লীয়্যুনে (উচ্চ মর্যাদায়) লিপিবদ্ধ করা হয়।

দলীলঃ আবূ উমামাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এক সলাতের পরে আরেক সলাত যার মধ্যবর্তী সময়ে কোনো গুনাহ হয়নি, তা ইল্লীয়্যুনে (উচ্চ মর্যাদায়) লিপিবদ্ধ করা হয়।

(ইল্লীয়্যুন) অর্থাৎ, মুমিনদের নেক আমল লিপিবদ্ধ করার কিতাব, এটাও বলা হয়েছে যে, ইল্লীয়্যুন হচ্ছে সপ্তম আরশের নীচে একটি স্থান।

[আহমাদ (২২৭৩৫), আবু দাউদ (১২৮৮), আরনাউত এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৭৪

১০৫- নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর পথে শাহাদাত কামনা করা

ফযীলতঃ আল্লাহর পথে শাহাদাতের সাওয়াব লাভ।

দলীলঃ সাহল ইবনু হুনায়ফ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর নিকট শাহাদাত প্রার্থনা করে আল্লাহ তা'আলা তাকে শহীদের মর্যাদায় অভিষিক্ত করবেন যদিও সে আপন শয্যায় ইন্তিকাল করে। [মুসলিম (১৯০৯)]

আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা করে আল্লাহ তাকে তা (অর্থাৎ, তার সাওয়াব) দিয়ে থাকেন যদিও সে শাহাদাত লাভের সুযোগ না পায়। [মুসলিম (১৯০৮)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৭৫

১০৬- নফল বা চাশতের সলাত আদায় করার জন্য বের হওয়া

ফযীলতঃ উমরাহর সমান সাওয়াব পাবে।

দলীলঃ আবূ উমামাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি নফল সলাত আদায় করার জন্য বের হবে, সে পূর্ণ 'উমরাহর সমান সাওয়াব পাবে। [আহমাদ (২২৭৩৫), আবু দাউদ (৫৫৮), তাবরানী ফিল কাবীর (৭৫৭৮), আলবানী এটিকে হাসান বলেছেন]

আবূ উমামাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আর যে ব্যক্তি চাশতের সলাত আদায় করার জন্য বের হবে, সে একজন 'উমরাহকারীর সমান সাওয়াব পাবে। [আহমাদ (২২৭৩৫), আবু দাউদ (৫৫৮), আলবানী এটিকে হাসান বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৭৬

১০৭- মসজিদে কুবা ও তাতে নামায পড়া

ফযীলতঃ উমরাহর সাওয়াব পাবে।

দলীলঃ সাহল ইবনু হুনায়ফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি বের হয়ে এই মসজিদে কুবায় আগমন করবে এবং তাতে সালাত আদায় করবে, এটা তার জন্য এক উমরার সমতুল্য হবে। [নাসাঈ ফিল কুবরা (৭৮০), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৭৭

১০৮- একশবার আল্লাহু আকবর বলা

ফযীলতঃ গলায় মালা পরিহিত হাঁটা-হাঁটি করা ১০০টি কুরবানীর উটের সাওয়াব পাবে।

দলীলঃ উম্মু হানি বিনতে আবি তালিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ১০০বার তাকবীর পাঠ কর, কেননা তা করলে গলায় মালা পরিহিত হাঁটা-হাঁটি করা ১০০টি কুরবানীর উটের সমান সাওয়াব পাবে। [আহমাদ (২৮০৩৬), নাসায়ী ফিল কুবরা (১০৬১৩), আলবানী এটিকে হাসান বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৭৮

১০৯- সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং সঠিক পথের দিকে ডাকা

ফযীলতঃ সাদকার সাওয়াব এবং সৎপথের অনুসারীদের সাওয়াবের অনুরূপ সাওয়াব পাবে।

দলীলঃ আবূ যার রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ভাল কাজের নির্দেশ দেওয়া সাদকাহ। [মুসলিম (৭২০)]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি হিদায়াতের দিকে আহবান জানায় তার জন্য সে পথের অনুসারীদের সাওয়াবের অনুরূপ সাওয়াব রয়েছে। এতে তাদের সাওয়াব থেকে কিছুমাত্র ঘাটতি হবে না।। [মুসলিম (২৬৭৪)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৭৯

১১০- মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা

ফযীলতঃ সাদকার সাওয়াব পাবে।

দলীলঃ আবূ যার রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা সাদকাহ [মুসলিম (৭২০)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৮০-২৮১

১১১_১১২- কোন ব্যক্তিকে তার সাওয়ারীতে উঠার ক্ষেত্রে সাহায্য করা এবং তার মাল-সরঞ্জাম তুলে দেয়া

ফযীলতঃ সাদকার সাওয়াব পাবে।

দলিলঃ আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'শরীরের প্রতিটি জোড়ার উপর প্রতিদিন একটি করে সদাকাহ রয়েছে। কোন ব্যক্তিকে তার সাওয়ারীতে উঠার ক্ষেত্রে সাহায্য করা, অথবা তার মাল-সরঞ্জাম তুলে দেয়া সদাকাহ। [বুখারী (২৮৯১), মুসলিম (১০০৯)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৮২

১১৩- চাশতের দু রাকআত সালাত

ফযীলতঃ প্রতিটি অস্থি-বন্ধনী ও গিটের সদাকাহ দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

দলীলঃ আবূ যার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রতিটি দিন শুরু হওয়ার সাথে সাথে তোমাদের প্রত্যেকের প্রতিটি অস্থি-বন্ধনী ও গিটের উপর সদাকাহ ওয়াজিব হয়। , , , অবশ্য চাশতের সময় দু রাকআত সালাত আদায় করা এ সবের পক্ষ থেকে যথেষ্ট। [মুসলিম (৭২০)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৮৩

১১৪- ধার দেওয়া

ফযীলতঃ অর্ধ সাদাকার সাওয়াব পাবে।

দলীলঃ ইবনু মাসূদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ধার দেয়া অর্ধ সাদাকাহ হিসেবে গণ্য হবে। [আহমাদ (৩৯৮৮), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৮৪-২৮৫

১১৫_১১৬- ফজর ও ইশার নামায জামাআতের সাথে আদায় করা

ফযীলতঃ সারা রাত কিয়ামুল লাইল আদায় করার সাওয়াব পাবে।

দলীলঃ উসমান বিন আফফান (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি জামা'আতের সাথে ইশার সলাত আদায় করল সে যেন অর্ধেক রাত পর্যন্ত সলাত আদায় করল। আর যে ব্যক্তি ফাজরের সলাত জামাআতের সাথে আদায় করল সে যেন সারা রাত জেগে সলাত আদায় করল। [মুসলিম (৬৫৬)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৮৬

১১৭- মাসজিদুল হারামে নামায পড়া

ফযীলতঃ মাসজিদুল হারামের নামায এক লক্ষ গুণ উত্তম।

দলীলঃ উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেনঃ অন্যান্য মসজিদের সালাতের তুলনায় মাসজিদুল হারামের সালাত এক লক্ষ গুণ উত্তম। [আহমাদ (১৪৯২০), ইবনু মাজাহ (১৪০৬), সুয়ুতী ও আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৮৭

১১৮- মসজিদে নাববীতে সালাত পড়া

ফযীলতঃ এক হাজার সালাতের অপেক্ষাও উত্তম।

দলীলঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমরে এই মসজিদে এক (রাক'আত) সালাত মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য সকল মসজিদে আদায়কৃত এক হাজার (রাক'আত) সালাতের অপেক্ষাও উত্তম। [বুখারী (১১৯০), মুসলিম (১৩৯৪)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৮৮

১১৯- জামাআতে সলাত আদায় অথবা ইমামের সাথে জামাআতে সলাত আদায়

ফযীলতঃ সাতাশগুণ অথবা বিশ গুণেরও অধিক, অথবা পঁচিশগুণ অধিক মর্যাদাসম্পন্ন।

দলীলঃ আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জামাআতের সাথে সলাত আদায় করা সলাত একাকী আদায় করা সলাত থেকে সাতাশগুণ অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। [বুখারী (৬৪৫), মুসলিম (৬৫০)]

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ইমামের সাথে এক ওয়াক্ত সলাত আদায় করা একাকী পঁচিশ ওয়াক্ত সলাত আদায় করার চেয়েও উত্তম। [বুখারী (৬৪৮), মুসলিম (৬৪৯)]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারো জামা'আতে সালাত আদায়ে নিজ ঘরের সালাতের চেয়ে বিশ গুণেরও অধিক মর্তবা রয়েছে। [বুখারী (২১১৯), মুসলিম (৬৪৯)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৮৯

১২০- লোকে যেখানে দেখতে পায় না সেখানে ও স্বগৃহে নফল নামায আদায়

ফযীলতঃ পঁচিশগুণ অধিক সাওয়াব ও নফল নামায অপেক্ষা ফরয নামাযের যা ফযীলত তা পাবে।

দলীলঃ সুহাইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যেখানে লোকে দেখতে পায় সেখানে মানুষের নফল নামায অপেক্ষা, যেখানে লোকে দেখতে পায় না সেখানের নামায ২৫টি নামাযের বরাবর। [আবু ইয়ালা যেমন ইবনু হাজারের মাতালিবুল আলিয়াতে রয়েছে (৫৭৪), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সুহাইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, লোকচক্ষুর সম্মুখে (নফল) নামায পড়া অপেক্ষা মানুষের স্বগৃহে নামায পড়ার ফযীলত ঠিক সেইরূপ, যেরূপ নফল নামায অপেক্ষা ফরয নামাযের ফযীলত বহুগুণে অধিক। [তাবরানী ফিল কাবীর, আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৯০

১২১- কুরআনের একটি অক্ষর পাঠ করা (কুরআন তিলাওয়াত)

ফযীলতঃ নেকী, দশগুণ নেকী ও কুরআনের সুপারিশ লাভ।

দলীলঃ আবদুল্লাহ্ ইবন মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পাঠ করবে তার একটি নেকী হবে। আর নেকী হয় দশ গুণ হিসাবে। আমি বলি না যে, আলিফ-লাম-মীম মিলে একটি হয়ফ; বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ, এবং মীম আরেকটি হরফ। [তিরমিযী (২৯১০), সুয়ুতী ও আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

আবূ উমামাহ আল বাহিলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছিঃ তোমরা কুরআন পাঠ কর। কারণ কিয়ামাতের দিন তার পাঠকারীর জন্য সে সুপারিশকারী হিসেবে আসবে। [মুসলিম (৮০৪)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৯১

১২২- মুওয়ায্যিনের আযান অনুরূপ বলার পর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দুরূদ পাঠ করা

ফযীলতঃ দশগুণ অধিক প্রতিদান।

দলীলঃ আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল আস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছেনঃ তোমরা যখন মুওয়াযযিনকে আযান দিতে শুন, তখন সে যা বলে তোমরা তাই বল। অতঃপর আমার উপর দুরূদ পাঠ কর। কেননা, যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তার উপর দশবার রহমাত বর্ষণ করেন। [মুসলিম (৩৮৪)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৯২

১২৩- কুরবানীর পশু

ফযীলতঃ মীযানে (দাঁড়িপাল্লা) সত্তরগুণ অধিক হবে।

দলীলঃ আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমা (রাযিঃ)কে বলেছেনঃ ওহ ফাতিমা, দাঁড়াও এবং তোমার কুরবানীর পশু দেখক, কারণ তার রক্তের প্রথম ফোঁটা তোমার জন্য প্রতিটি পাপের ক্ষমা হবে। তার মাংস এবং রক্ত সত্তরগুণ বৃদ্ধি করে কিয়ামতের দিন নিয়ে আসা হবে এবং তোমার মীযানে (দাঁড়িপাল্লা) রাখা হবে। আবু সাঈদ আল-খুদরি (রাযিঃ) বললেন: হে আল্লাহর রসূল, এটা কি বিশেষ করে মুহাম্মাদের পরিবারের জন্য, কারণ তারা তাদের জন্য বরাদ্দকৃত কল্যাণের প্রাপ্য, নাকি মুহাম্মদের পরিবার এবং সাধারণভাবে মানুষের জন্য? আল্লাহর রসূল, সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: বরং এটা মুহাম্মদের পরিবার এবং সাধারণ মানুষের জন্য। [বাইহাকী ফিল কাবীর (১৯২২৭), সুয়ুতী এটিকে হাসান বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৯৩

১২৪- 'সুবহানাল্লাহ্ ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আযীম' পাঠ করা

ফযীলতঃ কিয়ামতের দিন মীযান ভারী হবে।

দলীলঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দু'টি কলেমা যা জবানে অতি হাল্কা, মীযানে ভারী, আর রাহমানের নিকট খুব পছন্দনীয়; তা হচ্ছে 'সুবহানাল্লাহ্ ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আযীম'। [বুখারী (৬৪০৬), মুসলিম ২৬৯৪)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৯৪

১২৫- ধৈর্য ধারণ

ফযীলতঃ আল্লাহ এর পুরস্কার পূর্ণরূপে বিনা হিসেবে দিবেন।

দলীলঃ আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

{إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [زمر: 10]

অর্থঃ ধৈর্যশীলদেরকেই তো তাদের পুরস্কার পূর্ণরূপে দেয়া হবে বিনা হিসেবে।

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৯৫

১২৬- পুরুষ ও নারী মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা

ফযীলতঃ প্রত্যেক মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য একটি করে নেকী পাবে।

দলীলঃ ওবাদাহ বিন সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আল্লাহ তার জন্য প্রত্যেক মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য একটি করে নেকী লিখে দেবেন। [তাবরানী ফিল মুসনাদ (৩/২৩৪), আলবানী এটিকে হাসান বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৯৬-২৯৭

১২৭_১২৮- ঘর হতে জানাযার সাথে বের ওয়া, জানাযার-সালাত আদায় করা, অতঃপর দাফন করা পর্যন্ত সাথে থাকা অথবা জানাযার সালাত শেষে চলে আসা

ফযীলতঃ জানাযার-সালাত ও দাফন করা পর্যন্ত সাথে থাকলে দুই কীরাত, আর শুধু জানাযার সালাত শেষে চলে আসলে এক কীরাত।

দলীলঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মৃতের জন্য সালাত (নামায/নামাজ) আদায় করা পর্যন্ত জানাযায় উপস্থিত থাকবে, তার জন্য এক কীরাত (সাওয়াব), আর যে ব্যক্তি মৃতের দাফন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে তার জন্য দু’ কীরাত (সাওয়াব)। জিজ্ঞাসা করা হল দু’ কীরাত কি? তিনি বললেন, দু’ টি বিশাল পর্বত সমতুল্য। [বুখারী (১৩২৫), মুসলিম (৯৪৫)]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যাক্তি তার ঘর হতে জানাযার সাথে বের হল, জানাযার-সালাত আদায় করলো, অতঃপর দাফন করা পর্যন্ত সাথে থাকল তবে সে দু'কীরাত সাওয়াব পাবে। প্রত্যেক কীরাত উহুদ পাহাড়ের সমান হবে। আর যে ব্যাক্তি জানাযার সালাত শেষে চলে আসলো সে উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ (এক কীরাত) সাওয়াব পাবে। [বুখারী (১৩২৫), মুসলিম (৯৪৫)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৯৮

১২৯- এমন দু'আ করা যাতে কোন গুনাহের অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নের দু'আ থাকে না

ফযীলতঃ পরকালের জন্য তার প্রতিদান জমা রাখা হবে।

দলীলঃ আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন মুসলিম দু'আ করার সময় কোন গুনাহের অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নের দু'আ না করলে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তাকে এ তিনটির একটি দান করেন। (১) হয়তো তাকে তার কাঙ্ক্ষিত সুপারিশ দুনিয়ায় দান করেন, (২) অথবা তা তার পরকালের জন্য জমা রাখেন এবং (৩) অথবা তার মতো কোন অকল্যাণ বা বিপদাপদকে তার থেকে দূরে করে দেন। সাহাবীগণ বললেন, তবে তো আমরা অনেক বেশি লাভ করব। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আল্লাহ এর চেয়েও বেশি দেন। [আহমাদ (১১৩০২), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ২৯৯

১৩০- উত্তম প্রথা বা কাজের প্রচলন করা

ফযীলতঃ সে তার কাজের সাওয়াব পাবে এবং তার পরে যারা তার এ কাজ দেখে তা করবে সে এর বিনিময়েও সাওয়াব পাবে।

দলীলঃ জারীর বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন উত্তম প্রথা বা কাজের প্রচলন করে সে তার কাজের সাওয়াব পাবে এবং তার পরে যারা তার এ কাজ দেখে তা করবে সে এর বিনিময়েও সাওয়াব পাবে। তবে এতে তাদের সাওয়াব কোন অংশে কমানো হবে না।   [মুসলিম (১০১৭)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩০০

১৩১- সৎকাজের নিয়ত (সঙ্কল্প)

ফযীলতঃ আমল করার সাওয়াব পাবে।

দলীলঃ আবূ কাবশা আল-আনমারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেনঃ এ উম্মাতের দৃষ্টান্ত চার ব্যক্তি সদৃশ। (এক) এক ব্যক্তিকে আল্লাহ ধন-সম্পদ ও জ্ঞান দান করেছেন এবং সে তার জ্ঞান দ্বারা তার মাল ব্যবহার করে, যথার্থ খাতে তা ব্যয় করে। (দুই) এক ব্যক্তিকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেছেন কিন্তু সম্পদ দান করেননি। সে বলে, ঐ ব্যক্তির অনুরূপ আমার সম্পদ থাকলে আমি তার মত তা কাজে লাগাতাম। রাসূলুল্লাহ বলেনঃ এ দু'জন সমান পুরস্কার লাভের অধিকারী।   [আহমাদ (১৮৩০৯), ইবনু মাজাহ (৪২২৮), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩০১

১৩২- আযান দেয়া এবং প্রথম কাতারে সালাত আদায় করা

ফযীলতঃ এত পরিমাণে সাওয়াব রয়েছে যে, মানুষ এর জন্য লটারী করার জন্য ও প্রস্তুত হয়ে যেত।

দলীলঃ আবূ হুরাইরাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আযানে ও প্রথম কাতারে কী (ফাযীলাত) রয়েছে, তা যদি লোকেরা জানত, কুরআহর মাধ্যমে বাছাই ব্যতীত এ সুযোগ লাভ করা যদি সম্ভব না হত, তাহলে অবশ্যই তারা কুরআহর মাধ্যমে ফায়সালা করত। [বুখারী (৬৫২), মুসলিম (৪৩৭)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩০২-৩০৩

১৩৩_১৩৪- প্রথম আঘাতে কাকলাস (টিকটিকি) মেরে ফেলা এবং দ্বিতীয় বা তৃতীয় আঘাতে মেরে ফেলা

ফযীলতঃ প্রথম আঘাতে মেরে ফেললে একশ সাওয়াব লেখা হয়, আর দ্বিতীয় আঘাতে এর চাইতে কম আর তৃতীয় আঘাতে তার চেয়ে কম।

দলীলঃ আবূ হুরাইরাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতে কাকলাস মেরে ফেলবে, তার জন্য একশ সাওয়াব লেখা হয়, আর দ্বিতীয় আঘাতে এর চাইতে কম আর তৃতীয় আঘাতে তার চেয়ে কম (সাওয়াব লিখা হয়)। [মুসলিম (২২৪০)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩০৪-৩০৬

১৩৫_১৩৭- "আসসালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারকাতুহু", "আসসালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ" এবং "আসসালামু আলায়কুম" বলা

ফযীলতঃ ত্রিশ নেকী- বিশ নেকী- দশ নেকী।

দলীলঃ ইমরান ইবন হুসায়ন (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা একব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বলেঃ আসসালামু আলায়কুম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালামের জবাব দিলে সে ব্যক্তি বসে পড়ে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সে দশটি নেকী পেয়েছে। এরপর একব্যক্তি এসে বলেঃ আসসালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। তিনি তার সালামের জবাব দিলে সে ব্যক্তি বসে পড়ে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সে বিশটি নেকী পেয়েছে। এরপরএকব্যক্তি এসে বলেঃ আসসালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারকাতুহু। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালামের জবাব দিলে সে বসে পড়ে। তখন তিনি বলেনঃ সে ত্রিশটি নেকী পেয়েছে। [আহমাদ (২০২৬৭), আবু দাউদ (৫১৯৫), তিরমিযী (২৬৮৯), নাসায়ী ফিল কুবরা (১০০৯৭), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩০৭

১৩৮- পাহারা প্রদানরত অবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যু

ফযীলতঃ কিয়ামত পর্যন্ত তার আমল বৃদ্ধি হতে থাকবে এবং তার মৃত্যুর পর এ আমলের সাওয়াব জারী থাকবে।

দলীলঃ ফাযালা ইবনু উবায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সাথে তার আমলের পরিসমাপ্তি হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে পাহারা দানরত অবস্থায় মারা যায় আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত তার আমল বৃদ্ধি করতে থাকেন। [আহমাদ (২৪৫৮৪), আবু দাউদ (২৫০০), তিরমিযী (১৬২১), ইবনুল আরাবী ও আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

আল ইরবায বিন সারিয়াহ (রাযি.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সাথে তার আমলের পরিসমাপ্তি হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে পাহারা দানরত অবস্থায় মারা যায় তার আমল বৃদ্ধি হতে থাকবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তার রিযক অব্যাহত রাখা হবে। [তাবরানী ফিল কাবীর (৬৪১)]

সাল মান ফারসী (রাযি.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এতে (আল্লাহর পথে পাহারা দানরত অবস্থায়) মারা যায় কিয়ামত পর্যন্ত তার আমল বৃদ্ধি হতে থাকবে। [তিরমিযী (১৬৬৫), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সালমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, আর যদি এ অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটে, তাতে তার এ আমলের সাওয়াব জারী থাকবে। [মুসলিম (১৯১৩)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩০৮

১৩৯- মুওয়ায্যিনের আযান অনুরূপ বলার পর, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্যে ওয়াসীলাহ প্রার্থনা করা অর্থাৎ এটি পড়াঃ "আল্লাহুম্মা রব্বা হাযিহিদ্ দা'ওয়াতিত্ তাম্মাতি"

ফযীলতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামাতের দিন তার জন্যে সুপারিশ করবেন।
দলীলঃ জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আযান শুনার পর নিম্নোক্ত দু'আ পড়বে তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত অবশ্যম্ভাবীঃ "আল্লাহুম্মা রব্বা হাযিহিদ্ দা'ওয়াতিত্ তাম্মাতি ওয়াস্ সলাতিল ক্বায়িমাতি আতি মুহাম্মাদানিল্ ওয়াসিলাতা ওয়াল ফাযীলাহ্ ওয়াব'আসহু মাক্বামাম্ মাহমূদানিল্লাযী ওয়া'আদতাহহু"।
অর্থঃ হে আল্লাহ! এই পূর্ণাঙ্গ আহবান ও চিরন্তন সলাতের রব! আপনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ওয়াসিলাহ ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করুন এবং তাঁকে আপনার প্রতিশ্রুত প্রশংসিত স্থানে উন্নীত করুন। [বুখারী (৬১৪)]
আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল আস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছেনঃ তোমরা যখন মুওয়াযযিনকে আযান দিতে শুন, তখন সে যা বলে তোমরা তাই বল। অতঃপর আমার উপর দুরূদ পাঠ কর। কেননা, যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তার উপর দশবার রহমাত বর্ষণ করেন। অতঃপর আমার জন্যে আল্লাহর কাছে ওয়াসীলাহ প্রার্থনা কর। কেননা, ওয়াসীলাহ জান্নাতের একটি সম্মানজনক স্থান। এটা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একজনকেই দেয়া হবে। আমি আশা করি, আমিই হব সে বান্দা। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আমার জন্যে ওয়াসীলাহ প্রার্থনা করবে তার জন্যে (আমার) শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যাবে।
[মুসলিম (৩৮৪)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩০৯

১৪০- সকালে ও সন্ধ্যায় দশবার করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপর দুরূদ পাঠ করা

ফযীলতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামাতের দিন তার জন্যে সুপারিশ করবেন।
দলিলঃ আবু দারদা (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার উপর সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ পড়ে সে কিয়ামাতের দিন আমার সুপারিশ লাভ করবে। [তাবরানী দুটি সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে একটি সূত্র হাসান, হাইসামী "আল মাজমা" (১০/১২২, ১৭০২২) গ্রন্থে তার বর্ণনাকারীদের সিকাহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩১০

১৪১- সূরাহ আল বাকারাহ এবং সূরাহ্ আ-লি ইমরান পাঠ করা

ফযীলতঃ এ দুটি সূরা তার পাঠকারীর জন্য সুপারীশ করবে।

দলীলঃ আবূ উমামাহ আল বাহিলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছিঃ তোমরা কুরআন পাঠ কর। কারণ কিয়ামাতের দিন তার পাঠকারীর জন্য সে শাফা'আতকারী হিসেবে আসবে। তোমরা দুটি উজ্জ্বল সূরাহ অর্থাৎ সূরাহ আল বাকারাহ এবং সূরাহ্ আ-লি ইমরান পড়। কিয়ামাতের দিন এ দুটি সূরাহ এমনভাবে আসবে যেন তা দু খণ্ড মেঘ অথবা দু'টি ছায়াদানকারী অথবা দুই ঝাক উড়ন্ত পাখি যা তার পাঠকারীর পক্ষ হয়ে কথা বলবে। [মুসলিম (৮০৪)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩১১

১৪২- পিতার বন্ধু-বান্ধবের সাথে সদ্ব্যবহার

ফযীলতঃ এটি সর্বোত্তম নেকীর কাজ।

দলীলঃ আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন ব্যক্তির সর্বোত্তম নেকীর কাজ হচ্ছে তার পিতার বন্ধু-বান্ধবের সাথে সদ্ব্যবহার বজায় রাখা। [মুসলিম (২৫৫২)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩১২

১৪৩- সূরা ইযা যুল যিলাত পাঠ করা

ফযীলতঃ অর্ধেক কুরআন পাঠ করার সমান সাওয়াব পাওয়া যাবে।

দলীলঃ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ইযা যুল যিলাত-এর সওয়াব অর্ধেক কুরআনের সমান। [তিরমিযী (৩১৫২), ইবনুল কাইয়্যিম ও সুয়ুতী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩১৩

১৪৩- সূরাহ ইখলাস পাঠ করা

ফযীলতঃ এক তৃতীয়াংশ কুরআন পাঠ করার সমান সাওয়াব পাওয়া যাবে।

দলীলঃ আবূদ দারদা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। (একদিন) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা কেউ কি এক রাতে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পাঠ করতে সক্ষম? সবাই জিজ্ঞেস করলেন, এক রাতে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ কীভাবে পড়ব? তিনি বললেনঃ "কুল হওয়াল্ল-হু আহাদ" সূরাটি কুরআন মাজীদের এক তৃতীয়াংশের সমান। [মুসলিম (৮১১)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩১৪

১৪৫- কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরূন পাঠ করা

ফযীলতঃ এক-চতুর্থাংশের কুরআন পাঠ করার সমান সাওয়াব পাওয়া যাবে।

দলীলঃ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরূন এক-চতুর্থাংশের সমান। [তিরমিযী (৩১৫২), ইবনুল কাইয়্যিম ও সুয়ূতী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩১৫

১৪৬- মাসজিদে গিয়ে আল্লাহর কিতাবের কিছু আয়াত পাঠ করা

ফযীলতঃ কুরআনের যে কোন সংখ্যক আয়াত পাঠ করা, একই সংখ্যক উটনীর চেয়ে উত্তম।

দলীলঃ উক্‌বাহ ইবনু আমির (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন। তখন আমরা সুফফাহ বা মাসজিদের চত্বরে অবস্থান করছিলাম। তিনি বললেনঃ তোমরা কেউ চাও যে, প্রতিদিন "বুত্বহান" বা আকীকের বাজারে যাবে এবং সেখানে থেকে কোন পাপ বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা ছাড়াই বড় কুঁজ বা চুঁটবিশিষ্ট দু'টি উটনী নিয়ে আসবে? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা এরূপ চাই।

তিনি বললেন,তোমরা কেউ মাসজিদে গিয়ে আল্লাহর কিতাবের দু'টি আয়াত শিক্ষা দিবে না কিংবা পাঠ করবে না? এটা তার জন্য ঐরূপ দু'টি উটনীর চেয়েও উত্তম। এরূপ তিনটি আয়াত তিনটি উটনীর চেয়ে উত্তম এবং চারটি আয়াত চারটি উটনীর চেয়ে উত্তম। আর অনুরূপ সমসংখ্যক উটনীর চেয়ে তত সংখ্যক আয়াত উত্তম। [মুসলিম (৮০৩)]

চতুর্থ অধ্যায়ঃ

আত্মা সংক্রান্ত উদ্দেশ্য পূরণের সম্বলসমূহম

৩১টি সম্বল

সম্বল ৩১৬

১- আল্লাহর তাকওয়া

ফযীলতঃ মৃত্যুর সময় ফেরেশ্তাগণ তাদের নিকট সুসংবাদ নিয়ে আসবেন, আল্লাহর রহমতের বর্ষণ হবে এবং কুরআন থেকে উপকৃত হবে।

দলীলঃ

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ * لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [يونس: 63-64]

অর্থঃ যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করত। তাদের জন্যই আছে সুসংবাদ দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে, আল্লাহ্‌র বাণীর কোনো পরিবর্তন নেই ; সেটাই মহাসাফল্য।

{واتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [انعام: 155]

অর্থঃ তাকওয়া অবলম্বন কর, যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হও।

{وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ} [اعراف: 156]

অর্থঃ আর আমার দয়া –তা তো প্রত্যেক বস্তুকে ঘিরে রয়েছে কাজেই আমিই তা লিখে দেব তাদের জন্য যারা তাকওয়া অবলম্বন করে।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [حديد: 28]

অর্থঃ হে মুমিনগন! আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বল কর এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আন। তিনি তাঁর অনুগ্রহে তোমাদেরকে দেবেন দ্বিগুন পুরুষ্কার এবং তিনি তোমাদেরকে দেবেন নূর, যার সাহায্যে তোমারা চলবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

{ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} [بقره: 2]

অর্থঃ এটা সে কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েত।

{وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ} [حاقة: 48]

অর্থঃ আর এ কুরআন মুত্তাকীদের জন্য অবশ্যই এক উপদেশ।

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩১৭-৩১৮

২_৩- হজ ও উমরাতে মাথার চুল মুন্ডন করা ও ছাঁটা

ফযীলতঃ মুন্ডনকারীদের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই বার বা তিন বার রমতের দুয়া করেছেন আর যারা চুল ছোট করে তাদের জন্য এক বার দুয়া করেছেন।

দলীলঃ আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ হে আল্লাহ! মাথা মুন্ডনকারীদের প্রতি রহম করুন। সহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যারা মাথার চুল ছোট করেছে তাদের প্রতিও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হে আল্লাহ! মাথা মুন্ডনকারীদের প্রতি রহম করুন। সহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যারা চুল ছোট করেছে তাদের প্রতিও। এবার আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ যারা চুল ছোট করেছে তাদের প্রতিও। লায়স (রহ.) বলেন, আমাকে নাফি‘ (রহ.) বলেছেন, আল্লাহ মাথা মুন্ডনকারীদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, এ কথাটি তিনি একবার অথবা দু’বার বলেছেন। রাবী বলেন, ‘উবায়দুল্লাহ (রহ.) নাফি‘ (রহ.) হতে বর্ণনা করেন, চতুর্থবার বলেছেনঃ চুল যারা ছোট করেছে তাদের প্রতিও। [বুখারী (১৭২৭), মুসলিম (১৩০১)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩১৯

৪- আসরের ফরয সলাতের পূর্বে চার রাক‘আত সলাত আদায় করা

ফযীলতঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য রহমতের দুয়া করেছেন।

দলীলঃ ইবনু ‘উমার রাযিয়াল্লাহু ‘আনহুমা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ এমন ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ করেন, যে ‘আসরের পূর্বে চার রাক‘আত সলাত আদায় করে। [আবু দাউদ (১২৭১), তিরমিযী (৪৩০), আহমাদ (৬০৮৮), এটিকে ইবনু হিব্বান (২৪৫৩), সুয়ুতী ও ইবনু বায সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩২০

৫- আল্লাহর যিকরের জন্য একত্রিত হওয়া

ফযীলতঃ আল্লহর রহমত বর্ষণ এবং ফেরেশ্তাগণ তাঁদের ডানাগুলো দিয়ে সেই লোকদের ঢেকে ফেলেন নিকটবর্তী আকাশ পর্যন্ত।

দলীলঃ আবূ সাঈদ আল খুদরী (রাযিঃ) তারা উভয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন জাতি আল্লাহ সুবহানাহ ওয়াতা'আলার যিকর করতে বসলে একদল ফেরেশতা তাদেরকে ঘিরে ফেলে এবং রহমাত তাদেরকে ঢেকে নেয়। [মুসলিম (২৭০০)]

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর একদল ফেরেশতা আছেন, যাঁরা আল্লাহর যিকরে রত লোকেদের খোঁজে পথে পথে ঘুরে বেড়ান। যখন তাঁরা কোথাও আল্লাহর যিকরে রত লোকেদের দেখতে পান, তখন ফেরেশতারা পরস্পরকে ডাক দিয়ে বলেন, তোমরা আপন আপন কাজ করার জন্য এগিয়ে এসো। তখন তাঁরা তাঁদের ডানাগুলো দিয়ে সেই লোকদের ঢেকে ফেলেন নিকটবর্তী আকাশ পর্যন্ত। তখন তাঁদের প্রতিপালক তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন (যদিও ফেরেশতাদের চেয়ে তিনিই অধিক জানেন) আমার বান্দারা কী বলছে?তখন তাঁরা বলে, তারা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছে, তারা আপনার শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিচ্ছে, তারা আপনার গুণগান করছে এবং তারা আপনার মাহাত্ম্যপ্রকাশ করছে। [বুখারী (৬৪০৮)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩২১

৬- ক্বিয়ামুল লাইলের জন্য নিজে উঠা এবং মুখে পানি ছিটিয়েও স্ত্রীকে এর জন্য জাগানো

ফযীলতঃ আল্লাহর রহমত অর্জন।

দলীলঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে দয়া করুন, যে রাতে উঠে নিজেও সলাত আদায় করে এবং তার স্ত্রীকেও জাগায় এবং সেও সলাত আদায় করে। সে উঠতে না চাইলে তার মুখমন্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়। আল্লাহ এমন নারীর প্রতিও অনুগ্রহ করুন, যে রাতে উঠে নিজে সলাত আদায় করে, এবং তার স্বামীকেও জাগায়। সে উঠতে না চাইলে তার মুখন্ডলে

পানি ছিটিয়ে দেয়। [আবু দাউদ (১৩০৮), নাসায়ী ফিল কুবরা (১৩০২), সুয়ুতী ও আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন।

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩২২

৭- ক্রয়-বিক্রয় এবং পাওনা তাগাদায় নম্রতা ও কোমলতা

ফযীলতঃ আল্লাহর রহমত অর্জন।

দলীলঃ জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ এমন ব্যক্তির প্রতি রহমত বর্ষণ করেন যে নম্রতার সাথে ক্রয়-বিক্রয় করে ও পাওনা ফিরিয়ে চায়। [বুখারী (২০৭৬)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩২৩

৮- এমন দু'আ করা যাতে কোন গুনাহের অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নের দু'আ থাকে না

ফযীলতঃ তাড়াতাড়ি দুয়া কবুল হয়।

দলীলঃ আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন মুসলিম দু'আ করার সময় কোন গুনাহের অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নের দু'আ না করলে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তাকে এ তিনটির একটি দান করেন। (১) হয়তো তাকে তার কাঙ্ক্ষিত সুপারিশ দুনিয়ায় দান করেন, (২) অথবা তা তার পরকালের জন্য জমা রাখেন এবং (৩) অথবা তার মতো কোন অকল্যাণ বা বিপদাপদকে তার থেকে দূরে করে দেন। সাহাবীগণ বললেন, তবে তো আমরা অনেক বেশি লাভ করব। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আল্লাহ এর চেয়েও বেশি দেন। [আহমাদ (১১৩০২), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩২৪

মুসলিম ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ

ফযীলতঃ দুআ কবুল হয় এবং নিয়োজিত ফেরেশতা তার জন্য দুআ করেন।

দলীলঃ আবু দারদা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একজন মুসলিম বান্দা তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দুআ করলে তা কবুল হয়। তার মাথার নিকটে একজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকেন, যখন সে তার ভাইয়ের জন্য প্রার্থনা করে তখন নিয়োজিত ফেরেশতা বলে থাকে "আমীন এবং তোমার জন্যও অবিকল তাই। [মুসলিম (২৭৩৩)

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩২৫

১০- রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহর নিকট চাওয়া

ফযীলতঃ দুয়া কবুল হয়।

দলীলঃ জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছিঃ সারা রাতের মধ্যে এমন একটি বিশেষ সময় আছে যে সময়ে কোন মুসলিম আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কোন কল্যাণ প্রার্থনা করলে তিনি তাকে তা দান করেন। আর ঐ বিশেষ সময়টি প্রত্যেক রাতেই থাকে। [মুসলিম (৭৫৭)]
আবূ হুরাইরাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মহামহিম আল্লাহ্ তা'আলা প্রতি রাতে রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেনঃ কে আছে এমন, যে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে এমন যে, আমার নিকট চাইবে? আমি তাকে তা দিব। কে আছে এমন আমার নিকট ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করব। [বুখারী (১১৪৫), মুসলিম (৭৫৮)]

সম্বলের উপর আমল

✔ ◯

সম্বল ৩২৬

১১- বুধবার যোহর ও আসর নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে দুয়া করা

ফযিলতঃ দুয়া কবুল হয়।

দলীলঃ জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মসজিদে অর্থাৎ মসজিদুল ফাতহ (বিজয়ের মসজিদ) এ সোমবার, মঙ্গলবার ও বুধবার দোয়া করলেন এবং বুধবার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে তাঁর দোয়া কবুল হলো। জাবের (রাঃ) বলেন, যখনই আমার কোন গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন কাজ উপস্থিত হয়েছে তখনই আমি উক্ত সময়ে প্রার্থনার ইচ্ছা করেছি এবং বুধবার এই সময়ে দোয়া করেছি এবং তা যে কবুল হয়েছে তাও বুঝতে পেরেছি। [আহমাদ (১৪৭৮৭), আলবানী এটিকে হাসান বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

✔ ◯

সম্বল ৩২৭

১২- দু'আ ইউনুসঃ

﴿لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

ফযীলতঃ দু'আ কবুল হয়।

দলীলঃ সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলার নবী যুন-নূন ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে থাকাকালে যে দু'আ করেছিলেন তা হলঃ

﴿لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

"তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তুমি অতি পবিত্র। আমি নিশ্চয় যালিমদের দলভুক্ত"- (সূরা আম্বিয়া ৮৭)। যে কোন মুসলিম লোক কোন বিষয়ে কখনো এ দু'আ করলে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ কবুল করেন। [নাসাঈ ফিল কুব রা (১০৪১৭), তিরমিযী (৩৫০৫), আহমাদ (৩৫০৫), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩২৮

১৩- জুমু‘আহর দিনে বিশেষ মুহূর্তে সালাতে দাঁড়িয়ে দুয়া করা

ফযীলতঃ দু’আ কবুল হয়।

দলীলঃ আবূ হুরাইরাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু‘আহর দিন সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং বলেন, এ দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যে কোন মুসলিম বান্দা যদি এ সময় সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহর নিকট কিছু প্রার্থনা করে, তবে তিনি তাকে অবশ্যই তা দিয়ে থাকেন এবং তিনি হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বুঝিয়ে দিলেন যে, সে মুহূর্তটি খুবই সংক্ষিপ্ত। [বুখারী (৯৩৫), মুসলিম (৮৫২)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩২৯

১৪- দুই হাত তুলে দু’আ করা

ফযীলতঃ দু’আ কবুল হয়।

দলীলঃ সালমান আল-ফারিসী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা অত্যধিক লজ্জাশীল ও দাতা। যখন কোন ব্যক্তি তার দরবারে তার দুই হাত তুলে (প্রার্থনা করে) তখন তিনি তার হাত দু'খানা শূন্য ও বঞ্চিত ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন। [তিরমিযী (৩৫৫৬), সুয়ুতী ও আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

☑

সম্বল ৩৩০

১৫- আযান ও ইক্বামাতের মধ্যবর্তী সময়ে দু‘আ করা

ফযীলতঃ দু’আ কবুল হয়।

দলীলঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আযান ও ইক্বামাতের মধ্যবর্তী সময়ের দু‘আ কখনো প্রত্যাখ্যাত হয় না। [আবু দাউদ (৫২১), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

☑

সম্বল ৩৩১

১৬- মুআযযিনের আযানের উত্তর দানের পর দু‘আ করা

ফযীলতঃ দু’আ কবুল হয়।

দলীলঃ আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আবেদন করলো, হে আল্লাহর রসূল! আযানদাতাতো আমাদের চেয়ে মর্যাদায় বেড়ে যায়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা যেভাবে বলে তোমরাও তাদের সাথে সাথে সেভাবে বলে যাও। আর আযানের উত্তর শেষে আল্লাহর কাছে চাও, তোমাদেরকে দেয়া হবে। [আবু দাউদ (৫২৪), নাসাঈ ফিল কুবরা (৯৭৮৯), ইবনু হিব্বান (১৬৯৫), ও আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

☑

সম্বল ৩৩২

১৭- রাতে জেগে ওঠে এ দু‘আ পড়াঃ “‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু , , , ,”

ফযীলতঃ দু’আ কবুল হয়।

দলীলঃ উবাদাহ ইবনু সামিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি রাতে জেগে ওঠে বলে- ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বদীর। সুবহানাল্লাহি ওয়াল আলহামদু লিল্লাহি

ওয়া আল্লাহু আকবার ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।' 'আল্লাহুম্মাগফিরলী'অর্থ: 'এক আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। রাজ্য তাঁরই। যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই। তিনিই সব কিছুর উপরে শক্তিমান। যাবতীয় হাম্দ আল্লাহরই জন্য, আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র, আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ নেই। আল্লাহ্ মহান, গুনাহ হতে বাঁচার এবং নেক কাজ করার কোন শক্তি নেই আল্লাহর তাওফীক ব্যতীত।') অতঃপর বলে, 'রব্বিগফিরলী' ('হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করুন।)' বা (অন্য কোন) দু'আ করে, তাঁর দু'আ কবূল করা হয়। অতঃপর উযূ করে সালাত আদায় করলে তার সালাত কবুল করা হয়। [বুখারী (১১৫৪)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩৩৩

18- রোযাদার ব্যক্তির ইফতারের সময় এবং এবং রোযার অবস্থায় দুয়া করা

ফযীলতঃ দুয়া কবুল হয়।

দলীলঃ আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল আস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ইফতারের সময় রোযাদারের অবশ্যই একটি দু'আ আছে, যা রদ হয় না (কবুল হয়)। [ইবনু মাজাহ (১৭৫৩), আহমাদ শাকির এটিকে সহীহ বলেছেন]
আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তিন ধরনের লোকের দু'আ কখনও ফিরিয়ে দেয়া হয় না। রোযাদার যতক্ষণ ইফতার না করে, সুবিচারক শাসকের দু'আ এবং মজলুমের (নির্যাতিতের) দু'আ। [তিরমিযী (৩৫৯৮), ইবনু মাজাহ (১৭৫২), আহমাদ (৯৮৭৪), ইবনুল মুলাক্কিন এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩৩৪

১৯- আল্লাহর যিকর

ফযীলতঃ দু'আ কবুল হয়।

দলীলঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তিন ধরনের লোকের দু'আ কখনও ফিরিয়ে দেয়া হয় না। আল্লাহর জিকিরকারীর দু'আ, সুবিচারক শাসকের দু'আ এবং মজলুমের (নির্যাতিতের) দু'আ। [এই শব্দের সাথে বাযযার তার মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন (১৫/২৭১, ৮৭৫১), আলবানী এটিকে হাসান বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩৩৫

২০- দু'আ করা

ফযীলতঃ দু'আ কবুল হয়।

দলীলঃ

{وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} (غافر: ٦٠)

অর্থঃ আর তোমাদের রব বলেছেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা অহংকারবশে আমার 'ইবাদাত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে।

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩৩৬

২১- রামাযানের প্রত্যহ দিবারাত্রে দু'আ করা

ফযীলতঃ দু'আ কবুল হয়।

দলীলঃ আবু সাঈদ আল খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ নিশ্চয়ই রমযানের দিবারাত্রে বরকতময় মহান আল্লাহর জন্য রয়েছে বহু মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ (যাদেরকে তিনি দোযখ থেকে মুক্ত করে থাকেন)। আর প্রত্যেক মুসলিমের জন্য রয়েছে প্রত্যহ দিবারাত্রে গ্রহণ যোগ্য দু'আ। [তাবরানী ফিল আওসাত (৬৪০১), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩৩৭

২২- আল্লাহর জন্য বিনয়ী হওয়া

ফযীলতঃ আল্লাহ তার মর্যাদা উঁচুতে তুলে দেন।

দলীলঃ আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আর কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে বিনীত হলে তিনি তার মর্যাদা সমুন্নত করে দেন। [মুসলিম (২৫৮৮)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩৩৮

২৩- যবানকে হেফাযাত করা

ফযীলতঃ আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখেন।

দলীলঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি তার ক্রোধ সংবরণ করে (ক্রোধের বশে কোন অঘটন না ঘটায়) আল্লাহ তাকে শাস্তি প্রদানে বিরত থাকেন। আর যে ব্যক্তি নিজের যবানকে সংযত রাখে, আল্লাহ তা'আলা তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখেন। [যিয়া আল মাকদিসী ফিল মুখতারাহ (২০৬৬), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩৩৯

২৪- আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা

ফযীলতঃ আয়ু বৃদ্ধি হয়।

দলীলঃ আবু উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখলে আয়ু বৃদ্ধি হয়। [তাবরানী ফিল কাবীর (৮০১৪), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, ভালো আচার-ব্যবহার এবং ভালো প্রতিবেশীতা বজায় রাখা ঘর-বাড়িকে আবাদ করবে এবং একজনের জীবনকে দীর্ঘায়িত করবে। [আহমাদ (২৫৮৯৬), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছিঃ যে লোক তার জীবিকা প্রশস্ত করতে এবং আয়ু বৃদ্ধি করতে চায়, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে। [বুখারী (৫৯৮৬), মুসলিম (২৫৫৭)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩৪০-৩৪১

২৫_২৬- ভালো আচার-ব্যবহার এবং ভালো প্রতিবেশীতা বজায় রাখা

ফযীলতঃ আয়ু বৃদ্ধি হয়।

দলীলঃ আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, ভালো আচার-ব্যবহার এবং ভালো প্রতিবেশীতা বজায় রাখা ঘর-বাড়িকে আবাদ করবে এবং একজনের জীবনকে দীর্ঘায়িত করবে। [আহমাদ (২৫৮৯৬), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩৪২

২৭- সুরমা ব্যবহার করা

ফযীলতঃ এতে চোখের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়।

দলীলঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের জন্য উত্তম সুরমা হলো ইসমিদ। এতে চোখের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং পলকের পশম উৎপন্ন করে। [আহমাদ (২২৫৪), নাসাঈ ফিল কুবরা (৯৩৪৪), আবু দাউদ (৩৮৭৮), তিরমিযী (১৭৫৭), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩৪৩

২৮- প্রথম কাতারে সালাত

ফযীলতঃ ফেরেশতাগণও তাদের জন্য দুয়া করেন।

দলীলঃ বারা ইবনু আযিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রথম কাতারে সালাত আদায়কারীদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও তাদের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। [নাসাঈ ফিল কুবরা (১৬২২), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩৪৪

২৯- ওযু নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত নামায আদায়ের স্থানে বসে থাকা

ফযীলতঃ ফেরেশতাগণও তার জন্য দুয়া করেন।

দলীলঃ আবূ হুরাইরাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যতক্ষণ পর্যন্ত তার সলাত আদায়ের স্থানে বসে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার ওযু নষ্ট হয়েছে ততক্ষণ ফিরিশতাগণ তার জন্য দু'আ করতে থাকেন। [বুখারী (৪৪৫), মুসলিম (৬৪৯)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩৪৫

৩০- মুসলিম ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া

ফযীলতঃ ফেরেশতাগণও তার জন্য দুয়া করেন।

দলীলঃ আলী (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছিঃ কোন মুসলিম যদি অন্যকোন মুসলিম রোগীকে সকাল বেলা দেখতে যায় তাহলে সত্তর হাজার ফিরিশতা তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত দুআ করতে থাকে। সে যদি সন্ধ্যায় তাকে দেখতে যায় তবে সত্তর হাজার ফিরিশতা ভোর পর্যন্ত তার জন্য দু'আ করতে থাকে। [তিরমিযী (৯৬৯), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩৪৬

৩১- আযান

ফযীলতঃ জীবিত ও নির্জীব সকলে তার জন্য সাক্ষ্য দেবে।

দলীলঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নিজ মুখে বলতে শুনেছি: মুয়াযি্যনের আযান ধ্বনি যত দূর পর্যন্ত পৌঁছবে, তত দূর তাকে ক্ষমা করা হবে এবং জীবিত ও নির্জীব সকলে তার জন্য সাক্ষ্য দেবে। [নাসাঈ ফিল কুবরা(১৬২১), আবু দাউদ (৫১৫), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

পঞ্চম অধ্যায়ঃ

দুনিয়ার উদ্দেশ্য পূরণের সম্বলসমূহ

১০টি সম্বল

সম্বলের উপর আমল

☑ ○

সম্বল ৩৪৭

১- মুসলিম ভাইয়ের অভাব পূরণ করা

ফযীলতঃ আল্লাহ তার অভাব পূরণ করবেন।

দলীলঃ আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার উপর জুলুম করবে না এবং তাকে যালিমের হাতে সোপর্দ করবে না। যে কেউ তার ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে,আল্লাহ তার অভাব পূরণ করবেন। [বুখারী (২৪৪২), মুসলিম (২৫৮০)]

সম্বলের উপর আমল

☑ ○

সম্বল ৩৪৮

২- আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা

ফযীলতঃ এ নেক আমলের সবচেয়ে তাড়াতাড়ি পুরস্কার পাওয়া যায়, সম্পদ ও সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং জীবিকা প্রশস্ত হয়।

দলীলঃ আবু বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে আনুগত্যের সবচেয়ে তাড়াতাড়ি পুরস্কার পাওয়া যায় তা হল আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা, যদিও পরিবারের লোকগণ ফাজির (পাপী) থাকে। যতক্ষণ তারা আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখবে তাদের সম্পদ ও সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। [ইবনু হিব্বান (৪৪০), আরনাউত এটিকে সহীহ বলেছন]

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি চায় যে, তার রিযক প্রশস্ত হোক এবং আয়ু বর্ধিত হোক, সে যেন তার আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখে। [বুখারী (২০৬৭), মুসলিম (২৫৫৭)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩৪৯

3- সদাসর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং আল্লাহর কাছে তাওবা করা

ফযীলতঃ দুনিয়াতে উত্তম জীবন এবং তাকে এমন উৎস থেকে রিযিক্ব দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না।

দলীলঃ

{وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى} [هود:٣]

অর্থঃ (আরো যে, তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তারপর তাঁরদিকে ফিরে আস, তিনি তোমাদেরকে এক নির্দিষ্ট কালের এক উত্তম জীবন উপভোগ করতে দেবেন)।

ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু 'আনহু সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি নিয়মিত ইসতিগফার পড়লে আল্লাহ তাকে প্রত্যেক বিপদ হতে মুক্তির ব্যবস্থা করবেন, সকল দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত করবেন এবং তাকে এমন উৎস থেকে রিযিক্ব দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। [আবু দাউদ (১৫১৮), নাসাঈ ফিল কুবরা (১০২১৭), ইবনু মাজাহ (৩৮১৯), আল-ইশবিলী ও ইবনু বায এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩৫০

৪- আল্লাহর তাকওয়া

ফযীলতঃ আল্লাহ তাআলা আসমান ও যমীনের বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিবেন, তাকে এমন উৎস থেকে রিযিক্ব দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না, এবং তার জন্য তার সকল কাজকে সহজ করে দিবেন।

দলীলঃ

{وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ} [اعراف: 96]

অর্থঃ আর যদি সে সব জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তবে অবশ্যই আমরা তাদের জন্য আসমান ও যমীনের বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম।

{وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [طلاق: 2-3]

অর্থঃ আর যে কেউ আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ তার জন্য (উত্তরণের) পথ করে দেবেন। এবং তিনি তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে দান করবেন রিযিক।

{وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} [طلاق: 4]

অর্থঃ আর যে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ্ তার জন্য তার কাজকে সহজ করে দেন।

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩৫১

৫- আল্লাহর প্রতি ভরসা

ফযীলতঃ রুযী দান।

দলীলঃ উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি যথাযোগ্য ভরসা রাখ, তবে তিনি তোমাদেরকে সেই মত রুযী দান করবেন যেমন পাখীদেরকে দান করে থাকেন। তারা সকালে ক্ষুধার্ত হয়ে বের হয় এবং সন্ধ্যায় উদর পূর্ণ করে ফিরে আসে। [তিরমিযী (২৩৪৪), ইবনু মাজাহ (৪১৬৪), আহমাদ (২১০), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩৫২

৬- (আল্লাহর রাস্তায়) ব্যয় করা

ফযীলতঃ আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দিবেন।

দলিলঃ

{قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [سبأ: 39]

অর্থঃ বলুন, 'নিশ্চয় আমার রব তো তার বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছে রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং তার জন্য সীমিত করেন। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তিনি তার বিনিময় দেবেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রতিদিন সকালে দু’জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন। [বুখারী (১৪৪২), মুসলিম (১০১০)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩৫৩

৭- বয়সের কারণে কোন বয়স্ক ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করা

ফযীলতঃ আল্লাহ তার জন্য এক ব্যাক্তি নিযুক্ত করবেন, যে তাকে তার বৃদ্ধ বয়সে সম্মান করবে।

দলীলঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন যুবক যদি বয়সের কারণে কোন বয়স্ক ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করে তবে অবশ্যই আল্লাহ তার বৃদ্ধ বয়সে তার জন্য এমন লোক নিয়োগ করে দিবেন যারা তাকে সম্মান করবে। [তিরমিযী (২০২২), সুয়ুতী এটিকে হাসান বলেছেন]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩৫৪

৮- বিপদাপদের সময় এ দুয়াটি বলবেঃ “ইন্না- লিল্লা-হি ওয়া ইন্না- ইলায়হি র-জাউন, আল্ল-হুম্মা' জুরনী ফী মুসীবাতী ওয়া আখলিফ লী খয়রাম মিনহা”

ফযীলতঃ আল্লাহ তাকে এর চেয়ে উত্তম বস্তু দান করবেন।

দলীলঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী উম্মু সালামাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছিঃ কোন বান্দার ওপর মুসীবাত আসলে যদি সে বলে "ইন্না- লিল্লা-হি ওয়া ইন্না- ইলায়হি র-জাউন, আল্ল-হুম্মা' জুরনী ফী মুসীবাতী ওয়া আখলিফ লী খয়রাম মিনহা ইল্লা- আজারাহুল্ল-হু ফী মুসীবাতিহী ওয়া আখলাফা লাহ্ খয়রাম মিনহা-” (অর্থাৎ- আমরা আল্লাহর জন্যে এবং আমরা তারই কাছে ফিরে যাব। হে আল্লাহ! আমাকে এ মুসীবাতের বিনিময় দান কর এবং এর চেয়ে উত্তম বস্তু দান কর। তবে আল্লাহ তাকে তার মুসীবাতের বিনিময় দান করবেন এবং তাকে এর চেয়ে উত্তম বস্তু দান করবেন। [মুসলিম (৯১৮)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩৫৫

৯- ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সত্য বলা এবং (পন্যের দোষত্রুটির) যথাযথ বর্ণনা করা

ফযীলতঃ ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে।

দলীলঃ হাকীম ইবনু হিযাম (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ক্রেতা-বিক্রেতা যতক্ষণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়, ততক্ষণ তাদের ইখতিয়ার থাকবে (ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করা বা বাতিল করা)। যদি তারা সত্য বলে এবং অবস্থা ব্যক্ত করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে আর যদি মিথ্যা বলে এবং দোষ গোপন করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত মুছে ফেলা হয়। [বুখারী (২০৭৯), মুসলিম (১৫৩২)]

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩৫৬

১০- ঘুমানোর উদ্দেশে বিছানায় যাওয়ার সময় ৩৪ বার ‘‘আল্লাহ্ আকবার’’ ৩৩ বার ‘‘সুবহানাল্লাহ’’ ৩৩ বার ‘‘আল হামদুলিল্লাহ’’ পড়া

ফযীলতঃ এটা খাদিম (দাস) অপেক্ষা অনেক উত্তম।

দলীলঃ আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন ঘুমানোর উদ্দেশে বিছানায় যাবে তখন চৌত্রিশ বার ‘‘আল্লাহ্ আকবার’’ তেত্রিশবার ‘‘সুবহানাল্লাহ’’ তেত্রিশবার ‘‘আল হামদুলিল্লাহ’’ পড়ে নিবে। এটা খাদিম অপেক্ষা অনেক উত্তম। [বুখারী (৩৭০৫), মুসলিম (২৭২৭)]

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ
আশপাশের লোকের উদ্দেশ্য পূরণের সম্বলসমূহ
৪টি সম্বল

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩৫৭

১- মন্দ উৎকৃষ্ট দ্বারা প্রতিহত করা

ফযীলতঃ শত্রু অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হয়ে যাবে।

দলীলঃ

{وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ }[فصلت: 39]

অর্থঃ আর ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত করুন তা দ্বারা যা উৎকৃষ্ট; ফলে আপনার ও যার মধ্যে শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত।

সম্বলের উপর আমল

সম্বল ৩৫৮-৩৬০

২_8- আত্মীয়তার বন্ধন, ভালো আচার-ব্যবহার এবং ভালো প্রতিবেশীতা বজায় রাখা

ফযীলতঃ বাড়ি-ঘর আবাদ হবে।

দলীলঃ আত্মীয়তার বন্ধন, ভালো আচার-ব্যবহার এবং ভালো প্রতিবেশীতা বজায় রাখা একজনের বাড়ি-ঘরকে আবাদ রাখবে। [আহমাদ (২৫৮৯৬), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

সূচিপত্র

ভূমিকা 4
গ্রন্থ লেখার পদ্ধতি ৮
প্রথম বিভাগঃ এমন সম্বলসমূহ যাতে আল্লাহর ইচ্ছা পূরণ হয়
প্রথম অধ্যায়ঃ আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশ পূরণকারী সম্বলসমূহ
১- দুআ ১৪
২- সত্যবাদিতা...১৪
৩– আল্লাহর তাকওয়া ১৫
৪ ও ৫– ক্রোধ সংবরণ করা ও মানুষের প্রতি ক্ষমা করা ১৫
৬- চাশতের নামায যখন উটের বাচ্চার পা বালিতে গরম অনুভব করে ১৫
৭- একাধারে চল্লিশ দিন প্রথম তাকবীরের সাথে জামা'আতে নামায আদায় করা 16
৮- রোযা...16
৯- আল্লাহ তা'আলার যিকির...16
১০- ১০০ বার এ দুয়াটি পাঠ করা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহুদাহু 17
11- সকালে ও সন্ধ্যায় ১০০বার "সুবহা-নাল্ল-হি ওয়াবি হামদিহী" পাঠ করা...............17
১২ ও ১৩- খাদ্য খাওয়ানো ও চেনা অচেনা সকলকে সালাম দেওয়া........................18
১৪_১৭- মুসলিমের হৃদয়কে আনন্দিত করা, তার কষ্ট 18
১৮- আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা, কিছু সময় জিহাদে অবস্থান করা,..........................19
১৯- লাইলাতুল কদরের আমল...20
২০- পরস্পরের মাঝে আপোষ করা...20
21- জুমআর দিন ফজরের জামাআত সহকারে নামায...20
২২- ঘরে নফল নামায আদায় করা...21
২৩- তাহাজ্জুদ পড়া ও একশত আয়াত পাঠ করার মাধ্যমে (রাতে) ক্বিয়াম করা...........21
২৪- মুহাররম মাসের রোযা...22
২৫- ইশার পর চার রাক'আত নামায এইভাবে পড়া যে তার মাঝে সালাম দিয়ে.............22
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ আল্লাহর নৈকট্য লাভের সম্বলসমূহ
১- আল্লাহর তাকওয়া...25
২- ইহসান..25
৩- আল্লাহর যিকর..26
৪- আল্লাহর কাছে দুআ করা...26
৫- মানুষের উপকার..26
৬- আল্লাহর উপর ভরসা..27
৭- আল্লাহর জন্য এক অপরকে ভাল বাসা, সদুপদেশ দেওয়া ও তাদের যিয়ারত করা......27
৮- আল্লাহর জন্য সম্পর্ক স্থাপনকারী...28
৯-আল্লাহর জন্য এক অপরের উপর খরচ করা...28

১০- আনসারদেরকে ভালোবাসা.....29
১১- আল্লাহর সাক্ষাৎ পছন্দ করা.....29
১২- আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা.....29
১৩- সিজদায় অধিক পরিমাণ দু'আ করা.....30
তৃতীয় অধ্যায়ঃ আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের সম্বলসমূহ
১- আল্লাহর তাকওয়া.....33
২- পানাহারের পর আল্লাহর প্রশংসা করা.....33
৩- মিসওয়াক করা.....33
৪- সকাল-সন্ধ্যা এ দু'আটি পাঠ করাঃ আমি আল্লাহকে রব, ...34
৫-তাওবাহ.....34
৬-কুরআন শিক্ষা গ্রহণ করা এবং অপরকে শিক্ষা দেওয়া.....34
৭- প্রত্যেক নামায পর এ দু'আটি পাঠ করাঃ (সুবহানাল্লাহ্), (আলহামদু লিল্লাহ্).....35
৮- শীঘ্র ইফতার করা.....35
৯- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দুরূদ পাঠ করা.....36
১০- প্রথম কাতারে নামায পড়া.....36
11- পিপাসিত জন্তুকে পানি পান করানো.....36
১২- যিকরের জন্য একত্রিত হওয়া.....37
১৩- আল্লাহর যিকর.....38
১৪- মনে মনে আল্লাহকে স্মরণ করা.....38
১৫- বিনয় ও নম্রতা.....39
১৬- মাসজিদে সলাত আদায় করার পর বাড়ীতে আদায় করার জন্যও সলাতের.....39
১৭- সূরাহ্ আল বাকারাহ তিলাওয়াত.....39
১৮- সাহারী খাওয়া.....40
১৯- মন্দ উৎকৃষ্ট দ্বারা প্রতিহত করা.....40
২০- জুমু'আর দিন সূরা কাহফ পাঠ করা.....40
২১-তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করা.....41
দ্বিতীয় বিভাগঃ দুনিয়া ও আখিরাতে অপছন্দনীয় জিনিস দূর করার সম্বল
প্রথম অধ্যায়ঃ দীনের যা ক্ষতি করে তা দূর করার সম্বলসমূহ.....44
১- একশ'বার সুবাহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহ পাঠ করা.....46
২- কষ্ট সত্ত্বেও পরিপূর্ণভাবে ওযু করা.....46
৩- অশালীন কথাবার্তা ও গুনাহ হতে বিরত থেকে হজ করা.....47
৪- নামায পড়ার উদ্দেশে বাইতুল মাকদিসে যাওয়া.....48
৫- কুরবানীর পশু যবাই করার সময় সেখানে উপস্থিত হওয়া.....48
৬- আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়া.....49

৭- উত্তমরূপে অযু করা, অতঃপর এরূপে দু-রাকআত নামায আদায় করা....................49
৮– ঈমানের সাথে সাওয়াব লাভের আশায় তারাবীহর সালাত আদায় করা................49
৯- ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রাত জেগে লাইলাতুল কদরে ইবাদত করা...........50
১০- ইমাম ও মুক্তাদির ‘আমীন’ বলা ফিরিশতাদের ‘আমীন’ বলার সাথে এক হওয়া......50
১১- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার...51
১২- প্রত্যেক সালাতের পর সুবহানাল্লাহ তেত্রিশবার..51
১৩- বাড়ীতে উত্তমরূপে অযু করে বেশী পদচারণা করে..52
১৪- এক নামাযের পর আর এক নামাযের জন্যে প্রতীক্ষা করা...................................53
১৫- মধ্য রাত্রিতে নামায (তাহাজ্জুদ) পড়া...53
১৬- সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় ও সাদকা করা...54
১৭- ধারাবাহিক হজ্জ ও উমরা আদায় করা..54
১৮- আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা...55
১৯– আল্লাহর কাছে বিশুদ্ধ তাওবা করা..55
২০- আল্লাহর তাকওয়া..56
২১- ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করা..57
২২- বিপদ ও দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ করা...58
২৩- মন্দ কাজের পরপরই ভাল কাজ করা..58
24- কবীরা গোনাহ্ তা থেকে বিরত থাকা...59
২৫- দু‘আর সম্পূর্ণ সময় দরূদের জন্য নির্দিষ্ট করা..59
২৬- সূরা মুলক পাঠ করা..59
২৭- যিকরের জন্য একত্রিত হওয়া...60
২৮-রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করা.............60
২৯- সাক্ষাতের সময় মুসাফাহা (করমর্দন) করা..61
৩০- আযানের পর এ দুয়াটি পাঠ করা, আশহাদু আল লা-ইলা-হা.............................61
৩১- কষ্টদায়ক দ্রব্য রাস্তা থেকে তুলে দূরে নিক্ষেপ করা..61
৩২ ও ৩৩- ক্রোধ সংবরণ করা এবং মানুষদের ক্ষমা করা.......................................62
৩৪- আযান...62
৩৫- পিপাসিত জন্তুকে পানি পান করানো...63
৩৬- মৃতের পক্ষ হতে তার সম্পদ থেকে সাদাকা করা...63
৩৭- দরিদ্র লোকদেরকে সুযোগ দেওয়া এবং গরীব দেনাদারের নিকট........................64
৩৮- বায়তুল্লাহর চারদিকে তাওয়াফকারী পা..64
৩৯- রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করা...65

৪০- আল্লাহর জন্য সিজদা করা..65
৪১- বাজারে প্রবেশের সময় এ দু'আটি পাঠ করবেঃ 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু....................65
৪২- আরাফাহর দিনে রোযা রাখা...66
৪৩- আশুরাহর দিনে রোযা রাখা...66
৪৪- এক 'উমরাহ'র পর আর এক 'উমরাহ...67
৪৫- একশ'বার এ দু'আটি পাঠ করাঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু.......67
৪৬- ফজরের নামাযের পর..68
৪৭- মাজলিস হতে উঠে যাওয়ার আগে..69
৪৮- আল্লাহর উপর নির্ভর করা...69
৪৯- বিছানায় শুতে যাওয়ার সময় আয়াতুল কুরসী পাঠ করা....................................70
৫০- স্ত্রীর সাথে যৌন সঙ্গম করার সময়...71
৫১ ও ৫২- ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলানো এবং নিঃস্বদেরকে খাদ্য খাওয়ানো.................71
৫৩- রাতের নামাযে দণ্ডায়মান হয়ে দশ আয়াত পরিমাণ পাঠ করা................................71
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ মৃত্যুর পর ব্যক্তি যা অপছন্দ করে তা প্রতিরোধ..........................73
১-তাকওয়া অবলম্বন করা এবং নিজেদের সংশোধন করা...75
২- আল্লাহর পথে জিহাদের অবস্থায় রোযা রাখা..76
৩- একাধারে চল্লিশ দিন তাকবীরে উলার (প্রথম তাকবীর) সাথে জামা'আতে...................76
৪- যোহরের ফরয সালাতের পূর্বে ও পরে চার রাকয়াত নফল সালাতের.......................77
৫- এক টুকরা খেজুর হলেও সদাকাহ করা...77
৬- দু'পা আল্লাহর পথে ধূলি ধূসরিত হওয়া...78
৭- আল্লাহর যিকর...78
৮- কন্যা সন্তানের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করা, যথাসাধ্য তাদের পানাহার............................79
৯- আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন...79
১০- মু'মিনদের জন্য বিনয়ী ও বিনম্র হওয়া...80
১১- মুসলিম ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার সম্ভ্রম রক্ষা করা...80
১২- আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় পাহারাদান..80
১৩- রামায়ান মাসের প্রত্যেক রাতে ও দিনে নেক আমল..81
১৪- ক্রোধ সংবরণ করা..81
১৫- জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চাওয়া..81
১৬- পাহারা প্রদানরত অবস্থায় মৃত্যু..82
১৭- মুসলিম ভাইয়ের বিপদ দুর করা..82
তৃতীয় অধ্যায়ঃ এই পৃথিবীতে ব্যক্তি যা অপছন্দ করে তা দূর করার সম্বলসমূহ......83
১- ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলবেঃ (বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ....................85
২- সকাল ও সন্ধ্যায় তিনবার সূরা সূরা ইখলাস, সূরা নাস ও ফালাক পড়া........................85
৩- সকাল ও সন্ধ্যায় এ দু'আ তিনবার পাঠ করাঃ (বিসমিল্লাহিল্লাহী................................86

৪- রাতে শয্যায় যাওয়ার সময় আয়াতুল কুরসী পাঠ করা..86
৫- দুঃখ-কষ্ট ও চিন্তা-ভাবনার সময় এ দুআটি পাঠ করাঃ 'আল্ল-হুম্মা ইন্নী 'আবদুকা...........87
৬- ফজরের নামাযের পর দুই পা ভাজ করা অবস্থায়...88
৭- আল্লাহর উপর ভরসা..88
৪- বিপদগ্রস্ত লোককে প্রত্যক্ষ করলে এ দু'আটি পাঠ করবেঃ 'আলহাম্‌দু লিল্লা-হিল্লাযী......89
৯- এমন দুয়া করা যে দুয়াতে কোন গুনাহের অথবা...89
১০- দু'আর সম্পূর্ণ সময় দরূদের জন্য নির্দিষ্ট করা...90
১১- এ দুয়াটি পাঠ করাঃ হাসবী আল্লাহু..90
১২- কোন ঘরে তিন রাত সূরাহ বাকারার শেষ দু'টি আয়াত তিলাওয়াত করা.....................90
১৩- আল্লাহর তাকওয়া..91
১৪- নিয়মিত ইসতিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করা...92
১৫- চাশ্‌তের চার রাক্‌'আত নামায...92
১৬- ধারাবাহিক হজ্জ ও উমরা আদায় করতে থাকা..92
১৭- ধৈর্য ধারণ করা..93
১৮- সূরাহ আল বাকারাহ পাঠ করা..93
১৯- খারাপ স্বপ্ন দেখলে বামদিকে তিনবার থুথু ফেলা...94
২০- ঘুমের মধ্যে আতংকিত হলে পড়বেঃ ''আ'উযু বিকালিমা-তিল্লা..............................94
২১- সূরাহ আল কাহফ এর প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করা...95
তৃতীয় বিভাগঃ দুনিয়া ও আখিরাতের উদ্দেশ্য পূরণের সম্বলসমূহ.......................96
প্রথম অধ্যায়ঃ দীনের উদ্দেশ্য পূরণের সম্বলসমূহ...97
১- আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করা...99
২- ফজরের দু' রাকাআত সুন্নাত...99
৩- আল্লাহর তাকওয়া..99
৪- সাদকা...100
৫- ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এ দুয়াটি বলবেঃ ''বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু.................100
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ আমলের উদ্দেশ্য পূরণের সম্বলসমূহ.......................................101
১- আল্লাহর তাকওয়া..103
২_৫- মুসলিমের হৃদয়কে খুশীতে পরিপূর্ণ করা, তার কষ্ট দূর করা...............................103
৬- যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের নেক আমল...104
৭- কুরবানীর দিন (কুরবানীর পশুর) রক্ত প্রবাহিত করা..104
৮- এ দুয়াটি পাঠ করাঃ "সুবহানাল্লাহি, ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওয়া-লা...............................105
৯- এ দুয়াটি পাঠ করাঃ "সুবহা-নাল্ল-হি ওয়াবি হামদিহি"..105
১০- এ দুয়াটি পাঠ করাঃ "সুবহানাল্লাহ্ ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল.........................105
১১- রাতে জেগে ওঠে এ দু'আটি পড়াঃ 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহদাহূ 106
১২- সাওয়াবের আশায় তার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করা....................................106
১৩- সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে যোহরের পূর্বে ৪ রাক'আত সালাত আদায় করা....................107
১৪- প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩বার করে সুবহানাল্লাহি, আলহামদুলিল্লাহি........................107

তৃতীয় অধ্যায়ঃ আখিরাতের উদ্দেশ্য পূরণের সম্বলসমূহ.................................108
১- আল্লাহ তাআলার যিকর..110
২- বাজারে প্রবেশকালে বলা “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু.......................................110
৩- ফজরের নামাযের পর তার দুই পা ভাজ করা অবস্থায়...111
৪- জামাতে ফরয নামায আদায়ের জন্য বাড়িতে ওযু করা...111
৫- এক নামাযের পর অন্য নামাযের জন্য অপেক্ষা করা যতক্ষন.....................................113
৬- কষ্ট সত্ত্বেও পরিপূর্ণরূপে ওযু করা...113
৭- আল্লাহর উদ্দেশ্যে অধিক সিজদা করা...114
৮- সন্তান-সন্ততির পিতা-মাতার জন্য মাগফিরাত কামনা করা.......................................114
৯_১২- পাখি উড়িয়ে শুভাশুভের লক্ষণ না মানা, অথবা ঝাড়-ফুঁক না করা..................115
১৩- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালবাসা....................................115
১৪- কন্যা ও বোনদের তার মৃত্যু অথবা তাদের বিবাহ পর্যন্ত প্রতিপালন করা..................116
১৫- ইয়াতীমের লালন-পালন...116
১৬- সুন্দরভাবে ওযু করে দেহ ও মনকে পুরোপুরি আল্লাহর প্রতি নিবদ্ধ রেখে.............117
১৭- অল্প সময়ের জন্য হলেও আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা...117
১৮- জিহবা ও লজ্জা স্থান সংযত করা..118
১৯- সকালে এ দুয়াটি পাঠ করাঃ “রাযীতু বিল্লা-হি রব্বান...118
২০- জামায়াতের সাথে থাকা..119
২১- অসুস্থ লোককে অথবা মুসলিম ভাইয়ের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে যাওয়া.............119
২২- আল্লাহ তা‘আলার জন্য পরস্পরকে ভালোবাসা..120
২৩- উত্তম চরিত্র...121
২৪- বিপদাপদের সময় আল্লাহর প্রশংসা করা, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি..................122
২৫- হাসি-তামাসার মধ্যেও মিথ্যা না বলা...122
২৬- আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রতিদিন ফরয নামায ছাড়া ১২ রাকাআত নফল সলাত...........123
২৭- আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে মাসজিদ নির্মাণ...123
২৮- হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও ঝগড়া পরিহার করা..124
২৯- আল্লাহর তাকওয়া..124
৩০_৩৩- ‘‘সুবহানাল্লাহি’’ “ওয়ালহামদু লিল্লাহি’’ “ওয়ালা ইলাহা..................................127
৩৪- “সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়াবিহামদিহী’’ পাঠ করা...128
৩৫- ক্ষমতা থাকার সত্ত্বেও রাগ সংবরণ করা...128
৩৬- বিনয় ও নম্রতা এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দামী জামা পরা ছেড়ে দেওয়া.................129
৩৭- অভাবগ্রস্তকে সুযোগ দেওয়া এবং ধনী ও গরীব দেনাদারের নিকট থেকে...............129
৩৮- রোযা..130
৩৯- মানুষ ও পাপীদের ক্ষমা এবং আপস করা..131
৪০- সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের উপর খরচ করা............................131
৪১- মানুষ যখন রাতে ঘুমিয়ে থাকবে তখন তাহাজ্জুদের নামায আদায় করা...................132
৪২- সূরা মুলক তিলাওয়াত করা..133
৪৩- এটা সাক্ষ্য দেওয়া যে, “আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই........................134

৪৪- হাজ্জে মাবরূর..134
৪৫- বিশুদ্ধ তাওবা..135
৪৬- কবীরা গোনাহ্..135
৪৭- পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার..135
৪৮- বিপদে ধৈর্য ধারণ...136
৪৯- রোযা, জানাযার সাথে যাওয়া, মিসকীনকে খাবার..137
৫০- জ্ঞান অর্জন..137
৫১- সত্য কথা বলা..137
৫২- সালামের প্রসার..138
53- রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ...138
৫৪- উত্তম ও পূর্ণরূপে ওযু করে এ দু'আ পড়াঃ "আশহাদু..139
৫৫- আল্লাহ নিরানব্বইটি নাম সংরক্ষণ করা..139
৫৬- পানি পান করানো...140
৫৭- খাবার খাওয়ানো...140
৫৮- গোনাহের পর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা...140
৫৯- আন্তরিকতার সাথে মুওয়ায্যিনের আযান অনুরূপ বলা...141
৬০- ফরয নামাযের পশ্চাতে 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করা...142
৬১- দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে সকাল-সন্ধ্যায় সাইয়্যিদুল ইসতিগফার
পড়া..............................142
৬২- রাতের শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনা করা...143
63- পিপাসিত পশু-পাখিকে পানি পান করানো...143
৬৪- বিচারক ও পাওনাদার হিসেবে নম্রতা ও কোমলতা প্রদর্শন.......................................144
৬৫- প্রিয়তম ব্যক্তির মৃত্যুতে সওয়াবের আশা রাখা..144
৬৬- লজ্জা ও সম্ভ্রমবোধ...145
৬৭- সূরা আল-ইখলাসের প্রতি ভালবাসা...145
৬৮- বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেওয়া...146
৬৯- তিনবার আল্লাহর নিকট জান্নাত চাওয়া...146
৭০_৭৫- শাসকের ন্যায় বিচার, যুবকের ইবাদতের মধ্যে জীবন গড়ে...................................146
৭৬- জিহাদরত ব্যক্তির মাথায় ছায়া দেওয়া...147
৭৭- সুবিচার করা..147
৭৮- মুসলিম ভাই যা পছন্দ করে তাকে খুশি করার জন্য তা নিয়ে সাক্ষাত করা...................148
৭৯- দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে রাখা (মুসলমানের দোষ ঢেকে রাখা)..148
৮০- মুসলিমদের প্রয়োজন পূরণ করা..149
৮১- ঘুমানোর সময় এ দুয়াটি বলবেঃ (আল্ল-হুম্মা আসলামতু নাফসী...................................149
৮২- রমাযান মাসে উমরা করা...150
৮৩- ফজরের নামায আদায়ের পর সূর্য উঠা পর্যন্ত মসজিদে বসে থাকা...............................150
৮৪- কল্যাণমূলক কিছু শিক্ষা করা অথবা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই মসজিদে...............................150
৮৫- যিলহজ (হজ্জ) মাসের দশ প্রথম

৮৭- কোন যোদ্ধাকে জিহাদের সরঞ্জাম যোগাড় করে দেওয়া.....................................152
৮৮- আল্লাহর পথে জিহাদকারীর পরিবার-পরিজনকে উত্তমরূপে.................................153
৮৯- প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা...153
৯০- রমযানের রোযার পর শাওয়াল মাসে ছয় দিন রোযা রাখা...................................153
৯১- জুমু'আর দিন স্ত্রীকে গোসল করানো, নিজেও গোসল করা.................................154
৯২- রোযাদারকে ইফতার করানো...154
৯৩- ১০০বার সুবহা-নাল্ল-হ পাঠ করা...154
৯৪- একশ'বার এ দু'আটি পাঠ করাঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহ্দাহু............................155
৯৫- দশ'বার এ দু'আটি পাঠ করাঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহ্দাহু................................156
৯৬- বাইতুল্লাহর সাতবার তাওয়াফ করা এবং দুই রাকআত..156
৯৭_৯৯- দুধ পান করার জন্য কাউকে বকরি, অথবা টাকা-পয়সা ধার............................157
১০০- একশবার আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করা..157
১০১- এ দুয়াটি পাঠ করাঃ আলহামদুলিল্লাহি আদাদা মা...158
১০২- এ দুয়াটি তিনবার পাঠ করাঃ "সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াবি হামদিহি...............................159
১০৩- "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" পাঠ করা..159
১০৪- এক সলাতের পরে আরেক সলাত যার মধ্যবর্তী সময়ে..160
১০৫- নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর পথে শাহাদাত কামনা করা...160
১০৬- নফল বা চাশতের সলাত আদায় করার জন্য বের হওয়া......................................161
১০৭- মসজিদে কুবাতে নামায পড়া...161
১০৮- একশবার আল্লাহু আকবর বলা...162
১০৯- সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং সঠিক পথের দিকে ডাকা......................................162
১১০- মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা...162
১১১_১১২- কোন ব্যক্তিকে তার সাওয়ারীতে উঠার ক্ষেত্রে সাহায্য...............................163
১১৩- চাশতের দু রাকআত সালাত..163
১১৪- ধার দেওয়া..163
১১৫_১১৬- ফজর ও ইশার নামায জামাআতের সাথে আদায় করা..................................164
১১৭- মাসজিদুল হারামে নামায পড়া...164
১১৮- মসজিদে নাববীতে সালাত পড়া...164
১১৯- জামাআতে সলাত আদায় অথবা ইমামের সাথে...165
১২০- লোকে যেখানে দেখতে পায় না সেখানে ও স্বগৃহে নফল নামায আদায়..................165
১২১- কুরআনের একটি অক্ষর পাঠ করা..166
১২২- মুওয়ায্যিনের আযান অনুরূপ বলার পর...166
১২৩- কুরবানীর পশু..167
১২৪- 'সুবহানাল্লাহ্ ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আযীম' পাঠ করা............................167
১২৫- ধৈর্য ধারণ...168
১২৬- পুরুষ ও নারী মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা...168
১২৭_১২৮- ঘর হতে জানাযার সাথে বের ওয়া, জানাযার-সালাত আদায় করা.................168
১২৯- এমন দু'আ করা যাতে কোন গুনাহের অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক.........................169

১৩০- উত্তম প্রথা বা কাজের প্রচলন করা..169
১৩১- সৎকাজের নিয়ত (সঙ্কল্প)..170
১৩২- আযান দেয়া এবং প্রথম কাতারে সালাত আদায় করা.....................................170
১৩৩_১৩৪- প্রথম আঘাতে কাকলাস (টিকটিকি) মেরে ফেলা...................................171
১৩৫_১৩৭- “আসসালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারকাতুহু.......................171
১৩৮- পাহারা প্রদানরত অবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যু...172
১৩৯- মুওয়ায্যিনের আযান অনুরূপ বলার পর...172
১৪০- সকালে ও সন্ধ্যায় দশবার করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপর.............173
১৪১- সূরাহ আল বাকারাহ এবং সূরাহ্ আ-লি ইমরান পাঠ করা.................................174
১৪২- পিতার বন্ধু-বান্ধবের সাথে সদ্ব্যবহার...174
১৪৩- সূরা ইযা যুল যিলাত পাঠ করা...174
১৪৪- সূরাহ ইখলাস পাঠ করা..175
১৪৫- কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরূন পাঠ করা..175
১৪৬- মাসজিদে গিয়ে আল্লাহর কিতাবের কিছু আয়াত পাঠ করা...............................175
চতুর্থ অধ্যায়ঃ আত্মা সংক্রান্ত উদ্দেশ্য পূরণের সম্বলসমূহম............................177
১- আল্লাহর তাকওয়া...179
২_৩- হজ ও উমরাতে মাথার চুল মুন্ডন করা ও ছাঁটা...180
৪- আসরের ফরয সলাতের পূর্বে চার রাক‘আত সলাত আদায় করা...........................180
৫- আল্লাহর যিকরের জন্য একত্রিত হওয়া...181
৬- ক্বিয়ামুল লাইলের জন্য নিজে উঠা এবং মুখে পানি ছিটিয়েও স্ত্রীকে.........................181
৭- ক্রয়-বিক্রয় এবং পাওনা তাগাদায় নম্রতা ও কোমলতা...182
৮- এমন দু‘আ করা যাতে কোন গুনাহের অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক............................182
৯- মুসলিম ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু’আ..183
১০- রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহর নিকট চাওয়া..183
১১- বুধবার যোহর ও আসর নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে দুয়া করা...................................184
১২- দু’আ ইউনুস...184
১৩- জুমু‘আহর দিনে বিশেষ মুহূর্তে সালাতে দাঁড়িয়ে দুয়া করা.....................................185
১৪- দুই হাত তুলে দু’আ করা..185
১৫- আযান ও ইক্বামাতের মধ্যবর্তী সময়ে দু‘আ করা...186
১৬- মুআযযিনের আযানের উত্তর দানের পর দু‘আ করা..186
১৭- রাতে জেগে ওঠে এ দু‘আ পড়াঃ “‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু..........................186
18- রোযাদার ব্যক্তির ইফতারের স ময় এবং এবং রোযার অবস্থায় দুয়া করা...................187
১৯- আল্লাহর যিকর...187
২০- দু’আ করা...188
২১- রামাযানের প্রত্যহ দিবারাত্রে দু’আ করা..188
২২- আল্লাহর জন্য বিনয়ী হওয়া..188
২৩- যবানকে হেফাযাত করা...189
২৪- আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা..189

২৫_২৬- ভালো আচার-ব্যবহার এবং ভালো প্রতিবেশীতা বজায় রাখা..........................190
২৭- সুরমা ব্যবহার করা...190
২৮- প্রথম কাতারে সালাত...190
২৯- ওযু নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত নামায আদায়ের স্থানে বসে থাকা.................................191
৩০- মুসলিম ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া..191
৩১- আযান..191
পঞ্চম অধ্যায়ঃ দুনিয়ার উদ্দেশ্য পূরণের সম্বলসমূহ..192
১- মুসলিম ভাইয়ের অভাব পূরণ করা...194
২- আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা..194
3- সদাসর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং আল্লাহর কাছে তাওবা করা..................................195
৪- আল্লাহর তাকওয়া..195
৫- আল্লাহর প্রতি ভরসা..196
৬- (আল্লাহর রাস্তায়) ব্যয় করা...196
৭- বয়সের কারণে কোন বয়স্ক ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করা..197
৮- বিপদাপদের সময় এ দুয়াটি বলবেঃ “ইন্না- লিল্লা-হি ওয়া ইন্না-...................................197
৯- ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সত্য বলা এবং যথাযথ বর্ণনা করা..197
১০- ঘুমানোর উদ্দেশে বিছানায় যাওয়ার সময় ৩৪ বার...198
ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ আশপাশের লোকের উদ্দেশ্য পূরণের সম্বলসমূহ............................200
১- মন্দ উৎকৃষ্ট দ্বারা প্রতিহত করা...202
২_৪- আত্মীয়তার বন্ধন, ভালো আচার-ব্যবহার এবং ভালো প্রতিবেশীতা........................202